NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ পুজো মানে তো আসলে আবেগ

রেশন দুর্নীতিতে আটক বাকিবুর ৩

কলকাতা ১৪ অক্টোবর ২০২৩ ২৫ আশ্বিন ১৪৩০ শনিবার সপ্তদশ বর্ষ ১২৫ সংখ্যা ১২ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 14.10.2023, Vol.17, Issue No. 125, 12 Pages, Price 3.00

নজরে অভিষেকের আপ্ত সহায়ক, তলব করল ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়কে তলব করল ইডি। এর আগে গত সপ্তাহে অভিষেকের মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবা অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে তলব করা হয়। চলতি সপ্তাহে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দেন অভিষেকের স্ত্রী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। এবার তলবের মুখে পড়লেন তাঁর আপ্ত সহায়ক। ইডি সূত্রে খবর, আগামী সোমবার সকাল ১০টায় তাঁকে সল্টলেক সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করা হয়েছে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে এও খবর, প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলা ও লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডসের তদন্ত করতে গিয়ে সুমিতের নাম উঠে এসেছে। সেই কারণে সুমিতকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান তদন্তকারীরা। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলতে পারে বলে ধারনা ইডির আধিকারিকদের। এর আগে কয়লা পাচারকাণ্ডে একাধিকবার সুমিতকে তলব করেছিল ইডি। অন্যদিকে, ইডির পাঠানো এই সমনের বিরোধিতা করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন অভিষেকের আপ্তসহায়ক। কার্যত এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করেই আদালতে আদালতের দ্বারস্থ হন সুমিত। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে মামলা ওঠার পর মামলাকারী রক্ষাকবচ চান। যদিও বিচারপতি সে রক্ষাকবচ দেননি। তবে ইডির আইনজীবীকে বিচারপতির সুপারিশ, সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার জায়গায় বেলা ১২ টায় হাজিরার সময়সীমা ধার্য হোক। হাইকোর্টে এই মামলার শুনানি রয়েছে সোমবার বেলা ১২টায়।

এদিকে আবার লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডস মামলায় গত সপ্তাহেই অভিষেকের মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবা অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে নথি-সহ ইডি দপ্তরে তলব করা হয়। উভয়েই সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা না দিলেও আইনজীবী মারফত তদন্তকারীদের কাছে প্রয়োজনীয় নথি পাঠিয়ে দেন। তবে বুধবার ইডি দপ্তরে হাজিরা দেন অভিষেক জায়া রুজিরা। এরপর চলে দীর্ঘ সাড়ে আট ঘণ্টার জিজ্ঞাসাবাদ। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডের তদন্তে গ্রেপ্তারির মুখে পড়েন 'কালীঘাটের কাকু' সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। তিনি নিজেকে একাধিকবার অভিষেকের সংস্থার কর্মী বলে সংবাদমাধ্যমে দাবি করেছেন। সুজয়কে জিজ্ঞাসাবাদ করে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অভিষেকের সংস্থাল লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের নিউ আলিপুরের অফিসে তল্লাশি অভিযান চালায় ইডি। সেখান থেকে বেশ কিছু নথিও উদ্ধার করা হয়। সেই নথির সূত্রেই ৩ ও ৯ অক্টোবর তলব করা হয়েছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। কিন্তু তিনি আদালতের দ্বারস্থ হন।

গাজায় বিমানহানায় নিহত ১৩ ইজরায়েলি পণবন্দি!

তেল আভিভ, ১৩ অক্টোবর: গাজায় ইজরায়েলি বিমানহানায় নিহত হয়েছেন অন্তত ১৩ জন ইজরায়েলি পণবন্দি। শুক্রবার সশস্ত্র প্যালেস্তেনীয় সংগঠন হামাসের তরফে এ কথা জানানো হয়েছে। এই বিবৃতি ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর উপর চাপ বৃদ্ধি করল বলেই মনে করা হচ্ছে। গত ৭ অক্টোবরের হামলার ঘটনায় নেতানিয়াহু সরকারের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই গোয়েন্দা-ব্যর্থতার অভিযোগ উঠেছে। পাশাপাশি, হামাস বাহিনীর হাতে অপহৃতদের মুক্তির দাবিতে তৈরি হচ্ছে জনমত। ফলে ইজরায়েল বায়ুসেনার হামলায় সে দেশেরই পণবন্দিদের মৃত্যুর খবর অস্বস্তি বৃদ্ধি করতে পারে নেতানিয়াহু সরকারের। শনিবার রকেট হানা এবং প্যারাগ্লাইডারে চড়ে ইজরায়েল ভূখণ্ডে হামলার পাশাপাশি, স্থলপথেও অনুপ্রবেশ করেছিল হামাস বাহিনী। গাজা সীমান্তে ইজরায়েলের তৈরি ইস্পাতের 'দি গ্রেট স্মার্ট ফেন্স' ভেঙে ঢুকে পড়ে দেড়শো জনেরও বেশি ইজরায়েলিকে বন্দি করেন হামাস যোদ্ধারা। তাঁদের এখন গাজার ভূগর্ভস্থ কোনও সুড়ঙ্গে আটকে রাখা হয়েছে বলে মনে করছে ইজরায়েল সেনা। আর তাঁদের মুক্ত করতে স্থলপথে গাজা ভূখণ্ডে অভিযান শুরুর প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলে ইজরায়েলের সংবাদ মাধ্যমের দাবি। সীমান্তবর্তী এলাকাতে ইতিমধ্যে নিয়মিত এবং সংরক্ষিত ব্যাটেলিয়নগুলি মিলিয়ে প্রায় তিন লক্ষ ইজরায়েলি সেনা মোতায়েন করা হয়েছে। শুক্রবার ইজরায়েল সেনার এক্স হ্যান্ডলে দাবি করা হয়েছে, তাদের 'শায়িটেট ১৩' ইউনিট গাজায় হামাস বাহিনীর বাংকারে ঢুকে রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ের পর ২৫০ জন অপহৃতকে উদ্ধার করেছে। হামাসের ৬০ সদস্যকে খতমের দাবি করা হয়েছে সেনার তরফে। যদিও গোড়া থেকে তেল আভিভ দাবি করছিল, পণবন্দির সংখ্যা দেড়শোর কিছু বেশি!

পঞ্চায়েত মামলায় রাজীব সিন্‌হার বিরুদ্ধে রুল জারি করল আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদন: আদালত অবমাননার দায়ে বিদ্ধ রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব তাঁর বিরুদ্ধে রুল জারি করল প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। শুক্রবার রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মামলায় এই রুল জারি করে আদালত। পঞ্চায়েত মামলায় আদালত অবমাননার অভিযোগে ২৪ নভেম্বর তাঁকে আদালতে হাজিরা দিয়ে উত্তর দিতে হবে বলে আদালত সূত্রে খবর।

শুক্রবার আদালত জানায়, রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিন্‌হাকে সশরীরে আদালতে এসে জবাবদিহি করতে হবে। আদালতের নির্দেশ না মানায় কেন তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে না, এই প্রশ্নে আদালতে হাজির হয়ে ব্যাখ্যা দিতে হবে কমিশনারকে। কারণ, আদালতের বক্তব্য, নির্বাচন কমিশনার আদালত অবমাননার কাজ করেছেন। আদালতের নির্দেশের অবমাননা হয়েছে। প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি উদয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ শুক্রবার এই নির্দেশ দেয়।

প্রসঙ্গত, পঞ্চায়েত মামলায় রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করে পঞ্চায়েত ভোট করানো হোক আদালতে এমন আবেদন করেন তিনি। আদালতও কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট করানোর নির্দেশে দিয়েছিল। তবে শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ ছিল, সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও আদালতের নির্দেশ মেনে কাজ করেনি রাজ্য নির্বাচন কমিশন। এতে আদালত অবমাননা করা হয়েছে। এর বিরুদ্ধে ফের আদালতের দ্বারস্থ হন শুভেন্দু। সেই মামলাযতেই এদিন রুল জারি করে আদালত। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে সশরীরে আদালতে হাজিরা দিতে হবে, এরকম ঘটনা নজিরবিহীন বলেও জানাচ্ছেন অনেকে। আগামী ২৪ নভেম্বর আদালতে এসে উত্তর দিতে হবে নির্বাচন কমিশনার রাজীবা সিন্‌হাকে। উল্লেখ্য, আদালত অবমাননা ইস্যু নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে ২টি পৃথক মামলা করেছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী এবং শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার শুভেন্দু আদালতের এই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানান, 'আমি এই রায়কে স্বাগত জানাই। পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার শুধুমাত্র বিরোধী দলগুলির দাবিকে অগ্রাহ্য করেছেন তা নয়, তিনি আদালতের প্রধান বিচারপতির নির্দেশকেও অগ্রাহ্য করেছেন। তাই এর সঠিক বিচার হওয়া উচিত এবং এর শাস্তি হওয়া উচিত।'

পুজোর আগেই ৭১ বিচারাধীন বন্দির মুক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজোর আগেই ৭১ জন বিচারাধীন বন্দিদের মুক্তির জন্য রাজ্যপালকে চিঠি দিয়েছিল নবান্ন। সেই চিঠি রাজভবন পাওয়ার পর একাধিক বিষয় নিয়ে জানতে চেয়ে রাজ্যপাল চিঠি দিয়েছিল নবান্নের স্বরাষ্ট্র সচিবকে। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের পরই শুক্রবার নবান্নের এই আবেদনে সম্মতি দিল রাজভবন। পুজোর আগেই ৭১ জন বিচারাধীন বন্দিকে মুক্তি দিতে চলেছে রাজ্য। যার মধ্যে ১৬ জন বিদেশি বন্দিও রয়েছে।

আজ ভারত-পাক মহারণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ আমদাবাদে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ভারত-পাক মহারণ। বিশ্বকাপ ক্রিকেটে এই নিয়ে অষ্টমবার মুখোমুখি হতে চলেছে ভারত-পাকিস্তান। ওয়ান ডে-র বিশ্বকাপে ভারত-পাক লড়াইয়ের পরিসংখ্যানে পাকিস্তানকে কার্যত হোয়াইট-ওয়াশ করেছে ভারত। কারণ, এখনও পর্যন্ত দু দল পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছে ৭ বার। এর মধ্যে ৭ বারই জয়ী ভারত-ই। দেখে নেওয়া যাক সেই পরিসংখ্যান।

১. ১৯৯২-এ সিডনিতে ভারত প্রথমবার ওয়ান ডে বিশ্বকাপ জেতে। সেবার পাকিস্তানকে ৪৩ রানে পরাজিত করে ভারত।
২. ১৯৯৬-এ ফের টিম ইন্ডিয়ার জয় আসে ২৯ রানে।
৩. ১৯৯৯-এও ভারত পাকিস্তানকে হারায় ৪৭ রানে।
৪. ২০০৩-এও একই ঘটনা। ভারতের কাছে পাক দল হারে ২৯ রানে।
৫. ২০১১-তে মোহালিতে ভারত পাক ক্রিকেট টিমকে পরাজিত করে ২৯ রানে।
৬. ২০১৫-তে পাকদের বিরুদ্ধে বিরাট ব্যবধানে জেতে ভারত। খেলা শেষে দু দলের মধ্যে পার্থক্য ছিল ৭৬ রানের।
৭. ২০১৯-এ রোহিত শর্মার অধিনায়কত্বে ভারত পাকিস্তানকে হারায় ৮৯ রানে।

পুজোর মুখে একদিনের অধিবেশন বিধানসভায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজোর মুখে বসতে চলেছে বিধানসভার একদিনের অধিবেশন। যেখানে মন্ত্রী ও বিধায়কদের বেতন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত বিল আকারে পেশ করা হতে পারে বলে বিধানসভা সূত্রের। প্রসঙ্গত, মন্ত্রী ও বিধায়কদের বেতন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই ঘোষণা করেছেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে বিধানসভায় বিল আনতে হয়। এদিকে সরকারের ইচ্ছে, পুজোর আগেই বিধায়কদের বেতন বৃদ্ধি হোক। সেই লক্ষ্যে একপ্রকার নজিরবিহীনভাবে দ্বিতীয়ার দিন বসতে চলেছে বিধানসভার অধিবেশন।

সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে যে মন্ত্রিসভার যে বৈঠক বসে সেখানেই মুখ্যমন্ত্রী এ নিয়ে উদ্যোগ নিতে বলেন মন্ত্রীদের। এরপরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সোমবার দ্বিতীয়ার দিন বিধানসভার অধিবেশন বসবে। দুটি বিলে সংশোধনী আনা হবে একদিনের এই অধিবেশনে। একটি হল দ্য বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি অ্যাক্ট ১৯৩৭। এই বিলটি হল বিধায়কদের বেতন বাড়ানোর জন্য। অপরটি হল ওয়েস্টা বেঙ্গল স্যালারিজ অ্যান্ড অ্যালাওয়ান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৫২। এই বিলটি মন্ত্রীদের বেতন বাড়ানোর জন্য।

তবে সোমবার অর্থাৎ দ্বিতীয়ার দিন বিল পাশ হয়ে গেলেও সেটা পুজোর আগে আইনে পরিণত হবে কিনা, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে বঙ্গ রাজনীতিবিদদের। কারণ বিল পাশ হলেও সেটা আইনে পরিণত করতে রাজ্যপালের সই প্রয়োজন। আর রাজ্যপাল আদৌ এই বিলে ছাড়পত্র দেবেন কি না বা দিলেও কবে দেবেন তা নিয়েও রয়েছে সংশয়।

আফগানিস্তানে মসজিদে বিস্ফোরণ

কাবুল, ১৩ অক্টোবর: শুক্রবারের নমাজ চলাকালীন বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল উত্তর আফগানিস্তানের একটি শিয়া সম্প্রদায়ের মসজিদ। বাঘলান প্রদেশের রাজধানী পোল-ই-খোমরিতে বিস্ফোরণের জেরে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ১৮ মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। যদিও বিস্ফোরণে ঠিক কত মানুষ হতাহত হয়েছেন তা এখনও স্পষ্ট নয়। তালিবান সরকার বিস্ফোরণের খবরের সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছে। প্রাথমিক ভাবে জানা যাচ্ছে যে, এক জন আত্মঘাতী জঙ্গি বুকে বিস্ফোরক বেঁধে নমাজের সময় পোল-ই-খোমরির ইমাম জামান মসজিদে ঢুকে পড়ে। শিয়া সম্প্রদায়ভুক্তরা যখন নমাজ পড়ায় মগ্ন তখনই বিস্ফোরণ হয়। স্থানীয়দের আশঙ্কা, মৃতের সংখ্য বাড়তে পারে।

বোনাস সিভিক ভলান্টিয়ারদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা পুলিশ ও রাজ্য পুলিশের বোনাসের মধ্যে কোনও পার্থক্যই নেই। কলকাতা পুলিশে যে সিভিক ভলান্টিয়াররা কাজ করেন, তাঁদের সমহারেই বোনাস পাবেন রাজ্য পুলিশের সিভিক ভলান্টিয়াররাও। শুক্রবার এক্স হ্যান্ডেলে এমনই ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লিখেছেন, সমস্ত সিভিক ভলান্টিয়ারই ৫ হাজার ৩০০ টাকা করে বোনাস পাবেন। পুজোয় রাজ্য পুলিশ ও কলকাতা পুলিশের বোনাসের তারতম্যের অভিযোগ তুলেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। এদিনই সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, 'পুজোয় কলকাতা পুলিশের সিভিক বোনাস পাবে পাঁচ হাজার তিনশত টাকা করে, আর বাকি রাজ্যে কর্মরত সিভিক পাবে দু'হাজার টাকা করে। এটা কেমন বিচার? দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্রিক প্রশাসন এতটা এক চোখা, এত পক্ষপাতদুষ্ট?

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১১/১০/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৯৮২ নং এফিডেভিট বলে Abdul Rahim Mallick S/o. Anowar Ali Mallick ও Rahim Mallik S/o. A. Mallik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১১/১০/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৯৮৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk. Azfar Ali ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sk. Abdul Sattar ও Sk. A. Sattar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১১/১০/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৯৯৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Taher Hossen ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Tabarak Hossen ও Late Sk Tabarak Hossen সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১১/১০/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৯৭২ নং এফিডেভিট বলে Mrityunjay Mondal ও Mrityunjoy Mondal S/o. Nimai Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১৪ ই অক্টোবর । ২৪ শে আশ্বিন, মহালয়া তর্পণ পর্ব অমাবস্যা।সূর্য গ্রহন, ভারতে নয়। শনিবার। জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধে র মহাদশা। বিংশোত্তরি চন্দ্র র মহাদশা কাল, মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : দুশ্চিন্তা মুক্ত সময়। পরিবার স্বজনের সাথে সম্পর্ক শুভ হবে। শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা শুভ যোগাযোগ। জমি বাড়ি বাস্তু বিষয় শুভ। যারা লেখালেখি করেন সাংবাদিকতা করেন, তাদের কাছে আজ কিছু সুযোগ বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ দিন গৃহবধূদের শুভ যোগ প্রেমিক যুগল আনন্দ প্রাপ্তির দিন। সন্তানের সাথে যে মতভেদ ছিল তা মিটে যাওয়ার দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে করি দান করুন দেবতার উদ্দেশ্যে।

বৃষ রাশি : দুশ্চিন্তার কালো মেঘ কেটে যাবে। যারা রাজ্যের বাইরে বা রাষ্ট্রের বাইরে কাজ করেন, তাদের কাছে নতুন সুযোগ বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ দিন। বাণিজ্য বৃদ্ধির দিন। সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর বুদ্ধির দ্বারা সমস্যার যট খুলবে। প্রেমিক যুগল বিবাহের দিন নির্ধারণ করতে পারেন। পরিবারের সহযোগিতা পাবেন। প্রবীণ নাগরিক, যারা অসুস্থ ছিলেন, তাদের সুস্থতা লক্ষণ প্রকাশ পাবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে কর্পূর দ্বারা অতি করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : অবুঝের মত তর্ক করলে সমাজের চোখে সম্মানহানি হবে। বান্ধব প্রতিবেশী দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি যাকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি কাজটি না করার জন্য অশান্তির কালো মেঘ। জল ভ্রমণে বিপদ। দূর ভ্রমণে বিপদ। বিবাদ বিতর্ক বিশৃঙ্খলা থাকবে। এক তৃতীয় ব্যক্তি কে নিয়ে পারিবারিক অশান্তি চরমে পৌঁছবে। সতর্ক থাকা উচিত বাড়ির গৃহ মন্দিরে আজ তিনটি প্রদীপ জ্বালুন এবং কর্পূর দ্বারা সমস্ত দেবদেবীর আরতি করুন শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজ মনে হবে কেউ কথা রাখেনি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে বিবাদে না গিয়ে, বুদ্ধির দ্বারা কৌশলী হয়ে চেষ্টা করলে সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে শ্বশুরবাড়ির একজন সদস্য দ্বারা কিছু শুভ হবে। অর্থ আসবে ব্যায় হবে দ্বিগুণ। এক প্রতিবেশীর কু নজর আপনার প্রতি আছে। শান্তির উদ্দেশ্যে বাড়ির গৃহ মন্দিরে প্রদীপ প্রজনন করুন এবং শঙ্খ বাজান নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পারিবারিক দাম্পত্য জীবনে শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কোন বান্ধবীর বুদ্ধির দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব। যে পরিবারকে আপনি মাঝে মাঝে উপদেশ দেন, আজ সেই পরিবার আপনার পাশে থেকেই দাঁড়াবে। আপনি আনন্দ পাবেন। খ াদ্য দ্রব্যের ব্যবসা হোটেল রেস্তোরাঁ ব্যবসা যারা করেন, তাদের অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব। এক পুরাতন প্রবীণ মানুষের সহযোগিতায় অর্থবৃদ্ধি সম্ভব। পরিবারের গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে দুর্গা প্রদান করুন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ সকাল থেকেই দোকান বাজার বিষয়কে কেন্দ্র করে, পরিবারে তর্ক-বিতর্ক দানা বাঁধবে। সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। পরিবারের বয়স্ক সদস্যের শরীর খারাপের জন্য দুশ্চিন্তা থাকবে। পরিবারের স্কুলে যাতায়াত করে এমন বিদ্যার্থীর জন্য তর্ক-বিতর্ক। বেতনভুক কর্মী যারা, তাদের কিছু সমস্যা তৈরি হবে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কুনজর আপনার দিকে থাকবে। তর্ক-বিতর্ক না করে ধৈর্য ধরা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করুন এবং নমো শিবায় কথাটি বলুন উপকৃত হবেন।

তুলা রাশি : শশুর বাড়ির স্বজনের বুদ্ধির দ্বারা, গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের দ্বারা, অশুভ অবস্থান। পারিবারিক বিষয় প্রতিবেশীর অশুভ নজর, আপনার দিকে থাকার কারণে, নানা বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে। কোন রাজনৈতিক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা। যিনি বলেছিলেন কাজটি করে দেব ,কাজটি না হওয়ার জন্য মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি হবে। যানবাহন বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা। কোন ইলেক্ট্রিক্যাল বা ইলেকট্রনিক্স জিনিস খারাপ হয়ে পড়তে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে দুর্গা মায়ের নাম করুন

বৃশ্চিক রাশি : ছোট ভ্রমণের দ্বারা শান্তির বাতাবরণ। অবিবাহিত জাতক জাতিকাদের প্রেম আসবে। বিবাহের সম্ভাবনা আসবে।যারা বেতনভুক কর্মচারী, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ র সহযোগিতায় আজ বড় কোন কাজ হয়ে পড়বে। ব্যবসা-বাণিজ্যে বৃদ্ধি। গৃহবধূদের শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ভগবান গনেশের চরণে হলুদ নিবেদন করুন শুভ হবে।

ধনু রাশি : সম্পত্তি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে জটিলতা তৈরি হয়েছিল, আজ তা সমস্যা মুক্তির দিন। কোর্ট কাছারিতে যে মামলা ছিল, আজ আইন আপনার পক্ষে রায় দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থিতি। কিছু নতুন যোগাযোগের দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব। বাস্তুভূমি গৃহ জমি বিষয়ে শুভ। কোন নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ পাওয়ার সম্ভাবনা, প্রেমিক যুগল শুভ গৃহবধূদের শুভ। আজ বাড়ির গৃহ মন্দিরে চন্দন দ্বারা ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ শুভ দিন ছাত্র-ছাত্রী দের লক্ষ্যে পৌঁছানোর সময়। যারা রাষ্ট্রের বাইরে কাজ করেন তাদেরও বহু সুযোগ আসবে। আজ শান্তির বাতাবরণ। পরিবারে শ্বশুরবাড়ির একজন সদস্য দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। কোন বান্ধব দারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির সম্ভাবনাময় দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে, ভগবান গণেশের উদ্দেশ্য দূর্বা প্রদান করলে শুভ হবে

কুম্ভ রাশি : আজ নিজের ওপর বিশ্বাস রেখে এগিয়ে চলুন। বিবাদ বিতর্ক থাকবে। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। সকালবেলায় প্রতিবেশীর সাথে বিবাদ। বিতর্ক থাকবে। ইনকাম ট্যাক্স সেল ট্যাক্স এর ফাইল দেখে নিয়ম অনুযায়ী চলুন। নয়তো গভর্মেন্টের কোন চিঠি আপনার উদ্দেশ্যে আসতে পারে। ব্যবসা-বাণিজ্যে দুশ্চিন্তা। বিদ্যার্থীদের দুশ্চিন্তা। গৃহবধূদেরও দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান ভোলেনাথের উদ্দেশ্যে নারিকেল প্রদান করুন বিপদনাশ হবে।

মীন রাশি : পুরাতন এক বান্ধবীর সঙ্গে হঠাৎ যোগাযোগের দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। পরিবারের শুভ। যারা শিক্ষকতা করেন, যারা অধ্যাপনা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ডিভোর্সের মামলা যাদের চলছে তাদের ধৈর্য ধরা উচিত, নিশ্চয়ই শুভ হবে। শিল্পী কলাকুশলী যারা-- বিশেষত ক্যামেরাম্যান যারা তাদের শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। শুভ যোগাযোগ হবে। ধৈর্য রাখলে সফলতা নিশ্চিত । আজ বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান ভোলেনাথ তার উদ্দেশ্যে সাদা মিষ্টান্ন প্রদান করুন শুভ হবে।

(মহালয়া পার্বন শ্রাদ্ধ। যোড়শ পিণ্ডদান কর্তব্য।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ১১/১০/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৯৭৮ নং এফিডেভিট বলে Shiba Prasad Dey S/o. Kali Pada Dey ও Shib Sankar Dey S/o. K. D. Dey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১১/১০/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৯৭৯ নং এফিডেভিট বলে Ramchandra Barnwal S/o. Masudan Barnwal ও Ramchandra Barnowyal S/o. M. Barnowyal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম-পদবী

গত ১১/১০/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৯৮১ নং এফিডেভিট বলে আমি Debanjan Saha ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Mangal Chandra Saha ও M. Saha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১১/১০/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৯৭৫ নং এফিডেভিট বলে Sujoy Chand Mukhopadhyay S/o. Kshetra Nath Mukhopadhyay ও Sujoy Chand Mukherjee S/o. Kshetra Nath Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১০/১০/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৭৮৩ নং এফিডেভিট বলে Utpala Banerjee W/o. Bidyut Kumar Bandyopadhyay ও Utpala Bandyopadhyay W/o. B. K. Bandyopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১১/১০/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৯৮৭ নং এফিডেভিট বলে Pijus Pakhira S/o. Nemai Chandra Pakhira ও Pijush Pakhira S/o. N. Pakhira সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম-পদবী

গত ০৯/১০/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৭১৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Rabindra Nath Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Dhirendra Nath Ghosh ও Lt. D. N. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৩/১০/২৩ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ৪১ নং এফিডেভিট বলে আমি Smt. Rina Dutta (old name) W/o. Sonjit Dutta at 81, Near Gas Gudam, Old Kodalia, Bandel, Chinsurah, Hooghly-712123, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Rina Dutta Roy (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Smt. Rina Dutta & Rina Dutta Roy W/o. Sonjit Dutta উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৩/১০/২০২৩ নোটারী পাবলিক, চন্দননগর, হুগলী, কোর্টে ৩৪১ নং এফিডেভিট বলে আমি Lakshmi Saren D/o. Raju Saren নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Reshma Bibi নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১১/১০/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৯৯৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Ajad Boksh Mirja ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sekh Fayej Boksh Mirja ও Sk Foiz Boksh Mirja সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১১/১০/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৯৯২ নং এফিডেভিট বলে আমি Dorothy Barai ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার স্বামী Sanjib Kumar Barai ও Sanjib Kr. Barai সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

422270702 LICI পলিসিতে আমার নাম Intadul Biswas পিতা Sohir Biswas আছে। গত ১৮/০৯/২০২৩ তেহট্ট নদীয়া Executive Magistrate এর এফিডেভিট বলে আমি Ahidul Biswas পিতা Sahir Biswas নামে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

আমি Ghana Shyam Sarkar, S/O Ranga Lal Sarkar, R/O- 219/1 বিবেকানন্দ রোড, P.O.- শেওড়াফুলী, P.S.- শ্রীরামপুর, জেলা-হুগলী, ৭১২২২৩, আমার ছেলের ভালো নাম Shriyansh Sarkar ভুলবশত আধার কার্ড 704010344999 আর ওর জন্ম প্রমান পত্রে (WB/1883) ওর ডাক নাম লেখা আছে Manaskam Sarkar গত ০৪/০১/২০২৩ তারিখে Ld. 1st Class Judical Magistrate Srirampur Court থেকে Affidavit (91) করে প্রমান করছি যে আমার ছেলের নাম Shriyansh Sarkar আর Manaskam Sarkar এরা দুজনে এক এবং একই সনাক্তকারী ব্যক্তি।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী, প্রথম সিভিল জজ (জুঃ ডিঃ) আদালত, চুঁচুড়া।

প্রিয়েমসন মিস কেস নং -২৭/১০

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, জেলা হুগলী, থানা-মগরা আমোদঘাটা মৌজায় আর. এস. খতিয়ান নং ৫৬৮, এল. আর. খতিয়ান নং ২০৭১, আর. এস. এবং এল. আর. দাগ নং- ৮১৩, পরিমান ০.০৩ একর সম্পত্তির প্রিয়েমসনের জন্য পল্লভ ব্যানার্জীর পিতা- ঁঅমল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রাম জয়পুর, মালির বাগান, মগরা, ১ (এ) শ্রীমতী শঙ্করী নিয়োগী স্বামী-ঁঅঞ্জন নিয়োগী, ১(বি) শ্রীমতী অনন্যা নিয়োগী, স্বামী- সোমনাথ ব্যানার্জী, ১(সি) শ্রীমতী অর্ণবী নিয়োগী, স্বামী- আদিত্য মণ্ডল ১(এ) এর সাকিম- মগরা জয়পুর, ১ (বি) এর সাকিম সুকান্ত পল্লী, মগরা ১(সি) এর সাকিম বাসুদেবপুর সারদা পল্লী, ত্রিবেনী, তাঁহাদের বিরুদ্ধে উপরোক্ত প্রিয়েমসন মামলা বিচারাধীন আছে। তাঁহাদের এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, তাহারা ইংরাজী ১৭/১১/২৩ তারিখের মধ্যে আদালতে হাজির হইয়া তাঁহাদের বক্তব্য উত্থাপন করিবেন, অন্যথায় তাঁহাদের বিরুদ্ধে এক তরফা আদেশ হইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
Sukumar Mondal
এ্যাডভোকেট

আদালতের অনুমত্যানুসারে
Abja Banerjee
সেরেস্তাদার
Of Civil Judge (Jr. Divn.)
1st Court, Hooghly
11/10/23

বিজ্ঞপ্তি

জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত মেদিনীপুর

Ref- Probate Case No. 23/2023

অরুন কুমার ঘোষ ....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর থানার অন্তর্গত রাজাবাজার সাকিনের সর্বসাধারন অধিবাসীগনকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত সাকিনের ঁশিপ্রা প্রতিহার, পিতা- ঁসন্তোষ কুমার প্রতিহার এর সম্পাদিত ০৬-১১-২০১৫ তারিখের উইল প্রবেট পাওনের নিমিত্ত হইল উইলের এক্সিকিউটার শ্রী অরুন কুমার ঘোষ দরখাস্তকারী উপরোক্ত আদালতে উক্ত প্রবেট মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে আপনাদের কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

Schedule

Dist- Paschim Midnapur, P.S- Midnapore, Mouja- Kamararha, J.L.No- 187, Sabek Khatian No- 225, R. S. Kh. No-525, and L. R. Kh. No-641, R.S. Plot No. 108, L. R. Plot No- 443 area - 3.72 dec. Out of 11 dec. in which 868 Sqft. Pucca house in ground Floor and 753 Sq.ft Vacant Land and common portion and 880 Sq.ft. in 1st Floor and roof and 112 Sq.ft. Mezzanina Floor in 1st Floor which two storied building and vacant land.

অনুমত্যানুসারে
সেরেস্তাদার
Tapas Ranjan Chakraborty
ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত
পশ্চিম মেদিনীপুর
০৬/১০/২০২৩

E-Tender

E- Tenders are invited by the Prodhan, Karimpur-II Gram Panchayat (Under Karimpur-I Panchayat Samity), Karimpur, Nadia. **NIT NO- 04/15th FC/ Karimpur-II/ 2023-24, Memo No. KGP-II/236.** Dated- 06.10.2023. Last date of submission **17.10.2023 up to 4p.m.** For details please contract to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Karimpur - II Gram Panchayat.

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে,
২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।

বর্ধমান

স্টুডিও তানিয়া, গোপীকান্ত চক্রবর্তী, স্টল নং - সিএ-২০, ডেভিড হেয়ার রোড, বি জোন, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫। মোঃ ৯৭৪৯১৯১২৭৬, ৯৩৩৩৯১০৬৯৪, ৯৪৩৪২২৫৭৬৭।

রামকৃষ্ণ চ্যাটার্জী, আসানসোল, এন.পি.আর. সরণি, এইচ বি রোড, আসানসোল-৭১৩৩০১, মোঃ ৮০০১৫৮২৭৫০।

কৃষকদের নষ্ট ফসলের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সময় বেঁধেছে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কৃষকদের নষ্ট হওয়া ফসলের ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। সিকিমে মেঘভাঙা বৃষ্টি এবং অতিরিক্ত বর্ষণের কারণে প্লাবন পরিস্থিতিতে উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের একাধিক জেলায় ফসলের ক্ষতি হয়েছে। বাংলা শস্য বিমা প্রকল্পের আওতায় ওই সব নষ্ট হয়ে যাওয়া ফসলের ক্ষতিপূরণ নভেম্বর মাসের মধ্যে দিয়ে দিতে হবে বলে রাজ্যের কৃষি দপ্তর নির্দেশ দিয়েছে। ইতিমধ্যেই কৃষি দপ্তর শস্যহানির প্রাথমিক পর্যালোচনা করেছে। যার পরিমাণ প্রায় ১৮০ কোটি টাকা। সম্প্রতি রাজ্যের কৃষি মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় জেলা স্তরের কৃষি দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে তিনি বীমা সংস্থা গুলির মাধ্যমে দ্রুত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করার জন্য নির্দেশ দেন।

প্রাথমিক অনুমান অনুসারে, উত্তর বঙ্গের পাঁচ জেলার ৩০ টি ব্লকে মোট ৭৪ হাজার ৩৫৩ হেক্টর ফসলি জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে, আটটি জেলার ৩২ টি ব্লকের ৮২ হাজার ২১৭ হেক্টর ফসলি জমিতে শস্য হানির খবর মিলেছে। এর মধ্যে হুগলি, পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং জলপাইগুড়ি থেকে সর্বাধিক ক্ষতির খবর পাওয়া গিয়েছে। বাকি ফসলের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে কৃষি দপ্তরের বিশেষজ্ঞ এবং সিনিয়র আধিকারিকদের নেতৃত্বে ছয়টি রাজ্য-স্তরের দল গঠন করা হয়েছে। যারা মাঠের মূল্যায়ন করবে ফসল বাঁচাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে পরামর্শ দেবে। একই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার জন্য বিকল্প ফসল চাষের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে পাঠাতে প্রত্যেক জেলার কৃষি অধিকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাতে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত জেলায় বীজ বিতরণ করা যায়। হাইব্রিড সরিষা, চিনাবাদাম, বোরো ধান, তিল, গ্রীষ্মকালীন ভুট্টা ইত্যাদি বিকল্প ফসল চাষের উদ্যোগ নেওয়া নিয়েছে।

রাজ্যে বিকল্প চিকিৎসার প্রসার ঘটাতে ১২০টি নতুন আয়ুষ বহির্বিভাগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে বিকল্প চিকিৎসার প্রসার ঘটাতে বিভিন্ন জেলায় ১২০ টি নতুন আয়ুষ বহির্বিভাগ তৈরি করা হবে। এর মধ্যে ৭০ টি হোমিওপ্যাথি, ৪০টি আয়ুর্বেদিক এবং ১০ টি ইউনানি চিকিৎসাকেন্দ্র। রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে একথা জানিয়েছে। বিশেষ করে রাজ্যের গ্রামাঞ্চল গুলিতে আয়ুষ চিকিৎসার সুযোগ আরো ভালোভাবে পৌঁছে দিতে এই চিকিৎসাকেন্দ্র গুলি খোলা হবে বলে জানানো হয়েছে। এর মধ্যে সর্বাধিক আয়ুষ বহির্বিভাগ খোলা হবে উত্তর ২৪ পরগনায় জেলায়। স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে, সেখানে ৯ টি হোমিওপ্যাথি, ৭ টি আয়ুর্বেদিক এবং একটি ইউনানি ইউনিট খোলা হবে। কলকাতায় ১০ হোমিওপ্যাথি, ৫ টি আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার কথাও বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। রাজ্যে বর্তমানে ২৯৬ টি আয়ুষ চিকিৎসা কেন্দ্র রয়েছে।

স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৪-২৫ সালের মধ্যে রাজ্যে নতুন ৬০০ পুরদস্তুর আয়ুষ সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এজন্য সমস্ত জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের উপযুক্ত চিকিৎসাকেন্দ্র এবং উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র চিহ্নিত করতে বলা হয়েছে। যাতে সেগুলিকে উন্নত পরিকাঠাম যুক্ত আয়ুষ চিকিৎসা কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা যায়। চিকিৎসা কেন্দ্রগুলির মানোন্নয়ন এবং আসন সংখ্যা বাড়াতে রাজ্যের আয়ুষ অধিকরণ এবং কেন্দ্রের জাতীয় আয়ুষ মিশনের মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর পাশাপাশি এধরণের সমস্ত সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে চুক্তির ভিত্তিতে যোগ প্রশিক্ষক নিয়োগের জন্যও জেলাশাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষক নিয়োগের জন্য প্রতি জেলায় একটি করে নিয়োগ কমিটি তৈরি করা হয়েছে। এখানে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলাশাসক, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, আয়ুষ বিভাগের জেলা অধিকর্তা এবং যোগ পর্ষদের একজন বিশেষজ্ঞ থাকছেন।

বাঘাযতীনের আইরিস হাসপাতাল একটি ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাল্টি-স্পেশালিটি হাসপাতাল, মডার্ন নার্সারি, এনআইসিইউ, এইচডিইউ এবং আইসিইউ সহ অত্যাধুনিক চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের জন্য সজ্জিত।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পুরুষোত্তম রুপালা টেকসই কৃষি-খাদ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য উদ্ভাবনের আহ্বান জানিয়েছেন।

শিক্ষকদের মানসিক স্বাস্থ্যের সমীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিক্ষকদের মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থা জানতে দেশের সব রাজ্যের সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে সমীক্ষা চালানো হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা মন্ত্রকের 'মনোদর্পণ' প্রকল্পের অধীনে পশ্চিমবঙ্গে এই সমীক্ষার কাজ চালাবে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। সমীক্ষার নাম দেওয়া হয়েছে, Mental well being of Teachers Survey।

পর্ষদের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের কাছে পাঠানো এক নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, আগামী রবিবার অর্থাৎ ১৫ই অক্টোবরের মধ্যে শিক্ষকদের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য স্কুলগুলিকে আপলোড করে দিতে হবে। এই তথ্য জমা পড়ার পরই সমীক্ষার কাজ শুরু করা হবে। শুধু প্রধান শিক্ষকরা নন, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের কমিশনারকেও এ ব্যাপারে কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে। দেশের অন্য রাজ্যগুলিতেও এই সমীক্ষা শুরু হয়ে গিয়েছে বলে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক সূত্রে খবর।

স্ত্রীকে হোয়াটসঅ্যাপ ভিডিও কল করে আত্মঘাতী যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: স্ত্রীকে হোয়াটসঅ্যাপ ভিডিও কল করে আত্মঘাতী হয়েছেন এক যুবক। দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘি থানা এলাকায় এমনই ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ। নিহতের নাম বিজন পাইক। বছর পঁচিশের এই যুবক রায়দিঘির ইস্তারণপুর এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পরিবারের দাবি, শুক্রবার সকালে দীর্ঘক্ষণ বিজনের কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি। অনেক ডাকাডাকিতেই তিনি কোনও উত্তর দেননি। তাই দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকেন পরিবারের সদস্যরা। তখনই তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। পরিবারের তরফে পুরো ঘটনার দায় চাপানো হয়েছে মৃতের স্ত্রীর উপর। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদের জেরেই এই ঘটনা বলে তাঁদের দাবি। সেই কারণে স্ত্রীকে ভিডিও কল করে ছেলেটি আত্মঘাতী হয় বলে অভিযোগ পরিবারের। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বিয়ের আগে থেকেই বিজনের পরিচয় ছিল স্ত্রীর সঙ্গে। প্রায় আট বছর আগে বিয়ে করেছিলেন তিনি। পাঁচ বছরের একটি পুত্রসন্তান রয়েছে তাঁদের। বেশ কিছুদিন ধরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা মনোমালিন্য চলছিল। পুত্রসন্তানকে বিজনের কাছে রেখে স্ত্রী চলে যান বাপের বাড়ি। তার পর অনেক চেষ্টা করেও তিনি স্ত্রীকে বাড়িতে ফেরাতে পারেননি।

সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে গার্ডেন রিচ হেড কোয়ার্টারে আয়োজিত হল ভিজিল্যান্স অ্যায়ারনেস সেমিনারের। ১৬ অগস্ট শুরু হয়েছে এই ভিজিল্যান্স অ্যায়ারনেস অর্থাৎ সতর্কতা সচেতনতা, চলবে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত। মুখ্য বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঘনশ্যাম বনশল, ডিন অফ মেট্রো রেল আকাডেমি, সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার অনিল কুমার মিশ্রা সহ অন্যান্যরা।

SAGARMALA PORT-LED PROSPERITY | PM GatiShakti National Master Plan for Multi-Modal Connectivity | Ministry of Ports, Shipping & Waterways Government of India | G20 भारत 2023 INDIA

GLOBAL MARITIME INDIA SUMMIT 2023

17th - 19th October I MMRDA GROUND, BKC, MUMBAI

CONNECT I COLLABORATE I CREATE

ব্যবসা নির্মান, অংশীদারিত্বের মজবুতি সুযোগের সৃষ্টি

70+
Countries

70+
International Speakers

100+
National Speakers

150+
National & International Exhibitors

400+
Foreign Delegates & Investors

"এই শীর্ষ সম্মেলনের মাধ্যমে, আমি বিশ্বকে ভারতে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে চাই এবং আমাদের বৃদ্ধির গতিপথের অংশ নেওয়ার জন্য। ভারত সামুদ্রিক সেক্টরে বৃদ্ধি এবং বিশ্বের একটি নেতৃস্থানীয় নীল অর্থনীতি হিসাবে আবির্ভূত হওয়ার বিষয়ে অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ।"

শ্রী নরেন্দ্র মোদী
ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

SESSIONS PRESIDED BY

Shri Shripad Yesso Naik
Hon'ble Minister of State for Ports, Shipping and Waterways & Tourism, GOI

Shri Sarbananda Sonowal
Hon'ble Minister of Ports, Shipping & Waterways & AYUSH, GOI

Shri Shantanu Thakur
Hon'ble Minister of State for Ports, Shipping and Waterways, GOI

PROMINENT SPEAKERS

Shri Nitin Gadkari
Hon'ble Minister of Road Transport & Highways, GOI

Smt Nirmala Sitharaman
Hon'ble Minister of Finance and Corporate Affairs, GOI

Shri Piyush Goyal
Hon'ble Minister of Commerce & Industry, Textiles, Consumer Affairs, Food and Public Distribution, GOI

Shri Dharmendra Pradhan
Hon'ble Minister of Education and Skill Development & Entrepreneurship, GOI

Dr Mansukh Mandaviya
Hon'ble Minister of Health & Family Welfare and Chemicals & Fertilizers, GOI

Shri Ashwini Kumar Choubey
Hon'ble Minister of State for Environment, Forest and Climate Change, GOI

Smt Meenakshi Lekhi
Hon'ble Minister of State for External Affairs, GOI

Mr T K Ramachandran
Secretary, MoPSW, GOI

Mr Neeraj Mittal
Secretary, Telecom, GOI

Mr Sanjay Verma
Secretary (West), MEA, GOI

Ms V Vidyavathi
Secretary, Ministry of Tourism, GOI

H.E. Sultan Ahmed bin Sulayem
CEO, DP World

Mr Roel Hoenders
Head - Air, Pollution & Energy Efficiency, IMO

Dr Rannia Leontaridi OBE
DG, Aviation & Maritime Security, Govt of UK

Ms Brigit C.M. Gijsbers
DG, Aviation & Maritime Affairs, Dutch Ministry, Netherlands

Ms Madadh Maclaine
Secretary General, Zero Emissions Ship Technology Association

Mr Arjun Chowgule
ED & CFO, Chowgule and Company Private Limited

Mr Cristian Valdes Carter
Country Director & Commercial Counsellor, Innovation Norway, Royal Norwegian Embassy

Dr Michael Bucki
Counsellor, European Commission

Ms Luisa Puccio
Director Shipping & Trade Policy, European Community Shipowners' Associations

Mr Luc Arnouts
VP, Port of Antwerp-Bruges

Mr Shankar Shinde
Chairman, Freight Forwarders Association of India

Mr Andreas Nordseth
DG, Danish Maritime Authority

Mr Nick Shaw
CEO, International Group of P&I Clubs London

Mr Lluís Salvadó Tenesa
President, Port of Barcelona

Mr Eugene D Seroka
Executive Director, Port of Los Angeles

Mr Kensuke Ito
MD, MOL Shipping (India) Private Limited

Mr Subrat Tripathy
CEO – Ports, Adani Ports & SEZ Ltd.

Mr Dhruv Kotak
MD, JM Baxi Group

Mr Harrie de Leijer
Partner, STC Nestra, Netherland

Mohammad Abdulrazaq Alawadhi
VP, Drydocks World

Commodore Ashok Khetan (Retd)
MD & CEO, L&T Shipbuilding Ltd

Mr Ingvar M Mathisen
Port Director, Port of Oslo

Capt. Prashant Widge
Head of Public Affairs, South Asia, A.P. Moller-Maersk

Mr Shailesh Bildikar
Commercial Director-Tristar, Emirates Ship Investment Co.

Mr Francesco Raffa
Director of Asia Region, Costa Crociere

Capt M P Bhasin
MD, MSC Crewing Services

Mr Regis Caze
Managing Partner, Arrow Capital, Switzerland

Capt. James B. Suffern
Commanding Officer, US Coast Guard- Maritime Safety

Mr Jonathan Goldner
Regional MD, Asia & Middle East, APM Terminals

Mr René Piil Pedersen
MD, AP Moller Singapore Pte Ltd

Shri Arun Maheswari
Joint MD & CEO, JSW Infrastructure

Ms Elisabetta de Nardo
VP- Port Development, MSC Cruises

Scan here for more information

Shipmin_India | ShipminIndia | Shipmin_India | Sagarmala Project | Sagarmala.gov.in / shipmin.gov.in

In Association with: Indian Ports Association | FICCI

সম্পাদকীয়

ঘোলা জলে মাছ ধরার চেষ্টাই ভয়ের কারণ

এবারের হামলাটিকে 'সুপরিকল্পিত বদলা' ছাড়া অন্যকিছু ভাবার কারণ নেই। জল, স্থল, আকাশ;তিন দিক থেকে একযোগে আক্রমণ শানায় হামাস। সেদিন সাত সকালে মাত্র মিনিট কুড়ির ভিতরে পাঁচ হাজারের বেশি রকেট উড়ে যায় ইজরায়েলের দিকে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই গাজা সীমান্ত পেরিয়ে দক্ষিণ ইজরায়েল অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করে বহু প্রশিক্ষিত জঙ্গি। আক্রমণের গোড়াতেই সেডেরত শহরসহ একাধিক জায়গায় ইজরায়েলের দুশোর বেশি সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু হয় এবং জখম হন হাজারখানেক নরনারী। মৃত্যু এবং অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতি তারপর বেড়েছে চতুর্গুণ! তেল আভিভ দ্রুতই প্রত্যাঘাতে নেমেছে এবং ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, 'এই যুদ্ধের শেষ দেখেই ছাড়ব।' কোনও সন্দেহ নেই, সেইমতোই গাজা ভূখণ্ড সম্পূর্ণ অবরোধ করে 'শাস্তি' দেওয়া শুরু করেছে ইজরায়েলি সেনারা। প্যালেস্তাইনেও বহু মানুষ নিহত হয়েছেন। সেখানে জল, খাদ্য, বিদ্যুৎ, জ্বালানি সব কিছুই 'নিষিদ্ধ' হয়ে উঠেছে। তবু ইজরায়েলে যত মানুষের মৃত্যু এবং সহায়-সম্পদের যে বিপুল পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, সে-দেশে সাম্প্রতিক বছরগুলির মধ্যে সর্বাধিক। গোলাগুলির লড়াই এবং ইজরায়েলে জঙ্গি অনুপ্রবেশ এখনও অব্যাহত, এমন দুঃসংবাদদাতা খোদ তেল আভিভের প্রতিরক্ষা বিভাগই। তাই ইজরায়েলের উপর ফের হামলার আশঙ্কা উড়িয়ে দিতে পারছেন না বিশেষজ্ঞরা। সংশ্লিষ্ট মহল জানে, এত বড় নাশকতা হামাস, এমনকী প্যালেস্তাইনেরও একার কাজ নয়। এর পিছনে লেবানন, সিরিয়া, ইরান এবং আরও একাধিক আরব রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ মদত রয়েছে। এসব জানে ইজরায়েলও। তবু এই তাৎপর্যপূর্ণ সময়ে তারা এইভাবে 'ফেল' করল কী করে? এই অপার বিস্ময় শুধু আক্রান্ত দেশটির নয়, ভারতসহ সারা পৃথিবীরও। যে মোসাদ এবং শিন বেট দুনিয়ার অন্যতম সেরা গুপ্তচর সংস্থা হিসেবে সমীহ পেয়ে থাকে, তাদের কাছে এত বড় হামলার প্লটের আগাম খবর ছিল না! তাদের সহযোগী পার্টনার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থাও (সিআইএ, এফবিআই) এমন সময়ে মোসাদের পাশে থাকতে ব্যর্থ হয়েছে। ২০০৬ সালের পর এত বড় ব্যর্থতার দায় চাপে বিপুল ব্যয়ে সজ্জিত ইজরায়েলের আয়রন ডোম অ্যান্টি মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেমের উপরেও। এই উদ্বেগ শুধু ইজরায়েলের একার নয়, ভারতসহ আরও অনেক দেশের। কারণ জঙ্গি মোকাবিলাসহ তাদের অন্যান্য সুরক্ষা ব্যবস্থাও অনেকাংশে ইজরায়েলের হাত ধরে 'উন্নত' হয়েছে। ভারতের বেশ কিছু নাগরিক নানা প্রয়োজনে ইজরায়েলে রয়েছেন এবং দেশ ইতিমধ্যেই প্রবেশ করেছে উৎসবের পরিবেশে। তাই আমাদের উদ্বেগটা অনেক বেশি সংগত। ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন যুদ্ধের অবসান কাম্য এখনই। কারণ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে বিশ্ব অর্থনীতির এমনিতেই টালমাটাল অবস্থা, সেখানে এই উটকো বিপদ গোদের উপর বিষফোঁড়াই। ইজরায়েল ইস্যুতে বাইডেন, পুতিন, জিনপিং প্রমুখ ইতিমধ্যেই ঘোলাজলে মাছ ধরতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন। বাকি পৃথিবীর ভয়টা সেখানেই।

শাশ্বত কথা

শিক্ষা

মানুষের ভিতর যে পূর্ণত্ব প্রথম হইতেই বর্তমান, তাহারই প্রকাশ-সাধনকে বলে শিক্ষা। বিদ্যা শিক্ষা কাকে বলি? বই পড়া? না। নানাবিধ জ্ঞানার্জন? তাও নয়। যে শিক্ষা দ্বারা এই ইচ্ছাশক্তির বেগ ও স্ফূর্তি নিজের আয়ত্তও সফলকাম হয়, তাহাই শিক্ষা। আমার বিশ্বাস -- গুরুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে গুরুগৃহবাসেই প্রকৃত শিক্ষা হইতে থাকে। গুরুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে না আসিলে কোনরূপ শিক্ষাই হইতে পারে না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কথাই ধরুন। পঞ্চাশ বৎসর হইল ওইগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু ফল কি দাঁড়াইয়াছে? ওইগুলি একজনও মৌলিকভাবসম্পন্ন মানুষ তৈরি করিতে পারে নাই। ওইগুলি শুধু পরীক্ষাকেন্দ্ররূপে দণ্ডায়মান। সাধারণের কল্যাণের জন্য আত্মত্যাগের ভাব আমাদের ভিতর এখনও কিছুমাত্র বিকশিত হয় নাই।

— স্বামী বিবেকানন্দ

জন্মদিন

আজকের দিন

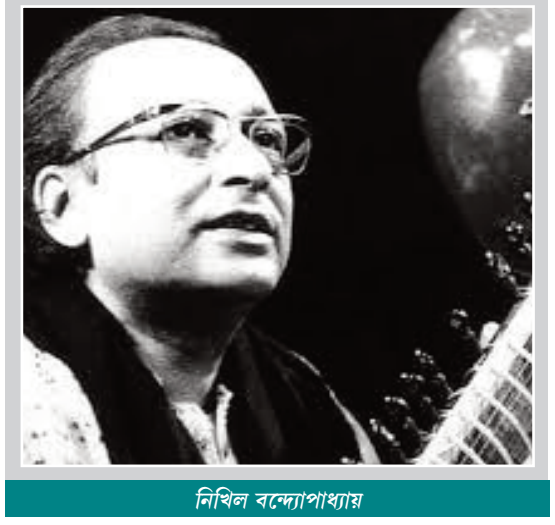

নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৩০ *বিশিষ্ট লেখক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের জন্মদিন।*
১৯৩১ *বিশিষ্ট সেতারবাদক নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৮১ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় গৌতম গম্ভীরের জন্মদিন।*

পুজো মানে তো আসলে আবেগ

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

বলছি পুজোর কথা। দুর্গাপুজোর। মানে মা দুর্গার কথা। দশোভূজার কথা। দুর্গাপুজো আসলেই মনটা কেমন উদাস হয়ে যায়। কেন হয় জানি না। তবে কেমন কেমন হয় এটা বুঝি। মানে মন-মগজকে বোঝায়। মানে কিছু একটা হয়। আপনি বলবেন অনুভূতি, আমিও বলবো অনুভূতি। কিন্তু কেন এই অনুভূতি সেটা মা দুর্গাই সঠিক বলতে পারবেন। না তিনি তো বলবেন না তিনি সরাসরি আমাদের মনে বিরাজ করবেন। অনেক ভাবে বলবেন। যিনি ঠাকুর মানেন না তারও দুর্গাপুজো আসলে মন কেমন কেমন হয়! মানে একটা আনন্দঘন বিষণ্ণতা! একটা ভারাক্রান্ত ইমেজ! ভাবটাই হলো আসল ঢাকের শব্দ। ঠাকুর, প্যান্ডেল, কাশফুল, শরৎ, মাইক, অঞ্জলী, ভোগ, আলো — দুর্গাপুজো আসাতে যার সবটাই ভালো। মনে পড়ে নচিকেতার সেই গান — তুমি আসবে বলে...' কি সুন্দর কথা। কত সম্মান, কত সুন্দর নিজেরই গুনে একটা পুজো। এটা হিন্দু না হলে বুঝতাম না। সরি, বাঙালি না হলে বুঝতাম না। সরি, ভারতীয় না হলে বুঝতাম না। না হিন্দু না বাঙালি না ভারতীয়— আসলে মনে হয় সর্বধর্মের এক শ্রেষ্ঠ সমাহার এই দুর্গাপুজো। আর এতে একটু বেশি মাতি আমরা। মানে বাঙালিরা। কেন আর কিভাবে এই পুজোয় আমরা নিজেরাই আমন্ত্রিত হয়,একটা উৎসাহে পরশ পায় আসুন তবে তার কথায় বলি। সেই শারদেই মাতি।

এমন কোনো ছোটবেলা নেই যেখানে নতুন জামা নিয়ে উৎসাহে মাতামাতি হয় না। এমন কোনো ছোটবেলা নেই যেখানে কিছু কম পাওয়াতে একটুও রাগ হয় না। এমন কোনো ছোটবেলা নেই যেখানে দুর্গাপুজোর আগে থেকে কিছু প্ল্যান হয় না। সে খাওয়া, পড়া, ঘোরা, ঠাকুর দেখা, রাতজাগা, কাশ ফুল গন্ধ, ঢাকের শব্দ যায় হোক না কেন। একটা সময় বাজি বন্দুক নিয়েও কি কম অশান্তি হয়েছিল? হ্যাঁ,হয়েছে। এরপর তো বন্ধু আছেই। সেই কবে থেকে অপেক্ষা। কত প্ল্যান। কলকাতা হলে তো কথাই নেই। সব বড় ঠাকুর একেবারে মুখস্থ। কোনদিক থেকে গেলে শর্টকার্ট হবে, ট্রেনে নাকি বাসে,কোনটার পর কোনটা, টিকিট কেটে না কেটে,কোন জামার সঙ্গে কোন প্যান্ট সঙ্গে কোন বেল্ট, মানানসই জুতো যেমন ইচ্ছে খাওয়া এইসব আরকি। অনেক কষ্ট করে পকেট মানি কেটে পয়সা জমানো এই সময়ে স্বাধীনভাবে খরচের জন্যেই তো! মানে ফুল মজা। কেউ কেউ করে মস্তি। তবে মজা মজাই। সঙ্গে আনন্দ — তবে পুজো আবেগ ছাড়া আর কি!

এরপর না হয় একটু বড়ই ঢুকি। না হয় পুজোর সময় একটু 'বেড়ে'ই গেল। মানে, প্রেম প্রেম গন্ধ। আর হবেই বা না কেনো। এখন তো আর স্কুল নয়, কলেজ। আর বন্ধু বলতে তো ওই- ই। ও আমার কাছে খুব স্পেশাল। কখন এত সুন্দরী হয়ে গেল হয়তো বুঝতেই পারা যায় নি। ওর সব কিছু ভালো লাগে। তবুও পুজোয় পারমিশন ওই দশটা অবধি। বাবার বারণ! আর একটু বাড়লে ভালো হতো না — বললে ও মৃদু হাসে। কোনো কথা বলে না। শুধু ঘাড় নারে। মানে--ওটাই সম্মতি। তবে অনেক কষ্টে জানা যায় যে ওই নাকি দশটার মধ্যে দশোভূজার মত কোনো অসুরকে চাইনি। বরং চেয়েছে ও ...। না থাক, লজ্জা করছে। তবে পরে রইলো অষ্টমীর অঞ্জলী। ওর নামও অঞ্জলী। না অঞ্জলী ছাড়া পুজো হয় না। না, কম জেল্লা দিয়ে আসবো না। ওই পাঞ্জাবিটাই পড়বো যেটা বার্থডে গিফট দিয়েছিল। না আগে ভাঙ্গিনি। তবে তো নতুনই হলো। মা দুর্গা ঠিক বুজবে। নতুন সম্পর্কে নতুন কিছু লাগে। সবকিছু যদি মা না বোঝেন তো কে বুঝবে? হ্যাঁ, মা বোঝেন সবই। বুঝতে পারবেন অষ্টমীর সকালে। পাশাপাশি, হালকা পরশ, মৃদু হাসি অনেক পরে মনে মনে আমি তোমায় ভালোবাসি। কি মা শুনবে না? ঠিক শুনবে। কিন্তু মন বলছে অন্য কথা। ওর কথা — ভালোবাসলে একটু যত্ন নিতে হয়। সেটা ছেলেটাও বোঝে। মেয়েটা বলে— তা বলে এত যত্ন? না এটা সানলাইটের বিজ্ঞাপন নয়, সত্যি। কলেজ আউট এখনো হয়নি। আর সুন্দরী! সুন্দরী ভাবছে হার্ডলি আর দু'বছর,তারপর তো বাবা তোড়জোড় করবেই। আরও পড়ার ছুঁতো কি বাবা বুঝবে না! আর ওর এস্টাবলিশমেন্ট কি এরই মধ্যে হবে! আমারও তো মন ওর দিকে। না আর পারছি না। মা তুমি যা পারো করো। দু' দিন পরে তোমার নিরঞ্জন আর আমার দু'বছর...! কম হলো! তাও নিশ্চিত নয়। তুমি মা তো বছর বছর কৈলাশ থেকে মর্ত্য আসবে। আবার চলে যাবে। আর জানিয়ে যাবে আসছে বছর আসছি আবার। কত মন তোমার অঞ্জলিতে মাতবে— তুমি মা বুঝবে তো! এ বয়সে এই আবেগ তো আর মিথ্যা নয়। মা তুমি বুঝবে তো! মা তুমি নিশ্চই বুঝবে।

ওই প্রেম পরিণতি পেয়েছে কি পায়নি জানি না। তবে এটা জানি হাজার হাজার প্রেম মায়ের আশীর্বাদে কখনো পরিণতি পায় কখনো পায় না। এটাই মায়ের ম্যাজিক। ধরা যাক কোনো প্রেম পরিণতি পেলো। সে সংসারে গেল। এবার এতদিন যা ঠিকঠাক চলছিল দেখা গেলো এখন আর একদম ঠিক নেই। আবার খুব কম--আছেও। যার আছে তার উপর মায়ের অসীম কৃপা। আর যার নেই তার সে প্রেমের দশোভূজা ছেলেটাই। আর অসুর নিয়ে আপনারাই ভাবুন। মা যেন ছেলেটাকে অসীম ক্ষমতা দিয়েছে। সেই সব যোগাবে আর জাগাবেও। মানে তুমি পারো, তাই চাই আরও। পুজো আসলে তাই মলিন হয়ে যায় তার হাসি। অনেক অনেক দায়িত্ব। মা তাকে দু'টো হাত দিয়েছে যার দশটা আঙ্গুল। এবার ভাবতে হবে দশটা হাতে দশটায় আঙ্গুল। বেশ তো তাই না হয় ভাবা হলো। মা তুমি আসবে বলে এত কিছু। রাতের ঘুম নেই। জোগাড় করতে হবে অর্থ। তুমিই নাকি যোগাবে। ভরসা আছে। যেমন করে বাঁশ বাধার লোকের তোমাতে ভরসা আছে, আলোর লোকের আছে, প্যান্ডেলের লোকের আছে, ঢাকির আছে,খাবার,বাজার, ফ্যাশন, ধনী,গরীব সকলের আছে তেমন করেই একটা সংসারেও আছে। মানে স্বামী হলে স্ত্রীর কথা ভাবতে হবে। সঙ্গে পরিবার। আবার উল্টোটাও। বাবা হলে ছেলের কথা ভাবতে হবে। কারো কাকা কারো দাদা হলে সাধ্যের মধ্যে ভাবতে হবে। এত কিছু তো আবেগ ছাড়া কিছু নয়। এত কিছু তো পুজো ছাড়া কিছু নয়। তার আবেগ-অনুভূতি, চাওয়া-পাওয়া, খুশি-আনন্দ সবইতো মাকে ঘিরে।

বাবাদের রোলটা এবার দেখার মত। একটা পোশাক কম দামে হলেও চলে। কিন্তু সন্তানের জুতো, জামা, বন্দুক, খওয়া-দাওয়া, ঘোরা, কোনোকিছুর অভাব হয়না। মায়েদের ক্ষেত্রেও সেম। সন্তান জানেনই না ওটা কিনতে বাবার পকেট পারমিট করে কিনা। তবুও বায়না করে। তবুও বাবা-মায়েরা যুগিয়ে যান। সন্তান যখন বুঝতে পারে তখন আর চায় না। তবুও সাধ্যের মধ্যে বাবা মারা ওই ইচ্ছেটাকে কখনো ওই সময়ে মারতে দেন না। কারণ জানে সন্তানই সব। যেমন করে মেনকা জানেন উমাই সব। কেমন একটা ব্যাকুলতা। এখানে একটা কথা না বললেই নয় যে, উমার স্বর্গলোক থেকে মর্ত্যে আসা আর কন্যার শ্বশুরালয় থেকে তার বাপের বাড়ি আসার মধ্যে যেন বাঙালির ঘরের মেয়ের আসা যাওয়ার সুর মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। সুতরাং দুর্গাপুজো হিন্দুর হলেও বাঙালির অনেকটা নয় কি? এটা কিন্তু আমাদের মানতেই হবে। আর, আর সবকিছু ছেড়ে আবেগটাকে প্রশ্রয় দিতেই হবে। ওটার জন্য বেঁচে থাকা। আয়োজনে পুজো। দুর্গাপুজো। যার অপেক্ষায়-ই উৎসব। কি আপনারা মানবেন তো?

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের অভিমান

শুভজিৎ বসাক

বাঙালিদের প্রধান শারদোৎসব সময়ের সাথে তার বহু আদল বদলেছে, তার ঘরানা বদল হয়েছে কিন্তু যেটা একই রয়ে গিয়েছে তা হল মহালয়ার দিন ভোরবেলায় বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে রেডিওতে মহিষাসরমর্দিনী ভাষ্যপাঠ। দুর্গাপুজোর সাথে এটি অবিচ্ছেদ্য নস্টালজিয়া হয়েই জুড়ে গিয়েছে। কিন্তু যে শিল্পীর হাতে ধরে এই দুর্গাপূজা বিশ্ব দরবারে আলাদা স্থান করে নিয়েছে, আকাশবাণীকে যিনি বাঙালির কাছে এত জনপ্রিয় করে তুলেছেন, তাঁকে প্রাপ্য মর্যাদাটা আকাশবাণী কখনোই দিতে পারেনি। এই অবিস্মরণীয় কণ্ঠের মানুষটাই জীবিতকালে ছিলেন চরম অবহেলিত এবং প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত।

স্টাফ আর্টিস্ট হয়েই আকাশবাণী দফতর থেকে অবসর নিয়েছিলেন বীরেনবাবু। পেনশন জোটেনি। আসলে আখের গোছানোর কথা কখনও ভাবার সময় পাননি তিনি। অবসরের পরে, 'মহাভারতের কথা' বলার জন্য ক'টা টাকা পেতেন। ক্রমশ স্মৃতিভ্রংশ হয়ে আসছিল। তাতে অস্বস্তিতে পড়ছিলেন তখনকার প্রোগ্রাম অফিসার। সেই অনুষ্ঠানও আর চালু রাখা গেল না। তখন অর্থাভাব মেটাতে পাড়ায় পাড়ায় অনুষ্ঠান উদ্বোধন করে বেড়াতে লাগলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। সেখান থেকেও যে বেশি কিছু পেতেন, তাও নয়। সামান্য কিছু টাকাই জুটত, তাতে সংসার চলতো না ঠিকমতো।

বড্ড অভিমান ছিল মানুষটার। মুখে কিছু বলতেন না যদিও। আকাশবাণীর এমেরিটাস প্রোডিউসার-এর মতো সম্মাননার পদ জোটেনি তাঁর। বলতে গেলে কিছুই মেলেনি ভাগ্যে, না কোনও সরকারি খেতাব, না পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ। মিলেছে কেবল গুচ্ছের চাদর আর উত্তরীয়। তাতে যে আর পেটের খিদে মেটেনি। আকাশবাণীকে নিজের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছেন চাকরির শেষ দিন পর্যন্ত। অথচ তাঁকেই কিনা বারবার অপমানের মুখে পড়তে হয়েছে। অবসর নেওয়ার পর আকাশবাণীতে একটা কাজে এসেছিলেন, ঢুকতে গিয়ে বাধা পেলেন। একজন সিকিউরিটি গার্ড বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কাছে 'পাস' চেয়ে বসল। সেদিন খুব অপমান বোধের সম্মুখীন হয়েছিলেন তিনি। শিল্পীরা আর যাই হোক, অপমান জিনিসটা কখনও মেনে নিতে জানেন না, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রও পারেননি।

১৯৭৬ সালে প্রচারিত মহালয়া নিয়ে যতই মতবিরোধের সৃষ্টি হোক পরে বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের সাথে উত্তম কুমারের সম্পর্ক উন্নত হয় এবং ১৯৮০ সালে উত্তম কুমার মারা যাওয়ার পরে তাঁর শেষকৃত্যের অনুষ্ঠানে মন্ত্রপাঠ করেছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রই। অনেকেরই তখন মনে পড়ে যাচ্ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর আকাশবাণীতে বীরেন্দ্রবাবুর পাঠ করা বিশ্বকবির 'প্রভাত আজি মুদেছে আঁখি, বাতাস বৃথা যেতেছে ডাকি, নিলাজ নীল আকাশ ঢাকি, নিবিড় মেঘ কে দিল মেলে' কবিতাটার কথা।

শেষ জীবনটা সুখের ছিল না বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের। অভাব তো সঙ্গী ছিলই, সেই সঙ্গে শরীরে বাসা বেঁধেছিল আলঝেইমার। কিছুই মনে রাখতে পারতেন না। ১৯৯১ সালের ৪ঠা নভেম্বর অনন্তলোকের পথে যাত্রা করলেন তিনি, পেছনে রেখে গেলেন কর্মময় এক জীবন। রেডিওর বাইরে রঙ্গমঞ্চে, গ্রামোফোন রেকর্ডে, ছায়াছবিতে আর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখালেখিতেও তিনি ছিলেন অনন্য বিস্ময়। সিনেমার গল্প লিখেছেন, সিনেমা পরিচালনাও করেছেন, দুর্দান্ত সেন্স অফ হিউমার ছিল তাঁর সঙ্গী, আড্ডা জমাতে জুড়ি ছিল না কোনও। ক্রিকেট-ফুটবলের ধারাভাষ্যও শোনা গেছে তাঁর মুখে। তবে খেলা বুঝতেন না খুব একটা, দেখতে দেখতে শিখে নিয়েছেন সময়ের সাথে সাথে। একবার তো গোলকিপার বল ধরায় 'হ্যান্ডবল! হ্যান্ডবল!' বলে চিৎকার করে সবাইকে হাসিয়ে ফেলেছিলেন।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের ওই মহিষাসুরমর্দিনী রেডিওর ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সময় ধরে চলা অনুষ্ঠান হিসেবে অনেক আগেই রেকর্ড করে ফেলেছে। তবুও প্রাপ্য সম্মান না পাওয়া মানুষটার শেষ বয়সে অনেক সাক্ষাৎকারেই বারবার হতাশা আর অভিমান প্রকাশ পেলেও আবার এও জানাতেন যে তাঁকে ভুলে গেলেও বছরে একবার সেই দিনটিতে স্মরণ করবেই। তাতেই তাঁর তৃপ্তি। তাই মহালয়ার দিনে বাঙালির একান্ত আপন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রকে অন্তত স্মরণ করতেই হবে।

সত্যিই তো, আকাশবাণী তাঁকে হয়তো ভুলে গেছে, তাঁর অবদানকে মনে রাখেনি। বছরে একটা দিনই শুধু তাঁর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে রেডিওতে। আগস্টের চার তারিখে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের জন্মদিন, বছরের এই দিনটাতেও কোনও বাড়তি আয়োজন থাকে না আকাশবাণীর কলকাতা স্টেশনে, কেউ স্মরণও করে না তাঁর কথা। কিন্তু বাঙালি তাঁকে আজও ভোলেনি, তাঁর গমগমে গলার আওয়াজ ছাড়া আজও দুর্গাপুজো অসম্পূর্ণ থেকে যায় পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে- এই অর্জন তো সহজ কথা নয়!

মহালয়ার গানে সমন্বয়ের সুর

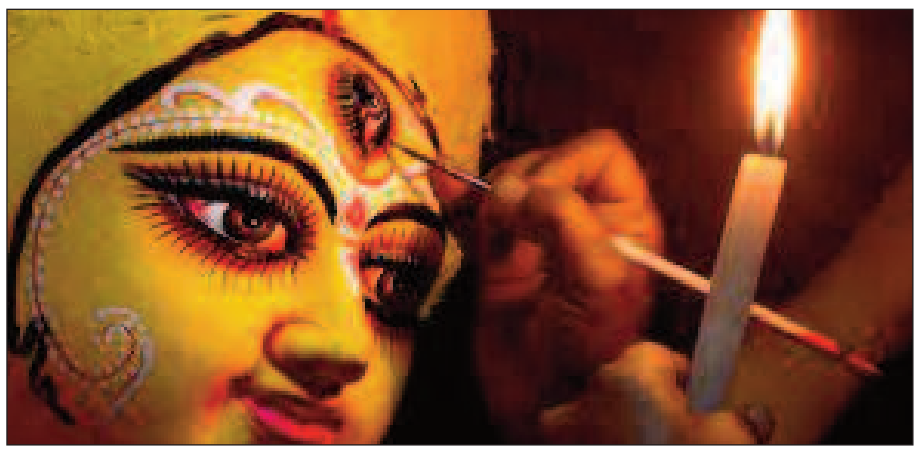

সেখ আব্দুল মান্নান

মহালয়ার দিন থেকেই পুজোর ঢাকে পুরোদমে কাঠি পড়ত মুচি পাড়ায়। আমাদের বাড়ির অনতিদূরেই ছিল তিনটি পরিবারের মুচি পাড়া। জানকি আর তার কিশোর ছেলে মনসা মুচি, দু বাপবেটা মিলে ঢাক কাঁসরের মহড়া শুরু করত আশ্বিনের শুরুতেই । সকাল সন্ধ্যে ঢাক কাঁসরের বোলে মাতিয়ে দিত পাড়া। আওয়াজ পেয়ে আমরা কজন ছুটে যেতাম মুচি পাড়ায়। মুচি পাড়ার পাশেই নাপিত পাড়া। এক পরিবারের ছেলেদের নিয়েই একটা আস্ত পাড়া। আমাদের বাড়ি লাগোয়া তাঁতি পাড়া। পাঁচু লক্ষণ, ভোঁদা লক্ষণ, কাশী লক্ষণ, তিন ভাইয়ের সারাদিন তাঁত বোনার মাকুর ঠকাঠক শব্দ দাপিয়ে বেড়াত তাঁতি পাড়া, মুচি পাড়া, নাপিত পাড়া হয়ে মুসলমান পাড়া পর্যন্ত । তাঁত বুনতে বুনতেই তিনভাই আপন মনে গান গাইত মাকুর তালে । বিশেষ করে ছোট ভাই কাশী লক্ষণ দরাজ গলায় গাইত কিশোর কুমার, মান্নাদের গান। ঢাক কাঁসরের বোল আর তাঁতের মাকুর বোল মিলেমিশে হয়ে যেত একাকার। যেমন মহালয়ার গানে বিভোর হয়ে যেত সবাই। প্রতিবছর মহালয়ার আগের দিন আমাদের মুসলমান পাড়ার অনেকের মনেও অদ্ভুত এক উন্মাদনা দানা বাঁধত। ভোর বেলায় মহালয়ার গান শোনার জন্য কেউ নতুন ট্রানজিস্টার রেডিও কিনে আনতো ।কেউ রেডিওর পুরোনো বেটারি বদলে নতুন বেটারি লাগত। আমার আব্বাও আমাদের পাঁচ ব্যান্ডের রেডিওর জন্য কিনে আনতেন নতুন এভারিডি বেটারি। মহালয়ার দিন ভোর বেলায় বারান্দায় একটা টুলে রেডিওটা রেখে ফুল ভলুউমে চালিয়ে দিতেন আব্বা। যাতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর ভরাট কণ্ঠে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শিল্পীর মধুর কণ্ঠের গান তাঁতি পাড়া, মুচি পাড়া, নাপিত পাড়া ছাড়িয়ে পৌঁছে যায় সারা গ্রামে। নাপিত বাড়িতে দু ব্যান্ডের রেডিওতে মহালয়ার গান বাজলেও আমাদের রেডিওর গমগমে আওয়াজে নাপিতদের রেডিওর আওয়াজকে চাপা দেওয়ার প্রতিযোগিতায় আব্বা এক ধরণের তৃপ্তি উপভোগ করতেন মনে মনে।

এখন দিকে দিকে একশ্রেণীর হীনমনা মানুষ যখন জাতপাত ধর্মাধর্মীর নোংরা খেলায় মেতে ওঠে তখন সেদিনের মহালয়ার আনন্দে হিন্দু মুসলমানের মেতে ওঠার মুহূর্তগুলো আজও বড় তৃপ্তি দেয় আমায়। কেবলই মনে হয় সেদিনের অমলিন দিনগুলো কেন আজ কালিমা লিপ্ত! জাতিধর্ম নির্বিশেষে যার যার ধর্মাচারণ সেই সেই জাতিধর্মে সীমাবদ্ধ থাকুক আর মহালয়ার আনন্দ প্রাণখুলে উপভোগ করুক সবাই। দিকে দিকে ধ্বণিত হোক সমন্বয়ের সুর মহালয়ার গানে । এদিন থেকেই একটু একটু করে পুজোর আনন্দে ভরে উঠুক বাংলার আকাশ বাতাস।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ব্ল্যাকমেল করে মহিলাকে ধর্ষণ, গ্রেপ্তার বিজেপি নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: দিনের পর দিন মহিলাকে ধর্ষণ। মোবাইলে সেই ধর্ষণের ভিডিও করে ব্ল্যাকমেল করে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ এর অভিযোগ উঠল এক বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে। মধ্যমগ্রামের বাসিন্দা নির্যাতিতা বারাসাত মহিলা থানায় অভিযোগ দায়েরের প্রেক্ষিতে মধ্যপ্রদেশ থেকে গ্রেপ্তার শ্যামনগরের দাপুটে বিজেপি নেতা চঞ্চল বিশ্বাস। তাকে গ্রেপ্তার করে বারসাত থানার পুলিশ। শুক্রবার তাকে ট্রানজিট ডিমান্ডে নিয়ে আসা হয় বারাসাতে। শনিবার তাকে বারাসাত আদালতে তোলা হয়। অভিযুক্ত বিজেপি নেতা চঞ্চল বিশ্বাসের বাড়ি শ্যামনগরের

রাউতা এলাকায়। নির্যাতিতা জানিয়েছেন, ২০১৯ সালে সোশ্যাল মিডিয়ায় তার সঙ্গে পরিচয় হয় ওই বিজেপি নেতার। ২০২০ সাল থেকে তাকে জোর করে ভয় দেখিয়ে একাধিক ধর্ষণ করে ওই বিজেপি নেতা। ধর্ষণের ভিডিও করে তার থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করে অভিযুক্ত। এমনকী তাকে জোর করে বিয়েও করে চঞ্চল। কিছুদিন আগে পর্যন্তও তাকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালায় ওই বিজেপি নেতা। বিজেপি দলে ভিডিও ভাইরাল করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে তার মুখ বন্ধ করে রাখা হয়। ভয় ও সামাজিক লজ্জার কারণে এতদিন পর্যন্ত মুখ বন্ধ রাখলেও দিনদিন অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যাওতে বাধ্য হয়ে পুলিশের দ্বারস্ত হয়েছেন বলেই দাবি করেন নির্যাতিতা। তিনি অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি করেছেন। বিজেপি নেতার কুকীর্তি প্রকাশ্যে আসতেই নিন্দার ঝড় উঠেছে রাজনৈতিক মহলে। তৃণমূলের দাবি মহিলাদের সম্মান করতে পারে না বিজেপি নেতারা। তাই বারবার মহিলাদের উপর এমনই পাশবিক অত্যাচার করে গেরুয়া নেতারা। অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘটনা। আমরা এর তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি। আমরা নির্যাতিতার পাশে থেকে তার ন্যায় বিচারের জন্য সবরকমের সাহায্য করব।

গুলিবিদ্ধ অপরিচিত যুবকের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: গুলি করে খুন করা হল অজ্ঞাতপরিচয় এক যুবককে। পুলিশ উদ্ধার করে গুলিবিদ্ধ ওই যুবকের মৃতদেহ। মৃতদেহের পাশ থেকে উদ্ধার হয়েছে বেশ কয়েকটি গুলির খোল। ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাটের ন্যাজাট থানার অন্তর্গত শিকারি ঘেরি শ্মশান সংলগ্ন এলাকায়। শুক্রবার সকাল আটটা নাগাদ ওই অপরিচিত যুবকের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর পাওয়ার পর শিকারি ঘেরি শ্মশান সংলগ্ন এলাকা থেকে এদিন সকালে বছর তিরিশের ওই অপরিচিত যুবকের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এলাকার মানুষের প্রাথমিক অনুমান গুলি করে তাকে খুন করা হয়েছে। তার মাথায় ও বুকে একাধিক গুলি করা হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ বেশ কয়েকটি গুলির খোল উদ্ধার করেছে। এদিন বিকেল পর্যন্ত ওই যুবকের পরিচয় জানা যায়নি। মৃতদেহ উদ্ধারের পাশাপাশি খুনের মামলা রুজু করে ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে ন্যাজাট থানার পুলিশ।

বাবুঘাটের অনুকরণে মেদিনীপুরে তর্পণঘাট

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: মহালয়ার দিন শহরবাসীর তর্পণের সুবিধার্থে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মেদিনীপুর শহরের উপকণ্ঠে কংসাবতী নদীর গান্ধি ঘাটের পাশে আরও একটি নতুন ঘাটের উদ্বোধন করা হয়েছে। মহালয়ার ঠিক দু'দিন আগে নতুন এই ঘাটের উদ্বোধন করেন মেদিনীপুরের বিধায়ক জুন মালিয়া। ঘাটের নাম দেওয়া হয়েছে 'তর্পণ ঘাট'। পিতৃপক্ষের অবসানে দেবীপক্ষের সূচনায় মহালয়ার ভোরে যারা পিতৃ পুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করেন, তাঁদের কথা ভেবেই মেদিনীপুর পুরসভার উদ্যোগে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই ঘাট নির্মিত হয়েছে বলে বিধায়ক জানিয়েছেন।

মেদিনীপুরে কংসাবতী নদীর তীরে এর আগে তর্পণের জন্য বিশেষ কোনো ঘাট ছিল না। গান্ধিঘাট সহ কংসাবতী বা কাঁসাই নদীর বিভিন্ন ঘাটগুলিতে শহরবাসীকে কষ্ট করে কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে তর্পণ করতে হত। এবছর মেদিনীপুর পুরসভার উদ্যোগে একটি সুন্দর কংক্রিটের ঘাট নির্মাণ করা হয়েছে। বিধায়ক জুন মালিয়ার পরামর্শে কলকাতার বাবুঘাটের অনুকরণে এই ঘাট নির্মিত হয়েছে বলে পুরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন খান এবং পুরসভার পূর্ত দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কাউন্সিলর সৌরভ বসু জানিয়েছেন।

মা দুর্গার আশীর্বাদেই গোঘাটের মানিক রাজার বৈভব বাড়তে থাকে

মহেশ্বর চক্রবর্তী

হুগলি: হুগলি জেলার প্রত্যন্ত একটি জনপদ হিসাবে আরামবাগ মহকুমার গোঘাটের হরিসভা এলাকা গড়ে ওঠে। এই জায়গাতেই গড়ে উঠেছিল মানিক রাজার রাজ প্রাসাদ। এই রাজ প্রাসাদের দালান বাড়িতে মা দুর্গার আরাধনা হত। আর ছোট গদাই ওই দালান বাড়িতে খেলা করতেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পদধূলি ধন্য দুর্গা দালানের পুজোকে কেন্দ্র পুণ্যার্থীদের উন্মাদনা চোখে পড়ার মতো। বর্তমানে সেই রাজপ্রাসাদের ভগ্নাদেশ দেখা যায়। আজ থেকে প্রায় তিনশো বছর কিংবা তারও আগেকার কথা। তখনও চারিদিকে সেই ভাবে বসত গড়ে ওঠেনি। ঘন জঙ্গলে ঘেরা ছিল এলাকা। গ্রামের বাসিন্দা মানিকরাম বন্দ্যোপাধ্যায় তখনও রাজা উপাধি পাননি। কিন্তু মানুষের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা, আতিথেয়তা তৈরি হওয়ায় গ্রামের মানুষজন তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। সেই মানিকরাম বর্ধমানের মহারাজার কাছ থেকে রাজা উপাধি লাভ করেছিলেন। এমনকী বর্ধমানের মহারাজা তাঁকে তাঁর সততা ও নিষ্ঠার পরিচয় পেয়ে প্রচুর সম্পত্তিও দান করেন। এই রাজপ্রাসাদেই দেবী দুর্গার আরাধনার জন্য দুর্গা দালান গড়ে ওঠে। শুরু হয় দেবীর আরাধনা, যা বর্তমান প্রজন্ম নিষ্ঠার সঙ্গে করে আসছে। তবে বর্তমানে দালান বাড়ি সংস্কার করা হলেও পুজোর রীতি নীতির কোনও পরিবর্তন হয়নি। তবে আট পুরুষ আগের সে সমস্ত স্মৃতিকে বর্তমান প্রজন্মের সদস্যরা কিছুটা নতুন করেই গড়েছেন। তবে এ মন্দিরে যে দুর্গা বন্দনা হয় তাতে শুধুমাত্র লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। এই বিষয়ে মানিক রাজার পরিবারের বর্তমান প্রজন্ম প্রসেনজিৎ ব্যানার্জী জানান, এখানে গোস্বামী মতে পুজো হয়। কোনও বলি হয় না। এই পরিবারে স্বয়ং রামকৃষ্ণদেব আসতেন। তিনি এখানে খেলা করতেন। জানা গিয়েছে, প্রতিপদ থেকেই ঘট বসানো হয়। সেই দিন থেকেই পুজো শুরু হয়ে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও নাকি এই মানিকরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুর্গা পুজোয় আসতেন। তিনি অবশ্য তখন অনেক ছোট। সকলের আদরের গদাই। মানিক রাজার আমবাগানে খেলে বেড়াতেন।

রামকৃষ্ণদেবের স্মৃতি বিজরিত এই মানিক রাজার দুর্গাপুজো আজও মানিক রাজার বংশধরেরা সমান ভাবেই করে আসছেন। এখন যারা পুজো করে, তারা রাজার অষ্টম প্রজন্ম। কর্ম সূত্রে এই পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও পুজোর দিনগুলো সকলে এক হয়ে আনন্দটা উপভোগ করেন। পরিবারে সদস্যদের দাবি, প্রায় সাড়ে চারশো বছর আগেকার কথা। তখন মানিক রাজার অর্থনৈতিক ভাবে অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন। সংসার চালাতে পুরনো কলকাতায় বেতনভোগী হিসাবে কাজও করতেন। কথিত আছে, একদিন তিনি মায়ের স্বপ্নাদেশ পান। মা তাঁকে বলছেন, তুই আমাকে নিয়ে চল তোদের বাড়িতে, আমি যাব। আমাকে ওখানেই রাখবি। আমার পুজো করবি। এরপরই নাকি কাজের জায়গায় ছুটি নিয়ে গোঘাটে হরিসভায় চলে আসেন তিনি। এরপরই সমস্ত বন্দোবস্ত করে দুর্গাপুজোর প্রচলন করেন। মায়ের আশীর্বাদে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়। সবমিলিয়ে আজও রীতি মেনে শ্রীরামকৃষ্ণের পদধূলি ধন্য মানিক রাজার বর্তমান প্রজন্ম দেবী দুর্গার আরাধনা করছেন।

সোনারপুর কামরাবাদ তরুন মহল এর ৮৭তম দুর্গাপূজো এবার প্রথম বার থিম জগৎ-এ প্রবেশ করলো শিল্পী **গৌরব** এর হাত ধরে।

থিম এর নাম 'শেষ পূজো'

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

বৈঙ্ক ऑफ़ इंडिया / Bank of India BOI

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বারাসাত জোনাল অফিস
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট

৩য় তলা, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর ১, বিধান নগর, কলকাতা - ৭০০০৬৪

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট-৪, [রুল-৮(১) দেখুন]

যেহেতু,

নিম্নস্বাক্ষরকারী, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে প্রতিটি অ্যাকাউন্ট এর সাপেক্ষে উল্লিখিত তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি(গুলি) প্রদানপূর্বক নিম্নে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাগণ -কে আহ্বান জানিয়ে নোটিসে উল্লিখিত পরিমাণ বকেয়া টাকা উক্ত বিজ্ঞপ্তি/গুলি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতাগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত সম্পত্তি/পরিসম্পদের দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে, প্রতিটি অ্যাকাউন্ট এর সাপেক্ষে উল্লিখিত তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে উল্লিখিত টাকা এবং তদুপরি সুদ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

ঋণগ্রহীতা/স্বত্বাধিকারী/অংশীদার/ জামিনদার -এর নাম ও ঠিকানা সহ শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ ৩) বকেয়া পরিমান (টাকায়)
ঋণগ্রহীতা: জনাব নুর আলম মোল্লা (অ্যাকাউন্ট- মেসার্স শবনম কম্পিউটার অ্যান্ড জেরক্স সেন্টার) পিতা-দীন মোহাম্মদ মোল্লা **জামিনদার: মিসেস রেসমা বিবি** স্বামী- নুর আলম মোল্লা **শাখা: কাটিয়াহাট**	গ্রাম- ছয়ানী, পোস্ট- বামাপুকুর, থানা- মিনাখাঁ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩৪২৫ এ অবস্থিত জমি এবং ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জনাব নুর আলম মোল্লার নামে, জমির পরিমাপ ০৭ ডেসিমেল এবং তার নির্মাণ, মৌজা -তাপিয়া কুশাংরা, জেএল নং ৪৫, দাগ নং ৪৭৬ বসিরহাট, জেলা ২৪ পরগনা- ৭৪৩৪২৫ এর অধীনে বামনপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমার মধ্যে। **সীমানা:** উত্তরে- হানিফ মোল্লার সম্পত্তি। দক্ষিণে- ৮' চওড়া গ্রাম পঞ্চায়েত রাস্তা। পূর্বে- মহিউদ্দিন মোল্লার সম্পত্তি, পশ্চিমে- আঞ্চার মোল্লার সম্পত্তি।	১) ০২/০২/২০২৩ ২) ১০/১০/২০২৩ ৩) **২১,২৮,৯৫৮.৩২ টাকা** (একুশ লক্ষ আঠাশ হাজার নয়শত আটান্ন টাকা এবং বত্রিশ পয়সা মাত্র) সেইসঙ্গে ২৩-০৬-২০২২ থেকে আরও অনাদায়ী সুদ সহ এবং আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি।
ঋণগ্রহীতা: শ্রী মলিনা সরকার (মেসার্স মা বস্ত্রালয় **শাখা: কাটিয়াহাট**	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মধ্যে রয়েছে (ক) ফ্ল্যাট নম্বর গ্রাম- ছোট বাঁকড়া, পোস্ট- বড় বাঁকড়া, থানা- স্বরূপনগর, মৌজা-ছোটো বাঁকড়া, জেএল নম্বর ৪২, রে সা নং-২৬, তৌজি নম্বর ১৭৩, এলআর খতিয়ান নং -৬৫৬, নিজস্ব খতিয়ান নং-২১৬১, আরএস ও এলআর দাগ নং ২১০৪,জেলা উত্তর -২৪ পরগনা-৭৪৩৪২৭, বাঁকড়া-গোকুলপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এর স্থানীয় সীমার অধীনে পশ্চিমবঙ্গ শ্রীমতী মলিনা সরকারের নামে, জমির পরিমাপ ০৩ ডেসিমেল, এবং তার নির্মাণ। (খ) স্টকের হাইপোথেকেশন। **পরিবেষ্টিত:** উত্তরে - পঞ্চায়েত রাস্তা। দক্ষিণে- রণজিৎ সরকার এর বাড়ি। পূর্বে- বিশ্বজিৎ সরকার এর বাড়ি। পশ্চিমে- গোদাধর সরকার এর বাড়ি।	১) ১২/০১/২০২৩ ২) ১০/১০/২০২৩ ৩) **১৫,২৫,৮২৩.৫৩ টাকা** (শব্দে পনের লক্ষ পঁচিশ হাজার আটশত তেইশ টাকা এবং তিপ্পান্ন পয়সা মাত্র) সেইসঙ্গে ১৯.১২.২০২২ থেকে আরও অনাদায়ী সুদ সহ নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।
ঋণগ্রহীতা: শ্রী অশোক পাল এবং শ্রী প্রদীপ পাল (অ্যাকাউন্ট নং- ৪৩৩০৬২৬১০০০০০০৩) **শাখা: খাঁটুরা**	একতলা বিল্ডিং (দ্বিতীয় তল অসম্পূর্ণ) জমির পরিমাপ ০২ কোটা ০৯ ছটাক বা সামান্য কমবেশি যা মৌজা সাহাপুর, জেএল নং- ১৬৬, তৌজি নং ১৪, আরএস- দাগ নং-১১, ১৩, এলআর দাগ নং- ১১, ১৩, আরএস খতিয়ান নং ৪১ এর অধীনে, এলআর খতিয়ান নং ১২১১, ১২১০, এডিএসআরও হাবরা, গোবরডাঙ্গা পৌরসভার স্থানীয় সীমার মধ্যে অবস্থিত হোল্ডিং নং ৫৫৩/৮৫১/১, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩২৫২। **পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- দাগ নং ১১ এবং ১৩, দক্ষিণে- ৮ ফুট প্রশস্ত সাধারণ পথ, পূর্বে- পূরবী রায়ের বাড়ি, পশ্চিমে- জমির মালিকদের (রেণুকা বালা ঘোষ ও রঞ্জন কুমার ঘোষ) এর জমি।	১) ০১/০২/২০২৩ ২) ১২/১০/২০২৩ ৩) **৪,৮৭,১৪০.৭৬ টাকা** (শব্দে চার লক্ষ সাতাশি হাজার একশ চল্লিশ টাকা এবং ছিয়াত্তর পয়সা মাত্র) সেইসঙ্গে অনাদায়ী সুদ সহ (যদি থাকে) নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।
ঋণগ্রহীতা: শ্রী সুধীর কুমার রায় (অ্যাকাউন্ট নং- ৪৩৩০৩০১১০০০০০৯৫) **শাখা: খাঁটুরা**	মৌজা- চিকনপাড়ায় অবস্থিত শ্রী সুধীর কুমার রায় (মেসার্স দেবদাশী মিনি রাইস মিলের স্বত্বাধিকারী) এর নামে জমি ও বিল্ডিং, আরএস ও এলআর দাগ নং- ১১০৬ আরএস/এলআর খতিয়ান নং- ১২২৯/১৫২১ পরিমাপ১৩.৯৩ কাঠা বা সামান্য কমবেশি, লোছাপুর ২ নং জিপি, থানা এবং ব্লক- গাইঘাটা, জেলা উত্তর চব্বিশ পরগনা, পঃবঃ, পিন- ৭৪৩২৮৭ এর সীমার মধ্যে। **পরিবেষ্টিত:** উত্তরে - সুধীর কুমার রায় (মালিক) এর প্লট এবং ব্যক্তিগত রাস্তা, দক্ষিণে - সুধীর কুমার রায় (মালিক) -এর প্লট, পূর্বে- নিমাই চন্দ্র মজুমদার এর প্লট, পশ্চিমে- সুধীর কুমার রায় (মালিক) -এর প্লট দ্বারা।	১) ০৮/০৭/২০২১ ২) ১২/১০/২০২৩ ৩) **২৩,৩৬,১০৫.৪১ টাকা** (শব্দে তেইশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার একশত পাঁচ টাকা এবং একচল্লিশ পয়সা মাত্র) সেইসঙ্গে অনাদায়ী সুদ (যদি থাকে) উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।
ঋণগ্রহীতা: শ্রী দিলীপ দেবনাথ **শাখা: খাঁটুরা**	মৌজা- খানতুরা, জেএল নং -১৬৫, দাগ নং আরএস ও এলআর ২২৮, খতিয়ান নং- আরএস ৪৯১, ৪৯৫, এলআর ১৪৬২, হোল্ডিং নং- ৩৮৬/১/৩৮৪ ওয়ার্ড নং-১৬, গোবরডাঙ্গা পৌরসভার সীমার অধীনে, থানা- গোবরডাঙ্গা, জেলা উত্তর চব্বিশ পরগনা, পিন- ৭৪৩২৭৩ অবস্থিত কমবেশি ০২ কাঠা জমির উপর অস্থায়ী টিনের চালা। **পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- (সাব প্লট নং-২৭) ইলা দত্ত এর জমি। দক্ষিণে- ১০ ফুট চওড়া প্যাসেজ, পূর্বে - ৮ ফুট চওড়া পথ, পশ্চিমে- তনুশ্রী দেবনাথ দত্ত এর জমি।	১) ০৮/০৭/২০২২ ২) ১২/১০/২০২৩ ৩) **৯,৩২,৬২৮.২৮ টাকা** (শব্দে নয় লক্ষ বত্রিশ হাজার ছয়শত আঠাশ টাকা এবং আঠাশ পয়সা মাত্র) সেইসঙ্গে অনাদায়ী সুদ (যদি থাকে) উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।
ঋণগ্রহীতা: শ্রীমতী তনুশ্রী দেবনাথ দত্ত (অ্যাকাউন্ট নং- ৪৩৩০৩০১১০০০০৩৭০, ৪৩৩০৭৩৪১০০০০১৭৩, ৪৩৩০৬৬০১০০০০০০১, ৪৩৩০৬৫৯১০০০০০৩৭) **শাখা: খাঁটুরা**	মিসেস তনুশ্রী দেবনাথ দত্তের নামে জমি ও বিল্ডিং, জমির পরিমাপ কমবেশি ৪.৯৫ ডেসিমেল, মৌজা খাঁটুরায় অবস্থিত, জেএল নং- ১৬৫, আরএস খতিয়ান নং-৪৯১ ও ৪৯৫, এলআর খতিয়ান নং- ৮৯৯, ৮৮৫,৭৪৫, ৪৮৭, বর্তমান এলআর১৩৭ নং-১২৪০, আরএস/এলআর দাগ নং-১৭৫ ও ২২৮, গোবরডাঙ্গা পৌরসভার অধীনে, ওয়ার্ড নং-১৬, ব্লক- হাবরা, জেলা- উত্তর চব্বিশ পরগনা, পিন কোড- ৭৪৩২৭৩। **পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- ইলা দত্তের ২৭ নম্বর সাব প্লট। দক্ষিণে- ১০ ফুট চওড়া সাধারণ প্যাসেজ, পূর্বে - দিলীপ দেবনাথের সাব প্লট নং ২৬এ, পশ্চিমে- পৌর সড়ক দ্বারা।	১) ০২/০৯/২০২২ ২) ১২/১০/২০২৩ ৩) **২০,৭৯,৩২১.৩৫ টাকা** (শব্দে কুড়ি লক্ষ উনআশি হাজার তিনশত একুশ টাকা এবং পঁয়ত্রিশ পয়সা মাত্র) সেইসঙ্গে অনাদায়ী সুদ (যদি থাকে) উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।

স্থান : কাটিয়াহাট এবং খাঁটুরা
তারিখ : ১০/১০/২০২৩ এবং ১২/১০/২০২৩

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

E. C. NO. 108 OF 2016
IN THE HIGH COURT AT CALCUTTA
ORDINARY ORIGINAL CIVIL JURISDICTION
ORIGINAL SIDE

M/S. CYGNUS INVESTMENTS & FINANCE PRIVATE LIMITED, a company registered under the Companies Act, 1956 having its registered office at 51, Panchannagram, P.S. - Tiljala, Kolkata - 700039.
......Palintiff / Award Holder
-VERSUS-
SRI SAMIR KUMAR GANGULI, residing at 33F, Raja Nabo Krishna Street, P.S. - Shyampookur, Kolkata - 700005.
......Respondent / Judgment Debtor

To
SRI SAMIR KUMAR GANGULI

GREETING : Whereas the abovenamed Award Holder has instituted the execution proceeding for: (a) the Judgment debtors/respondents and /or each of them be directed to file affidavit in terms of Form 16A, OF Appendix "E" of the code of Civil Procedure 1908 disclosing full particulars of all their assets and properties sufficient to satisfy the decretal claim under the arbitral award dated 30th September, 2015; b) A fit and proper person be appointed over and in respect of the assets and properties so disclosed by the Judgment Debtor; c) The Receiver so appointed may also be directed to take possession of the land & building situate at 33F, Raja Nabo Krishna Street, Kolkata - 700005, P.S. - Shyampukoor; d) The Receiver be directed to take physical possession of the land and building situate at 33F, Raja Nabo Krishna Street, Kolkata - 700005, P.S. - Shyampukoor, with necessary police assistance as required for removal of all persons in possession thereof. The assets and properties of the Judgment Debtor including land and building situated at 33F, Raja Nabo Krishna Street, Kolkata - 700005, P.S. - Shyampukoor be sold by the learned Receiver. The sale proceeds be made over against protanto satisfaction of the dues of the petitioner; e) the respondents / judgment debtors be examined orally as to their properties in accordance with order 21 Rule 41 of the Code of Civil Procedure whether or if any debts are owing to the respondents / judgment debtors and whether the respondents / judgment debtors have any and if so what other properties or means or satisfying the award; f) In view of the circumstances as aforesaid the award holder prays that the judgment debtors be examined as to their properties in accordance with order 21 Rule 41 of the Code of Civil Procedure; g) pass an order of attachment of the assets and properties of the respondents / judgment debtors that in the course of the present proceeding, may be revealed as being owned by the respondents / judgment debtors so that they may be utilized to satisfy the aforesaid award; h) in case of disobedience of the orders to be passed by this Hon'ble Court, the judgment debtors, may be detained in civil prison in accordance with the provisions of order XXI Rule 43(3) of the Code of Civil Procedure, 1908; i) An order be passed restraining the respondents / Judgement Debtors and / or each of them, their servants, agents, assigns and representatives from transferring, alienating, disposing of, encumbering and / or dealing with their assets and properties in any manner whatsoever until the said award dated 30th September, 2015 in favour of your petitioner / award holder has been satisfied fully and finally; j) Interim orders in terms of prayers above; k) Costs of and incidental of this application be added to the decretal claim under the arbitral award dated 30th September, 2015. 1) Such further and other order or orders be made and/or direction or directions be given as to this Hon'ble Court may seem fit and proper.

By an order dated 3rd October, 2023 passed by The Hon'ble Justice Ravi Krishan Kapur, His Lordship has been pleased to direct the decree holder to effect substituted service by way of paper publication and also directed to list the matter on 16th October, 2023.

Witness : Mr. T. S. Sivagnanam, The Hon'ble The Chief Justice of the High Court at Calcutta, the 3rd day of October, Two Thousand and Twenty Three

Lalratan Mandal
Advocate, High Court at C/o. Mr. N. K. Nandi
Advocate, High Court Calcutta
E-mail : lalratanmandal1973@gmail.com

KVB Karur Vysya Bank — Smart way to bank

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.
গড়িয়া শাখা
১১১বি, রাজা এস. সি. মল্লিক রোড, ১ম তল, এস.বি. টাওয়ার, গড়িয়া কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৪৭

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল [রুল ৮(১)] অধীনে ইস্যুকৃত

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেডের** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন এন্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস্ অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সেকেন্ড) অ্যাক্ট, ২০০২ (অ্যাক্ট নং ২০০২-এর ৫৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **০১.০২.২০২৩** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক **১) মেসার্স শ্যামা ভান্ডার (ঋণগ্রহীতা)**, স্বত্বাধিকারী : **শ্রী সুমন রুদ্র**, ১৫, রাজা এস সি মল্লিক রোড, গড়িয়া, কলকাতা - ৭০০০৮৪, পশ্চিমবঙ্গ **২) শ্রীমতি মিতা রুদ্র (জামিনদাতা)**, পি ৬৫ সাউথ এন্ড গার্ডেন, ১১০, যাদবপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৮৪, পশ্চিমবঙ্গ, কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক অর্থাৎ **২২,৯৮,০১৪.৪৯ টাকা (বাইশ লাখ আটানব্বই হাজার চোদ্দ টাকা এবং উনপঞ্চাশ পয়সা) টাকা** তৎসহ আরও সুদ পরিশোধ করতে বলেন, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা উক্ত অর্থ পরিশোধে অপারগ হওয়ায় এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণকে এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তার উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে **১০ অক্টোবর, ২০২৩** তারিখ অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে-কোনও লেনদেনে **২২,৯৮,০১৪.৪৯ টাকা (বাইশ লাখ আটানব্বই হাজার চোদ্দ টাকা এবং উনপঞ্চাশ পয়সা) টাকা** এবং তদুপরি সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য খরচ দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে আইনের ১৩ ধারার (৮) উপধারার বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট একতলায়, ফ্ল্যাট পরিমাণ ৭৫৩ বর্গফুট বিল্ট আপ এরিয়া ম্যাজেনাইন ফ্লোর পরিমাণ ২২৯ বর্গফুট এবং ২৫ শতাংশ টেরেস অধিকার,অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৮২,বৈষ্ণবঘাটা রোড (ডাক ঠিকানা প্রেমিসেস নং পি-৬৫,দক্ষিণ এন্ড পার্ক),জেএল নং -২৮, আরএস নং ১৯, তৌজি নং ১৫১/১৫২,খতিয়ান নং ৪৩৪,দাগ নং ১০৮২, ওয়ার্ড নং ১১০, পো-গড়িয়া, থানা-পাটুলি (পূর্বতন যাদবপুর), দক্ষিণ ২৪ পরগনা, গড়িয়া- ৭০০০৮৪, পশ্চিমবঙ্গ, সম্পত্তি শ্রীসুমন রুদ্র এর নামে এবং উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি:
উত্তরে: ৬৪, সাউদার্ন পার্ক (বৈষ্ণবঘাটা) — দক্ষিণে : ৬৬, সাউদার্ন পার্ক(বৈষ্ণঘাটা)
পূর্বে : অন্যান্যর সম্পত্তি — পশ্চিমে : ৪.৮৭৬ এম (১৬এফটি) চওড়া কেএমসি সড়ক সমন্বিত।

স্থান: কলকাতা
তারিখ : ১০.১০.২০২৩

অনুমোদিত অফিসার
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড

KVB Karur Vysya Bank — Smart way to bank

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.
বালিগঞ্জ শাখা
১ম তল, পি.এস. টাওয়ার, ১৩ বন্ডেল রোড বালিগঞ্জ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৯

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল [রুল ৮(১)] অধীনে ইস্যুকৃত

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেডের** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন এন্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস্ অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সেকেন্ড) অ্যাক্ট, ২০০২ (অ্যাক্ট নং ২০০২-এর ৫৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **০৮.০৩.২০২৩** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক **১) মেসার্স সেনসি মেরিন সার্ভিসেস (ঋণগ্রহীতা)**, স্বত্বাধিকারী : **শ্রী অর্ণব সেন**, ৩৬বি শেক্সপিয়র সরণি, ৩য় তল, ফ্ল্যাট নং - ৫, কলকাতা - ৭০০০১৭ **এবং আরও শ্রী অর্ণব সেন**, ৫২, এ বি.সি রোড, বালিগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০০১৯, কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক অর্থাৎ **২০,৬৮,৬০৩.০৮ টাকা (কুড়ি লাখ আটষট্টি হাজার ছশো তিন টাকা এবং আট পয়সা) টাকা** তৎসহ আরও সুদ পরিশোধ করতে বলেন, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা উক্ত অর্থ পরিশোধে অপারগ হওয়ায় এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণকে এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তার উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে **১০ অক্টোবর, ২০২৩** তারিখ অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে-কোনও লেনদেনে **২০,৬৮,৬০৩.০৮ টাকা (কুড়ি লাখ আটষট্টি হাজার ছশো তিন টাকা এবং আট পয়সা) টাকা** এবং তদুপরি সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য খরচ দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে আইনের ১৩ ধারার (৮) উপধারার বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ১, জি-৪ তলা ' চারুলতা অ্যাপার্টমেন্ট' ভবনে ৫ম তলে পূর্ব দিকে পরিমাণ ৬৮৩ বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৩ বেড রুম, এক কিচেন, ২ টয়লেট ডব্লুসি সহ, এক লিভিং তথা ডাইনিং রুম, এবং অবিভক্ত জমির যথাযথ ভাগ অংশ প্রেমিসেস ন ৬৭, লেক ইস্ট ৬তম রোড, সন্তোষপুর, থানা- কসবা, কলকাতা- ৭০০০৭৫, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১০৩, সিএস দাগ নং ৬১২, এবং ৬২৩, আর এস দাগ নং ৬৯২, ৬৯৩,সিএস খতিয়ান নং ২৮৩ এবং ২৯৪, আরএস খতিয়ান নং ১০২৮, জেএল নং ২২, মৌজা- সন্তোষপুর, সম্পত্তি সেনসি মেরিন সার্ভিসেস এর নামে। চৌহদ্দি :
উত্তরে : ২৬ ফুট চওড়া সিএসসি রোড — পূর্বে : ৯ ফুট চওড়া সিএমসি রোড
দক্ষিণে : দাগ নং ৬২৩ অংশ — পশ্চিমে : ১২ ফুট চওড়া সিএমসি রোড সমন্বিত।

স্থান: কলকাতা
তারিখ : ১০.১০.২০২৩

অনুমোদিত অফিসার
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড

KVB Karur Vysya Bank — Smart way to bank

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.
ঘোষপাড়া শাখা
সুপার মার্কেট বিল্ডিং ঘোষপাড়া পোস্ট বালি হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১১২২৭

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল [রুল ৮(১)] অধীনে ইস্যুকৃত

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেডের** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন এন্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস্ অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সেকেন্ড) অ্যাক্ট, ২০০২ (অ্যাক্ট নং ২০০২-এর ৫৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **০৩.০৩.২০২৩** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক **১) শ্রী সন্দীপ আচার্য** (পিতা অশোক কুমার আচার্য), ৩৯ সি আর দাস সরণি, ঘোষপাড়া, হাওড়া - ৭১১২২৭, পশ্চিমবঙ্গ **এবং আরও** ষষ্ঠীতলা, পো. সাঁপুইপাড়া, থানা - নিশ্চিন্দা, হাওড়া - ৭১১২০৬, পশ্চিমবঙ্গ **২) শ্রীমতি সর্বানি আচার্য** (স্বামী সন্দীপ আচার্য) **(জামিনদাতা)**, সাপুইপাড়া পো. সাপুইপাড়া, থানা - নিশ্চিন্দা, ছত্তসওয়ারি কালী মন্দিরের নিকট, হাওড়া - ৭১১২২৭, পশ্চিমবঙ্গ কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক অর্থাৎ **১০,৫৩,০৪২.৭০ টাকা (দশ লাখ তিপান্ন হাজার বিয়াল্লিশ টাকা এবং সত্তর পয়সা) টাকা** তৎসহ আরও সুদ পরিশোধ করতে বলেন, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা উক্ত অর্থ পরিশোধে অপারগ হওয়ায় এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণকে এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তার উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে **১১ অক্টোবর, ২০২৩** তারিখ অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে-কোনও লেনদেনে **১০,৫৩,০৪২.৭০ টাকা (দশ লাখ তিপান্ন হাজার বিয়াল্লিশ টাকা এবং সত্তর পয়সা) টাকা** এবং তদুপরি সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য খরচ দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে আইনের ১৩ ধারার (৮) উপধারার বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১০২ উত্তর পশ্চিম দিকে দ্বিতীয় তলে, পরিমাণ আনুমানিক ৭৪৪ (সাতশো চুয়াল্লিশ) বর্গফুট এবং লিফট সুবিধা সহ কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবিভক্ত স্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ মৌজা- বালি, জেএল নং ১৪, আরএস নং ১৭৬৭, তৌজি নং ৩৯৮৯ (হুগলি), পরগনা-খালোর, আরএস দাগ নং ৫৮৫২, আরএস খতিয়ান নং ২৬২৪, অবস্থিত সাপুইপাড়া, সাপুইপাড়া-বাসুকাটি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা- নিশ্চিন্দা (পূর্বতন বালি), জেলা-হাওড়া, জেলা এবং অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার, হাওড়া অধিক্ষেত্র অধীন, জমির পূর্ব দিকে পঞ্চায়েতের চলাচলের পথ এবং সাধারণ চলার পথ ভবন সংলগ্ন ব্যবহারের অধিকার সমন্বিত, সম্পত্তি শ্রী সন্দীপ আচার্যর নামে, চৌহদ্দি :
উত্তরে : খোলা জায়গা, — পূর্বে : ফ্ল্যাট নং ১০১
দক্ষিণে : সিঁড়ি, লবি এবং ফ্ল্যাট নং ১০৩ — পশ্চিমে : খোলা জায়গা সমন্বিত।

স্থান: ঘোষপাড়া
তারিখ : ১১.১০.২০২৩

অনুমোদিত অফিসার
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড

SBI

এসবিআই আরএসিপিসি ব্যারাকপুর (৬৪০৭৬)
৬৬, ব্যারাক রোড, পো. ব্যারাকপুর, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১২০
ইমেল : sbi.64076@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

নিলাম অফিসারের বিস্তারিত : নাম : শ্রীমতি শাশ্বতী সাহা, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭২১০২০, ই-মেল আইডি : sbi.64076@sbi.co.in,

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়।
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ৩০.১০.২০২৩ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

প্রাক ডাক ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : "আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিকট প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি কর্তৃক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ গৃহীত হওয়ার পর এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে সর্বশেষ তথ্য জ্ঞাত করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া কিছু সময় লাগতে পারে ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য ফলে ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের যথেষ্ট পূর্বে অসুবিধা এড়াতে দাখিল করার অনুরোধ করা হচ্ছে।"

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** ৩০.১০.২০২৩ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **২৬,৪০,৯৫৩ টাকা (ছাব্বিশ লাখ চল্লিশ হাজার নশো তিপান্ন টাকা) ১৩.১০.২০২৩** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রী সুদীপ ঘোষাল**, পিতা শম্ভু রাম ঘোষাল, এইচ নং এইচ/৯, সুন্দিয়া হাউজিং এস্টেট, গোলঘর পার্কের নিকট, জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩১২৫ কাছ থেকে সংরক্ষিত মূল্য **২৪,৫০,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **২,৪৫,০০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০** টাকা।

জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট মার্বেল মেঝে সমন্বিত চতুর্থতলে (উত্তর-পশ্চিম মুখী) ফ্ল্যাট নং ৩-এ জি-৪ বহুতল লতিকা অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১১৭০ বর্গফুট এবং সকলের ব্যবহারের পরিষেবা এবং সুবিধাদি ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত অবস্থিত মৌজা এবং থানা- নোয়াপাড়া, জেএল নং ২, আরএস দাগ নং ৮৯৪/৩১৭৩। এলআর দাগ নং ৩৮৪৩, আরএস খতিয়ান নং ১৫৯৯ এবং এলআর খতিয়ান নং ৩১৩৮ (পুরানো) এবং ১০০৭৭, ১০০৭৮ (নতুন) এডিএসআরও বারাকপুর, গাড়ুলিয়া পুরসভা অধীন ওয়ার্ড নং ০৬, এবং হোল্ডিং নং ৪০১, নোয়াপাড়া বাই লেন, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, এডিএসআর অফিস-বারাকপুর, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫০৫-২০২০, পৃষ্ঠা ১৭৬৪৩থেকে ১৭৬৮৪ দলিল নং ১৫০৫০০৪৫২-২০২০ সালের।
সম্পত্তি শ্রী সুদীপ ঘোষাল এবং শ্রীমতি পারমিতা ঘোষালের নামে সমুদয়।
চৌহদ্দি : সম্পত্তি (প্লট জমি) চৌহদ্দি নিম্নরূপ : উত্তরে : এম এন চক্রবর্তী এবং প্রামাণিক, দক্ষিণে : ১৬ ফুট চওড়া নোয়াপাড়া বাই লেন, পূর্বে : অমল কৃষ্ণ সাহা, পশ্চিমে : ১৬ ফুট চওড়া নোয়াপাড়া বাই লেন সমন্বিত।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২৭.১০.২০২৩ — **দখলের ধরণ : স্বত্ব দখলীকৃত**

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত লিঙ্ক https://mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ইউআরএল: https://ibapi.in দেখুন।

তারিখ : ১৪.১০.২০২৩
স্থান : ব্যারাকপুর
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

কুড়মি সংগঠনের উপপ্রধান সহ শতাধিক কর্মীর তৃণমূলে যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: লোকসভা নির্বাচনের আগে শুক্রবার নয়াগ্রাম ব্লকের চাঁদাবিলা অঞ্চলে কুড়মি সংগঠনে ধস। জানা গিয়েছে, চাঁদাবিলা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মমতা রানা সহ কুড়মি সংগঠনের প্রায় ৫০টি পরিবারের শতাধিক কর্মী সমর্থক তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন।

যোগদানকারীদের হাতে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা তুলে দেন নয়াগ্রাম বিধানসভার বিধায়ক তথা তৃণমূল কংগ্রেসের ঝাড়গ্রাম জেলা কমিটির সভাপতি দুলাল মুর্মু, নয়াগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রমেশ রাউৎ,অঞ্চল সভাপতি দিলীপ কুমার পাত্র, পঞ্চায়েত প্রধান নীলিমা মাহাত সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। যোগদানকারীদের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের কাজে সামিল হতে তাঁরা দল ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন।

কুড়মি সংগঠন ছেড়ে তৃণমূলে যোগদানকারী সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান তৃণমূল কংগ্রেসের ঝাড়গ্রাম জেলার সভাপতি তথা নয়াগ্রামের বিধায়ক দুলাল মুর্মু ও ব্লক সভাপতি রমেশ রাউৎ। বিধায়ক দুলাল মুর্মু বলেন, 'লোকসভা নির্বাচন যতই এগিয়ে আসবে, ততই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ছেড়ে মানুষ দলে দলে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করবেন।'

অজয় নদ থেকে উদ্ধার ১২ বছরের কিশোরের মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: পাণ্ডবেশ্বরের অজয় নদ থেকে ১২ বছরের কিশোরের দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। শোকের ছায়া নেমেছে পরিবারে। পাণ্ডবেশ্বরের এবি পিট এলাকায় মামার বাড়িতে থাকত ১২ বছরের প্রীতম মণ্ডল নামে ওই কিশোর। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মামার বাড়ি থেকেই এখানে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ত প্রীতম। প্রীতমের মামারবাড়ি সূত্রে জানা যায়, প্রীতমের বাড়ি ঝাড়খণ্ডের ঝালার এলাকায়। জন্ম থেকে মামার বাড়িতেই থাকত।

মৃত প্রীতম মণ্ডলের মামা গণপতি মণ্ডল জানান, গতকাল প্রতিদিনের মতোই স্কুলে গিয়ে হঠাৎ করে বেলা ১১টায় স্কুল থেকে ফিরে এসে গৌরব সিং নামে এক বন্ধুর সঙ্গে বেরিয়ে যায়। যা সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে দেখা যায় বলে দাবি গণপতিবাবুর। তাঁর দাবি, রাত পর্যন্ত এদিক-ওদিক বহু খোঁজাখুঁজির পরও প্রীতমকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। অবশেষে গৌরব সিংকে চাপ দিলে সেই জানায়, তারা নদে স্নান করতে গিয়েছিল তারপর তলিয়ে গিয়েছে, অনেক ডাকাডাকি করার পরও কোনও সাড়া না পাওয়াই তারা বাড়ি চলে এসেছিল। কেন নদে তলিয়ে যাওয়ার পরও বাড়িতে এসে তার বন্ধুরা জানাল না প্রীতমের মামার বাড়িতে।

শুক্রবার সকাল থেকে পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশ এবং স্থানীয় লোকেরা নদে খোঁজাখুঁজি শুরু করে। জানা যায়, পঞ্চপাণ্ডব মন্দিরের কাছের ঘাটে স্নান করতে নেমেছিল প্রীতম, তার দেহ উদ্ধার হয় সেখান থেকে বহু দূরে রেল ব্রিজের নীচে নদ থেকে। কেন প্রীতম স্কুল থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এল এবং কেনই তাড়াহুড়ো করে এসে নদে স্নান করতে গেল যা কখনও করেনা এই নিয়েই প্রশ্ন তুলছেন প্রীতমের মামা। এদিকে এই ঘটনায় মৃত প্রীতমের দুই বন্ধুকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ। কী ভাবে এই ঘটনা ঘটল? কী ভাবে প্রীতম নদে গেল স্নান করতে? এর পিছনে কী কারণ রয়েছে, এরা হত্যা না অন্য কিছু সমস্ত ঘটনার তদন্ত শুরু করছে পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশ। বেলা বারোটা নাগাদ পরিবারের লোকেরা থানায় লিখিত অভিযোগ করেন।

PWD (GOVT OF WB)
TEDNER NOTICE

Executive Engineer, Nadia Construction Division, P.W.Dte invites online e-Tender for the works of:
Temporary erection of dias, pandle, barricading including allied electrical installation work along with temporary PA arrangement system, Live free and LED Screen in connection with the Durga Puja carnival- 2023 at Kalyani in the district of Nadia under the jurisdiction of Nadia Construction Division, P.W.D during the year 2023-24
Estimated Amount: **Rs. 9,99,768.00**
e-N.I.T-12 of 2023-24 of EE/NCD/PWDte
Bid submission start date(online): **14.10.2023 at 11.00 A.M.**
Bid submission closing (online): **19.10.2023 up to 11.00 A.M.**
Corrigendum, if any, will be published in website only. Details of N.I.e.T and Tender Documents may be download form **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- Executive Engineer
Nadia Construction Division, P.W.Dte.

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
(ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ)
হলদিয়া শাখা
মঞ্জুশ্রী কমপ্লেক্স, গ্রাম- বাসুদেবপুর পোস্ট- খঞ্জনচক, থানা- দুর্গাচক
জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পিন- ৭২১ ৬০২

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
রুল ৮(১), সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২]

নিম্নস্বাক্ষরকারী **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসাবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট,২০০২ (সারফেইসি এক্ট,২০০২) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(২) ও ১৩ (১২) অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে ডিমান্ড নোটিশ(গুলি) জারি করে নিম্নে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাগন কে আহব্বান জানিয়ে নোটিশ (গুলি) তে উল্লিখিত অর্থ নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) ও সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর সেকশন ১৩(৪) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮ এর অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন নিম্নে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাদের নামের সাপেক্ষে তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)কে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য এবং সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেনের জন্য নিম্নে বর্ণিত অর্থ এবং তার উপর সুদ **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে সারফেইসি অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের (সিকিউরিটি প্রপার্টিজ) দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে ও।

ক্র. নং.	অ্যাকাউন্ট এর নাম, ঋণগ্রহীতা /জামিনদার এবং শাখার নাম	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দাবির পরিমান	সম্পত্তির বিবরণ
১.	ঋণগ্রহীতা: জনাব আব্দুল হামিদ খান পিতা- তাবারক আলী খান, গ্রাম - ঝিকুরখালী, মডেল মোহামেডান ক্লাব এর পিছনে, ৭ নং ওয়ার্ড, পদ- ভুনিয়ারয়চক, থানা - দুর্গাচক, জেলা- পূর্বমেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২১ ৬৩৫। **জামিনদার: মিসেস আসমিনা বিবি** **হলদিয়া শাখা**	ক) ০৪.০৫.২০২৩ খ) ০৯.১০.২০২৩ গ) ৬,৬৭,৮৭০.০০ টাকা ০৫.০৫.২০২৩ থেকে কার্যকর ভবিষ্যতের সুদ এবং আনুষঙ্গিক চার্জ সহ।	**বিক্রয় দলিল নং ২৯৬০/২০০১ তারিখ- ০৫/০৭/২০০১** প্লট নং ৩২২, জেএল নং ১২১, খ. নং. ৯৩৫, এলাকা ২.০০ ডেসিমেল, পৌরসভা হোল্ডিং নং ১১০/৩৫৫, মৌজা - ঝিকুরখালী, মডেল মোহামেডান ক্লাবের পিছনে, ওয়ার্ড নং ৭, হলদিয়া পৌরসভা, পোস্ট- ভুনিয়ারায়চক, থানা- দুর্গাচক, জেলা , পূর্ব মেদিনীপুর, পিন- ৭২১ ৬৩৫। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- প্লট নং ১৯৯, দক্ষিণে - প্লট নং ৩২১, পূর্বে - প্লট নং ৩২০, পশ্চিমে - বরম পথ।

তারিখ: ০৯.১০.২০২৩
স্থান: হলদিয়া
স্বা/- ব্রজেশ কুমার, চিফ ম্যানেজার/অনুমোদিত অফিসার / অনুমোদিত অফিসার
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI
এসবিআই আরএসিপিসি বেহালা শাখা (১৭৮৯৯)
৩এ/ ৪৪ এক্স, ৪ চতুর্থ তল, জীবন তারা বিল্ডিং, ডি.এইচ. রোড, তারাতলা, কল-৭০০০৫৩। ই-মেইল: **sbi.17899@sbi.co.in**

সারফায়েসি এক্ট, ২০০২ -এর সেকশন ১৩(২) অধীন বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত ঋণ সুবিধার মূল ও সুদ পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন এবং উক্ত লোন কে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। তাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে তাদের নোটিশগুলি জারি করা হয়েছিল কিন্তু সেগুলি প্রাপ্তিস্বীকার ছাড়া ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেইজন্য এইভাবে তাদের এই পাবলিক নোটিশ এর মাধ্যমে জানানো হচ্ছে।

ক্র. নং.	ঠিকানা ও শাখার নাম সহ ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের নাম	টাইটেল ডিড জমা দিয়ে বন্ধকীকৃত সম্পত্তির বিবরণ	নোটিশের তারিখ এনপিএ -এর তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রী তপন চক্রবর্তী** ৩৫, বামাচরণ রায় রোড, থানা- বেহালা, কলকাতা-৭০০০৩৪ **এছাড়াও এখানে:** প্রেমিসেস নং ১০৬সি পশুপতি ভট্টাচার্য রোড, চরকতলা অটো স্ট্যান্ডের কাছে/শীতলা মন্দির, বেহালা কলকাতা-৭০০০৩৪	**উপরে উল্লিখিত উক্ত সম্পত্তির প্রথম তফসিল** গ্রাউন্ড প্লাস তিন তলা বিল্ডিং সহ ২ (দুই) কোটাহ ৮ (আট) ছটাক, ৫ (পাঁচ) বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি পরিমাপের এলাকা সমন্বিত জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার প্রেমিসেস নং- ১০৬সি, পশুপতি ভট্টাচার্য রোড, থানা- বেহালা, কলকাতা- ৭০০০৩৪, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মধ্যে ১২১ নং ওয়ার্ডে, দাগ নং ৯৫/৪৩২ খতিয়ান নং ২১৭, মৌজা মামুদপুর, জেএল নং ৭এর অধীনে, তৌজি নং ৪১১, ২৩, ২৬, ৬৯, এডিএসআর বেহালা, ডিএসআর-২ আলিপুর, জেলা ২৪ পরগণা (দক্ষিণ), পৌরসভার মূল্যায়ন নং ৪১-১২১-১৩০-৬৫২৩ এবং নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: **উত্তরে** - তপন দাসের জমি, **দক্ষিণে** - পশুপতি ভট্টাচার্য রোড, **পূর্বে** - , বিজলী দাসের বাড়ি, **পশ্চিমে**- চণ্ডীতলা ব্রাঞ্চ রোড (শিতলা মন্দির)। **উপরে উল্লিখিত উক্ত সম্পত্তির দ্বিতীয় তফসিল** স্বয়ং সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট এর সকল, চতুর্থ তল অর্থাৎ উপরের তল, সামনের দিকের ফ্ল্যাট যার পরিমাপ কমবেশি ৭০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এলাকা যার আছে ২ (দুই) বেড রুম, ১ (এক) ড্রয়িং- কাম- ডাইনিং, ১ (এক) বাথরুম, ১ (এক) বারান্দা নিয়ে গঠিত, বিশেষভাবে ম্যাপ/প্ল্যান - লাল সীমানা দিয়ে দেখানো হয়েছে সেইসঙ্গে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার এবং কমন স্পেসের অধিকার সহ জমির অংশ এবং ভবনের সাথে সংযুক্ত সাধারণ সুযোগ-সুবিধাসমূহ প্রেমিসেস নং ১০৬সি, পশুপতি ভট্টাচার্য রোড, থানা- বেহালা, কলকাতা-৭০০০৩৪ কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মধ্যে ১২১ নং ওয়ার্ডে, জেলা-২৪ পরগনা (দক্ষিণ)।	**সেকশন ১৩(২) -এর অধীন নোটিশের তারিখ ২৬/০৯/২০২৩** **এনপিএ-র তারিখ ২৯/০৮/২০২৩**	হাউস বিল্ডিং মেয়াদী ঋণ- অ্যাকাউন্ট নং- ৩১০৪০৪০৩৪০১ (২,৮১,৮০৯/- টাকা (দুই লক্ষ একাশি হাজার আটশো নয় টাকা) ২৫.০৯.২০২৩ অনুযায়ী। এছাড়াও আপনি উপরোক্ত পরিমাণের উপর চুক্তির হারে ভবিষ্যতের সুদ পরিশোধের জন্যও দায়বদ্ধ থাকবেন খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা(দের) এবং তাদের জামিনদার(দের) (যেখানে প্রযোজ্য) এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ প্রদানের জন্য বলা হয়েছে, যা ব্যর্থ হলে ৬০-এর মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন (৪) এর অধীনে এই নোটিশের তারিখ থেকে।

তারিখ: ১৪.১০.২০২৩
স্থান: বেহালা, কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সাউথ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট - IV-A" [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য] বিক্রয়

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নোক্ত নির্ধারিত জামিনদাতার অধীনে বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নির্ধারিত জামিন অধীন ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত**, বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে', এবং 'যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে ৩০.১০.২০২৩ তারিখে (ক্রম নং ১ থেকে ১৫), ২২.১১.২০২৩ তারিখে (ক্রম নং ১৬ থেকে ১৮)** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিনদত্ত ঋণদাতার) প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে ঋণগ্রহীতা(গণ) নিম্নে উল্লিখিত বিস্তারিত মতে সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য।

ক্র. নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতা বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ এবং তারিখ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) দায়বদ্ধতা
১	ক) শ্রী দীপায়ন দাস খ) বরিষা শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসেব ফ্ল্যাট নং ৩বি,টাইলস দ্বারা মেঝে সুপার বিল্টআপ এরিয়া আনুমানিক কমবেশি ৬৯৬ বর্গ ফুট চতুর্থতলে, দক্ষিণ পশ্চিম দিকে চারতলা 'গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্ট' ভবনে ১ বেড রুম, ১ ডাইনিং, ১ কিচেন, ১ টয়লেট,১ বারান্দা অবস্থিত হোল্ডিং নং বি২-২৯/৮৭/১,২,৩,৪স্টেনা রোড, থানা মহেশতলা, মহেশতলা পুরসভা অধীন, ওয়ার্ড নং ৩৫, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা,এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগঅংশ অবস্থিত মৌজা - শ্যামপুর,জেএল নং ৪৬, আরএস দাগ নং ৮১০, এবং ৮১১, এলআর দাগ নং ১০১৪ এবং ১০১৫, আরএস খতিয়ান নং ০২৩৬, এলআর খতিয়ান নং ১৩৫০, ১২৭৭, ৭৫৯, ১০১১, ৫২৯, ১১৮১ হোল্ডিং নং বি২-২৯/৮৭/১,২,৩,৪ স্টেনা রোড, থানা-মহেশতলা, এডিএসআর অফিস বেহালা, মহেশতলা পুরসভা অধীন, ওয়ার্ড নং ৩৫, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা,সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : প্রয়াত সুকুমার বোসের পুকুর, এবং অন্যান্য, দক্ষিণে: ১৫ ফুট চওড়া সরকার পাড়া রোড, পূর্বে : ১২ ফুট চওড়া শ্যামপুকুর স্টেনা রোড, পশ্চিমে: শ্রীমতি পূরবী সরকারের ভবন সমন্বিত।	৯,৩২,২৫৬.০০ টাকা (নয় লাখ বত্রিশ হাজার দুশো ছাপান্ন টাকা) (উপরোক্ত অ্যাকাউন্ট অধীনে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ) ২৪.০৬.২০২১ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ।	ক) ১৪,১০,০০০.০০ টাকা খ) ১,৪১,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB50502982369 ঙ) নেই
২	ক) মেসার্স আমতলা মোটর বডি বিল্ডার (স্বত্বা. শ্রী রহমত আলি মোল্লা) খ) বিদ্যানগর শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন/নির্মাণ ২ তলা অবস্থিত মৌজা-মৌখালি, থানা এবং সাব রেজিস্ট্রি - বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, জেএল নং ৩৯, আরএস নং ৯৬ এবং ৯৭, তৌজি নং ৪০১, খতিয়ান নং ৮৬, দাগ নং ৫০৩, ৫০৪, ৫০৬ এবং খতিয়ান নং ১৪৬, দাগ নং ৫০২ পরিমাণ কমবেশি ৮ (১/৪) শতক (দলিল নং ৩৯৫০/৯৩)এবং মৌজা - মৌখালি, থানা এবং সাব রেজিস্ট্রি অফিস-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, জেএল নং ৩৯,আরএস নং ৯৬ এবং ৯৭, তৌজি নং ৪০২, খতিয়ান নং ৮৬, দাগ নং ৫০৬ এবং খতিয়ান নং ১৫১, দাগ নং ৫০৭, পরিমাণ কমবেশি ৩(৯/১০) শতক (দলিল নং ২৪২৫/৯৬) মোট ১২.১৫ শতক কমবেশি , অনুযায়ী রহমত আলি মোল্লার নামে সমুদয় সম্পত্তি, দলিল নং ১-৩৯৫০/১৯৯৩ এবং ১-২৪২৫/১৯৯৬। চৌহদ্দি : উত্তরে : নিবারণ দত্ত রোড, দক্ষিণে : অন্যান্যর পুকুর, পূর্বে : প্রয়াত আবদুল গফফর এর জমি, পশ্চিমে : রহমত আলি মোল্লার জমি এবং ভবন সমন্বিত।	৪৫,২৮,৭০৮.৩৮ টাকা (পঁয়তাল্লিশ লাখ আঠাশ হাজার সাতশো আট টাকা এবং আটত্রিশ পয়সা) ৩১.০৭.২০২১ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ।	ক) ৩৯,৪৫,০০০.০০ টাকা খ) ৩,৯৪,৫০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB50144528820 ঙ) নেই
৩	ক) মেসার্স ক্যালকাটা পিসি সলিউশনস (স্বত্বা. শ্রী সৌভিক রায়) খ) ঠাকুরপুকুর শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন (শপ একতলায় এবং দ্বিতীয়তলায়)জমির পরিমাণ কমবেশি ১০ ছটাক ১১ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা- পশ্চিম বড়িশা, পরগনা- খাসপুর, জেএল নং ১৯, আরএস নং ৪৩, তৌজি নং ১-৬, ৮-১০, ১২-১৬, দাগ নং ৩৩৫৫, আরএস খতিয়ান নং ১৩৮০, প্রেমিসেস নং ২৭৯, দক্ষিণ পাড়া রোড (ডি এইচ রোড), থানা -ঠাকুরপুকুর, ওয়ার্ড নং ১২৫, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, কলকাতা - ৭০০০৬৩, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভুল্যুম নং ৫৩, পৃষ্ঠা ১৭৭ থেকে ১৮৪ বিক্রয় দলিল নং ২৪৫৩ -২০০০ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর-বেহালা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, অনুযায়ী শ্রী হরলাল রায় পিতা প্রয়াত জীতেন্দ্রনাথ রায় এর নামে। চৌহদ্দি: উত্তরে : দক্ষিণ পাড়া রোড, দক্ষিণে: জীতেন্দ্র নাথ মজুমদারের সম্পত্তি, পূর্বে : সুধাকর সেনগুপ্তর সম্পত্তি , পশ্চিমে : রমনী রঞ্জন সাধকের জমি সমন্বিত।	৪৫,০৫,১২৮.০০ টাকা (পঁয়তাল্লিশ লাখ পাঁচ হাজার একশো আঠাশ টাকা) ১৪.১১.২০২২ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ৪৩,০০,০০০.০০ টাকা খ) ৪,৩০,০০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB50269429985 ঙ) নেই
৪	ক) মেসার্স কন্টিনেন্টাল কনসর্টিয়াম কেমিক্যাল কোম্পানি (ঋণগ্রহীতা), অংশীদারগণ এবং জামিনদাতাগণ - শ্রী অরূপ কুমার দাস, মঞ্জু প্রামানিক এবং শ্রীমতি সুলেখা দাস, শ্রী অরূপ কুমার দাস (বন্ধকদাতা) খ) খিদিরপুর শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দ্বিতল ভবন জমির পরিমাণ এরিয়া ২ কাঠা ৪ ছটাক ২৬ বর্গফুট, কমবেশি অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১০১বিকেবি শেখর কালীদাস রায় রোড পূর্বতন পরিচিত টালিগঞ্জ রোড হিসেবে কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৮৮ অধীন অ্যাসেসমেন্ট নং ১১০৮৮২১০১৫৬৩, থানা-টালিগঞ্জ, কলকাতা- ৭০০০২৬, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, চৌহদ্দি : উত্তরে : ১০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : কর্পোরেশনের নিকাশি, পূর্বে : প্রেমিসেস নং ১০১এ টালিগঞ্জ রোড, পশ্চিমে : প্রেমিসেস নং ১০১সি টালিগঞ্জ রোড সমন্বিত।	৭৩,১৫,৫০০.৩৬ টাকা (তিয়াত্তর লাখ পনের হাজার পাঁচশো টাকা এবং ছত্রিশ পয়সা) ১২.১১.২০২১ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ৮৯,৬৮,০০০.০০ টাকা খ) ৮,৯৬,৮০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB461817289 ঙ) নেই
৫	ক) শ্রী রসিদ ফকির এবং সাদিকুন নাহার খ) গার্ডেন রিচ শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ কমবেশি ৪ শতক এবং দ্বিতল ভবন বসবাসের মৌজা- মহীতালাব,জেএল নং ১২৫, আরএস দাগ নং ১৮/৫৭৩, আরএস দাগ নং ১৮/৫৭৪, আরএস দাগ নং ২১ এবং এলআর দাগ নং ৪৩, আরএস দাগ নং ১২৪, আরএস খতিয়ান নং ১৫৯, থানা এবং এডিএসআরও -মগরাহাট, পরগনা-শ্যামনগর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল নং ১১৩৬৯ - ২০১১ সালের,চৌহদ্দি : উত্তরে : সড়ক/পুকুর, দক্ষিণে: সফি ফকির এর সম্পত্তি, পূর্বে : দিলবাহার জমাদারের সম্পত্তি, পশ্চিমে : রাজীবা বিবি এবং অন্যান্য সমন্বিত।	৯,৩৩,৯৬২.৬৬ টাকা (নয় লাখ তেত্রিশ হাজার নশো বাষট্টি টাকা এবং ছেষট্টি পয়সা) ৩১.০৭.২০২১ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ১৩,০০,০০০.০০ টাকা খ) ১,৩০,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB6615477700 ঙ) নেই
৬	ক) মেসার্স মহারাজা প্যাকেজিং (অংশীদারগণ : শ্রী ত্রিদিপ মন্ডল এবং শ্রীমতি টিনা মন্ডল) গ্রাম - সঞ্জুয়া, পো. বাখরাহাট, থানা - বিষ্ণুপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৫০৩ খ) বিদ্যানগর শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি পরিমাণ কমবেশি ১০ শতক বা ৬ কাঠা এবং একটি ইটের তৈরি দেওয়ালের ওপর অ্যাসবেস্টস শেড প্রেমিসেস বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাণ ৩৫০০ বর্গফুট আনুমানিক অবস্থিত গ্রাম সঞ্জুয়া, মহেশতলা রোড ৪ নং বাকরাহাট গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা বিষ্ণুপুর, ডিআরও আলিপুর, এসআরও বিষ্ণুপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, খতিয়ান নং ১১৬/২৯ নতুন খতিয়ান নং ১১১০,দাগ নং ১৭২, জেএল নং ৪৩, তৌজি নং ৩৯৭, চৌহদ্দি : উত্তরে : শ্রী কানারার সম্পত্তি, দক্ষিণে: ৩০ ফুট সাধারণ চলার পথ পূর্বে : শ্রী কানারার সম্পত্তি, পশ্চিমে : শ্রী কানারার সম্পত্তি সমন্বিত।	৪৩,১৬,১৩৫.৭৭ টাকা (তেতাল্লিশ লাখ যোলো হাজার একশো পঁয়ত্রিশ টাকা এবং সাতাত্তর পয়সা) ২৪.০২.২০১৬ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ৩৯,২৪,০০০.০০ টাকা খ) ৩,৯২,৪০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB21699866013 ঙ) নেই
৭	ক) মেসার্স তিথি এন্টারপ্রাইজ (স্বত্বা. শ্রী প্রীতিশ পয়রা) খ) ঠাকুরপুকুর শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন অবস্থিত ১ কাঠা ৯ ছটাক ১৫ বর্গ ফুট, আনন্দ নগর, মৌজা- পশ্চিম বরিষা, জেএল নং ১৯, আর এস নং ৮৩, তৌজি নং ১-৬, ৮-১০, ১২-১৬, খতিয়ান নং ১৮৮১, ৪২০, দাগ নং ১৬৭৯, প্রেমিসেস নং ৬২৭, পরগনা-খাসপুর,দক্ষিণ বেহালা রোড, পো-সরশুনা, থানা- ঠাকুরপুকুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৬১, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১২৬, নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ২০, পৃষ্ঠা ২০০৩ থেকে ২০১৯, দলিল নং আই-০৬১৫০-২০১৪ সালের রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বেহালা, ঠিকানায় সমুদয় সম্পত্তির **চৌহদ্দি- উত্তরে**- আরতি চন্দ এর সম্পত্তি, **দক্ষিণে**- নৈরান কবিরাজ এবং মাজবা কবিরার সম্পত্তি, **পূর্বে**- এস মন্ডলের সম্পত্তি, **পশ্চিমে**- ১২ ফুট চওড়া সাধারণ চলচলের পথ সমন্বিত।	৩২,৮১,২৮০.০০ টাকা (বত্রিশ লাখ একাশি হাজার দুশো আশি টাকা) ২১.০৯.২০২২ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ২৭,৪০,০০০.০০ টাকা খ) ২,৭৪,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB50394191184 ঙ) নেই
৮	ক) মেসার্স আলি আজম মার্বেল খ) ঠাকুরপুকুর শাখা	জমির পরিমাণ আনুমানিক কমবেশি ১ কাঠা ১৫ ছটাক ১৫ বর্গফুট এবং টালির শেড নির্মাণ মৌজা- পশ্চিম বড়িশা, পরগনা-খাসপুর, জেএল নং ১২, আরএস নং ৪৩, তৌজি নং ১-৬, ৮-১০, ১২-১৬, খতিয়ান নং ১৩৫৭, সিএস দাগ নং ১৪৯৬, ১৪৯৭, থানা- ঠাকুরপুকুর (পূর্বতন বেহালা) কলকাতা -৭০০০৬৩,জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, চৌহদ্দি : উত্তরে : দাগ নং ১৪৯৬ জমি, দক্ষিণে : হরিপদ বাছারের জমি, পূর্বে : হরিপদ বাছারের জমি, পশ্চিমে : করুণাময়ী দাসীর জমি এবং ভবন সমন্বিত।	১৩,৬৭,০২৯.০০ টাকা (তেরো লাখ সাতষট্টি হাজার উনত্রিশ টাকা) ১৬.০৭.২০২২ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ২০,০০,০০০.০০ টাকা খ) ২,০০,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB7078680858 ঙ) নেই
৯	ক) মেসার্স অপর্ণা লেডিস টেলরস (ঋণগ্রহীতা) (স্বত্বা: শ্রীমতি অপর্ণা সাহা), ঠিকানা - বাগপোতা, সোনামুখী লিংক রোড, গীতাঞ্জলি পার্ক, সরসুনা, কলকাতা - ৭০০০৬১ এবং শ্রীমতি অপর্ণা সাহা (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা) খ) খিদিরপুর শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ২ কাঠা এবং তদস্থিত নির্মাণ অবস্থিত মৌজা- সরসুনা, জেএল নং ১৭, খতিয়ান নং ২৯৪১, আরএস দাগ নং ২১৮৬ অংশ, বাগপোতা সোনামুখী লিঙ্ক রোড, গীতাঞ্জলি পার্ক, সরসুনা, থানা-ঠাকুরপুকুর, এবং জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা -পশ্চিমবঙ্গ অনুযায়ী শ্রীমতি অপর্ণা সাহার নামে সমুদয় সম্পত্তি। চৌহদ্দি: উত্তরে : দাগ নং ২১৩২, দক্ষিণে : সড়ক, পূর্বে : মোহন চন্দ্র পোল্লায় , পশ্চিমে : মায়া ঘোষ সমন্বিত।	১১,৬১,১৫০.০০ টাকা (এগারো লাখ একষট্টি হাজার একশো পঞ্চাশ টাকা) ১৫.০৭.২০২১ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ২৩,২৬,০০০.০০ টাকা খ) ২,৩২,৬০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB6262496302 ঙ) নেই
১০	ক) মেসার্স মিলটন ল্যাবরেটরিস (স্বত্বা. শ্রী সুদীপ ভৌমিক) খ) লস্করপুর শাখা	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং ভবন শ্রী সুদীপ ভৌমিকের নামে মৌজা- এলাচি,দাগ নং ১৭৯৮, খতিয়ান নং ৪৯২, জেএল নং ৭০, আরএস নং ২২৩, তৌজি নং ৬৩, ৬৪, হোল্ডিং নং ১৬৩, এলাচি চক্রবর্তী পাড়া রোড, পো- পশ্চিম জগদ্দল, থানা-সোনারপুর, ওয়ার্ড নং ২৮, কলকাতা - ৭০০১৫১। চৌহদ্দি : উত্তরে : অন্যান্যর সম্পত্তি দাগ নং ১৭৯৯ অধীন,দক্ষিণে : অন্যান্যর সম্পত্তি দাগ নং ১৭৯৮অধীন, পূর্বে : অন্যান্যর সম্পত্তি দাগ নং ১৭৯৮ অধীন পশ্চিমে : সাধারণের চলার পথ সমন্বিত।	৩৫,২১,২২০.০০ টাকা (পঁয়ত্রিশ লাখ একুশ হাজার দুশো কুড়ি টাকা) ০৭.০৯.২০১৮ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ৪৬,০০,০০০.০০ টাকা খ) ৪,৬০,০০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB50014475966 ঙ) নেই
১১	ক) শ্রী প্রণব ভট্টাচার্যি এবং শ্রীমতি ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্যি (ঋণগ্রহীতাগণ এবং বন্ধকদাতাগণ) ঠিকানা - ফ্ল্যাট নং এ, ২য় তল, আশিয়ানা ফেজ-১, উত্তর-পূর্ব মুখী, হোল্ডিং নং ৫৭, মহাজাতি নগর, থানা - আগরপাড়া, ওয়ার্ড নং ৮, পানিহাটি পুরসভা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ (বা ৩০ গোপাল চ্যাটার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০০০২) খ) ডি.এইচ. রোড শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং এ (৭৭০ বর্গফুট) উত্তর পূর্ব দিকে দ্বিতীয় তলে আশিয়ানা ফেজ-১ অ্যাপার্টমেন্ট, অবস্থিত জমি পরিমাণ কমবেশি ৩ কাঠা ১২ ছটাক ১০ বর্গফুট জমি এবং নির্মাণ আরএস দাগ নং ১২৫৭, ১২৫৭/২৭৬০, আরএস খতিয়ান নং ১২৪৭, মৌজা- আগরপাড়া, জেএল নং ১১, থানা- আগরপাড়া, এডিএসআর সোদপুর, জেলা -উত্তর ২৪ পরগনা, বর্তমানে হোল্ডিং নং ৫৭, ওয়ার্ড নং ৮, ৬ নং মহাজাতি নগর রোড,পানিহাটি পুরসভা অধীন, চৌহদ্দি : উত্তরে : পুর সড়ক (১২ ফুট), দক্ষিণে : শিবু নন্দীর (ইপি -২৬৬) ভবন, পূর্বে : পুর সড়ক (১৫ ফুট), পশ্চিমে : শ্রী চৌধুরী (ইপি ২৬৪) ভবন সমন্বিত।	১৪,৯৮,০৬৫.০০ টাকা (চোদ্দ লাখ আটানব্বই হাজার পঁয়ষট্টি টাকা) ১০.১০.২০২২ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ সহ।	ক) ১৪,৮৫,০০০.০০ টাকা খ) ১,৪৮,৫০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB50361821457 ঙ) নেই
১২	ক) শ্রী রাজু মজুমদার এবং শ্রীমতি তৃপ্তি মজুমদার খ) বরিষা শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং সি-৩ (দক্ষিণ পূর্ব দিকে) ৪র্থ তলে, ভবনের পরিমাণ ৮৪০ বর্গফুট কমবেশি ২৫ শতাংশ সুপারবিল্ট আপ এরিয়া সহ দুই বেড রুম, এক কিচেন তথা ডাইনিং, দুই বাথরুম এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং অন্যান্য পরিষেবা ও সুবিধাদির ব্যবহারের অধিকার সমন্বিত রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল নং ১-১৬০৭০৪৩৭৪, বুক নং ১, ভুল্যুম নং ১৬০৭-২০১৬, পৃষ্ঠা ১৩৯০২২ থেকে ১৩৯০৬০, দলিল নং ১৬০৭০৪৩৭৪ - ২০১৬ সালের ,এজিএসআরও বেহালা অধীন,জমির বিস্তারিত : ৬ কাঠা ১৪ ছটাক কমবেশি অবস্থিত মৌজা পূর্ব বড়িশা,জেএল নং ২৩, আরএস নং ৪৩, তৌজি নং ১-৬, ৮-১০, ১২-১৬,খতিয়ান নং ২০৮৪, দাগ নং ৩১১২/৩১৯৪, পরগনা খাসপুর, প্রেমিসেস নং ২৯২২, বিদ্যাসাগর সরণি, ওয়ার্ড নং ১২৪, পো-ঠাকুরপুকুর, থানা-হরিদেবপুর, দক্ষিণ ২৪পরগনা, অনুযায়ী শ্রী রাজু মজুমদারের নামে এবং শ্রীমতি তৃপ্তি মজুমদারের নামে সমুদয় সম্পত্তি। চৌহদ্দি: উত্তরে : ১৮ ফুট চওড়া কেএমসি সড়ক, দক্ষিণে : জমি দাগ নং ৩১/৩১৯৪ অধীন, পূর্বে : জমি শ্রী তাপস কুমার ঘোষের, পশ্চিমে : জমি বকুল চক্রবর্তীর।	১২,৭২,২৯০.১০ টাকা (বারো লাখ বাহাত্তর হাজার দুশো নব্বই টাকা এবং দশ পয়সা) ১৭.০১.২০২০ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ২৩,৮১,০০০.০০ টাকা খ) ২,৩৯,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB50296601251 ঙ) নেই
১৩	ক) মেসার্স ওয়েস্টার্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্যাসেস (স্বত্বা. শ্রী রাজনারায়ণ কুশওয়াহা) এবং শ্রী রাজনারায়ণ কুশওয়াহা খ) বড়িষা শাখা	স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৭০৪ বর্গফুট , সুরনিধি অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৩এ এবং ৩বি, ৪র্থতল, (দক্ষিণ পশ্চিম দিকে) বীরেণ রায় রোড (পশ্চিমঃ) পো : জোতে শিবরামপুর, থানা- মহেশতলা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আশুতি ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, মৌজা-সরসুনা, আরএস দাগ নং ১, আরএস খতিয়ান নং ৯৬২,তৌজি নং ৪৭এবং ৫১, জেএল নং ১৭, আরএস নং ৪৮৬, ১২/সি/১বাস স্ট্যান্ডের নিকট, স্বত্ব দলিল নং ৯৩৬২ -২০০৬ অনুযায়ী রাজ নারায়ণ কুশওয়াহ নামে সমুদয় সম্পত্তি। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** অন্যান্যর জমি এবং ভবন, **দক্ষিণে :** বীরেন রায় রোড (পশ্চিম), **পূর্বে :** অন্যান্যের জমি এবং ভবন, **পশ্চিমে** : অন্যান্যের জমি এবং ভবন সমন্বিত।	৬৩,৫২,৯৯৯.০০ টাকা (তেষট্টি লাখ বাহান্ন হাজার নশো নিরানব্বই টাকা) ২০.০৪.২০১৮ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ৫০,০০,০০০.০০ টাকা খ) ৫,০০,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB50185474998 ঙ) নেই
১৪	ক) মেসার্স অধিকারী নার্সারি (স্বত্বা. শ্রী সুতানু অধিকারী) ঠিকানা - গ্রাম - কঙ্গনবেরিয়া, পূর্ব সন্ত্রা পাড়া, থানা - বিষ্ণুপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৫০৩ শ্রীমতি মধুমিতা অধিকারী (জামিনদাতা) স্বামী সুতানু অধিকারী, গ্রাম - কঙ্গনবেরিয়া, পূর্ব সন্ত্রা পাড়া, থানা - বিষ্ণুপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৫০৩ খ) ঠাকুরপুকুর শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন জমির পরিমাণ কমবেশি ৪ এবং ৫/৮ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা-কঙ্গনবেড়িয়া, তৌজি নং ২ এবং ১৬ (আরএস ৯১) জেএল নং ৪১, পরগনা- মাগুরা, খতিয়ান নং ৪১৫ দাগ নং ৪৪০, কঙ্গনবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন রেজিস্ট্রিকৃত দান দলিল নং আই-০৪৯০৫ তারিখ ২৪.১০.২০০৮ নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ২৯, পৃষ্ঠা ৪১০ থেকে ৪২৬, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআরও বিষ্ণুপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, অনুযায়ী শ্রী সুতনু অধিকারী পিতা অনন্ত নাথ অধিকারীর নামে সমুদয় সম্পত্তি। **চৌহদ্দি- উত্তরে**- সুশীল মান্না এবং সুনীল মান্নার সম্পত্তি, **দক্ষিণে**- বিশ্বনাথ অধিকারীর সম্পত্ত, **পূর্বে**- বিশ্বনাথ অধিকারী এবং রবীন অধিকারীর সম্পত্তি, **পশ্চিমে**- পঞ্চায়েত সড়ক সমন্বিত।	৪৭,৩৪,৪৫৫.০০ টাকা (সাতচল্লিশ লাখ চৌত্রিশ হাজার চারশো পঞ্চান্ন টাকা) ০৫.০১.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ২৩,৫৬,২০০.০০ টাকা খ) ২,৩৫,৬২০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB50145912205 ঙ) নেই
১৫	ক) শ্রী সইফউদ্দিন আহমেদ খ) নিকারিঘাটা শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ২ তলা ভবন অবস্থিত মৌজা - দিঘিরপার, খতিয়ান নং আরএস ৩৭৩, এলআর খতিয়ান নং ৬৭৬ (বর্তমান ৪২০২), সাবেক দাগ নং ১৯৪, হাল দাগ নং ৬৭, জেএল নং ১০৬, তৌজি নং ২৬৯২/২৮৩৪,দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩২৯, পরিমাণ ০৭ ডেসিমেল, সৈফুদ্দিন আহমেদের নামে সমুদয় সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : আক্রাম নস্করের সম্পত্তি, দক্ষিণে : কংক্রিট রোড, পূর্বে : কাজিমদ্দিন জমাদারের সম্পত্তি, পশ্চিমে : সামাদ মোল্লা এবং অশ্বিনী মালটির সম্পত্তি সমন্বিত।	২২,৩৩,৭৫৮.০০ টাকা (বাইশ লাখ তেত্রিশ হাজার সাতশো আটান্ন টাকা) ৩০.০৯.২০২২ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ৪৮,০০,০০০.০০ টাকা খ) ৪,৮০,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB50437936213 ঙ) নেই
১৬	ক) মেসার্স ডায়মন্ড কনস্ট্রাকশন (স্বত্বা. এবং বন্ধকদাতা - শ্রী তুহিন কান্তি সরকার) এবং শ্রী তারক নাথ বিশ্বাস এবং সংযুক্তা চ্যাটার্জি (জামিনদাতাগণ) খ) বরাল শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ২ডি, ৩য় তলে, ব্লক নং ৪, পরিমাণ আনুমানিক ৮৩৫.৪১ বর্গ ফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া শ্রাচী ভিলেজ আরএস দাগ নং ৮৩৩ (অংশ), ৮৩৪, আরএস খতিয়ান নং ১৪৯৯, জেএল নং ৪৩, পরগনা আনওয়ারপুর, আরএস নং ৬, সাব রেজিস্ট্রি অফিস-বারাসত, তৌজি নং ১৪৬, মৌজা - উদয়রাজপুর, হোল্ডিং নং ৩১/১, ওয়ার্ড নং ৮ মধ্যমগ্রাম পুরসভা অধীন, থানা-বারাসত, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, অনুযায়ী তুহিন কান্তি সরকার এর নামে রেজিস্টার্ড দান দলিল নথিভুক্ত ০০৭৭১-২০০৯ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বারাসত, চৌহদ্দি : উত্তরে : গ্রামের পথ, দক্ষিণে : দাগ নং ৮৩৩ অংশ জেভি প্লাস্টো ক্র্যাফটস প্রা লি এর অধীনে, পূর্বে : যশোর রোড, পশ্চিমে : দাগ নং ৮৩১ এবং ৮৩২ সমন্বিত।	৪৮,৬৬,৪৯৮.৩৯ টাকা (আটচল্লিশ লাখ ছেষট্টি হাজার চারশো আটানব্বই টাকা এবং উনচল্লিশ পয়সা) ৩০.১১.২০২১ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ১৯,৬৯,০০০.০০ টাকা খ) ১,৯৭,০০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB50209633821 ঙ) নেই
১৭	ক) মেসার্স দেব কম্পিউটার অ্যান্ড অ্যাকসেসরিস প্রা. লি. (ডিরেক্টরগণ : শ্রী কমল কয়াল, শ্রীমতি সুজাতা কয়াল, শ্রী অমল কুমার কয়াল এবং শ্রীমতি মধুমিতা কয়াল) এবং বন্ধকদাতা মেসার্স পবিত্র বেভারেজেস খ) খিদিরপুর শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ শপ নং এ-৩৯ এবং বি- ২৯ একতলায়এবং ২য় তলায় দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ব্লক ১, পবিত্র মেগা মল নামে কমপ্লেক্স টলি টুইন প্রেমিসেস নং ৩২৬,জেএল নং ৩১, আরএস নং ৩৩৪, আরএস খতিয়ান নং ১৫০ এবং ১৬৭, দাগ নং ২৪/২০১ এবং ২৫ মহাত্মা গান্ধি রোড, কবরডাঙ্গা মোড়, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১০৪, চৌহদ্দি : উত্তরে : ২০ ফুট চওড়া কেএমসি সড়ক, দক্ষিণে : অন্যান্যর সম্পত্তি, পূর্বে : এম জি রোড, পশ্চিমে : কেএমসি সড়ক সমন্বিত।	১,১৪,৭৯,১০৩.৮৮ টাকা (এক কোটি চোদ্দ লাখ উনআশি হাজার একশো তিন টাকা এবং অষ্টআশি পয়সা) ১৫.০৭.২০২১ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ৩৩,৯১,০০০.০০ টাকা খ) ৩,৪০,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB6360914012A ঙ) নেই ক) ৭৯,২৪,০০০.০০ টাকা খ) ৭,৯৩,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB6360914012B ঙ) নেই
১৮	ক) মেসার্স রোশনি এন্টারপ্রাইজ (স্বত্বা. শ্রী জাহারুল হক ঋণগ্রহীতা, জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা) খ) খিদিরপুর শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাণ ৩ কাঠা এবং নির্মাণ এরিয়া ২৫৯৮ বর্গফুট এবং অবস্থিত মৌজা- জোকা,জেএল নং ২১, আরএস নং ৯৪, আরএস খতিয়ান নং ৫৭, এবং ১২৩, দাগ নং ১৭১ অংশ, থানা - ঠাকুরপুকুর, এডিএসআর -বেহালা, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, চৌহদ্দি : উত্তরে : ৬ ফুট চওড়া চলার পথ, দক্ষিণে: দাগ নং ১৭১ , পূর্বে : চলার পথ, পশ্চিমে : চলার পথ সমন্বিত।	২৭,৯৯,৯১৫.৭৭ টাকা (সাতাশ লাখ নিরানব্বই হাজার নশো পনের টাকা এবং সাতাত্তর পয়সা) ৩১.০৭.২০১৯ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ৪৭,৯৫,০০০.০০ টাকা খ) ৪,৮০,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB6237020093 ঙ) নেই

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ৩০ অক্টোবর, ২০২৩ (৩০.১০.২০২৩) সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত (ক্রম নং ১ থেকে ১৫)
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ২২ নভেম্বর, ২০২৩ (২২.১১.২০২৩) সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত (ক্রম নং ১৬ থেকে ১৮)

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট **(www.mstcecommerce.com)** যা ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. কর্তৃক প্রদত্ত ব্যবস্থায় অনলাইন ডাকে অংশগ্রহণের জন্য দেখুন। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪** কল করুন এবং অন্যান্য সহায়তার জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্ক থেকে নম্বর পাওয়া যাবে। এমএসটিসি লি.-এর সহিত রেজিস্ট্রেশনের অবস্থান জানতে, ই-এমডি অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ibapifin@mstcecommerce.com** দেখুন।
সম্পত্তির বিস্তারিত, সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন https://ibapi.in এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ সহায়ক নম্বর "**১৮০০-১০২-৫০২৬**" এবং "**০১১-৪১১০৬১৩১**" যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের সম্পত্তির বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করতে যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** প্রদত্ত এবং **www.mstcecommerce.com** দেখুন।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/অংশীদার(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ১৪.১০.২০২৩
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ফ্রান্সের স্কুলে জিহাদি হামলায় খুন শিক্ষক

প্যারিস, ১৩ অক্টোবর: আবারও ফ্রান্সের স্কুলে জিহাদি হামলা। ছুরি মেরে খুন করা হল এক শিক্ষককে। আহত বেশ কয়েকজন। বিবিসি সূত্রে খবর, শুক্রবার স্থানীয় সময় সকাল ১১টা নাগাদ উত্তর ফ্রান্সের আরাস অঞ্চলের গামবেট্টা নামের একটি স্কুলে ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই দুষ্কৃতী 'আল্লা হু আকবর' ধ্বনি দিতে দিতে স্কুলে প্রবেশ করে। তার পরই এলোপাথাড়ি ছুরি চালাতে শুরু করে। যার জেরে প্রাণ হারান এক শিক্ষক। যিনি ওই স্কুলে ফ্রেঞ্চ ভাষার পাঠ দিতেন। ওই আততায়ীর ছুরির আঘাতে গুরুতর আহত হয়েছেন আরও এক শিক্ষক। এছাড়াও আরও কয়েকজনের আহত হওয়ার খবর মিলেছে। ইতিমধ্যেই ওই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আটক করা হয়েছে তার ভাইকেও। পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে বলেও জানিয়েছে পুলিশ।

স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, হামলাকারীর বয়স কুড়ির কাছাকাছি। সেই ওই স্কুলেরই প্রাক্তন ছাত্র। এমনকী নিহত শিক্ষক স্যামুয়েল পি হত্যার স্মৃতি উস্কে এই যুবকও চেচেন সম্প্রদায়ের। এদিন ঘটনার পর স্কুল পরিদর্শনে যান ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। ঘটনায় হতাহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্যারিসের জাতীয় অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, ২০২০ সালের অক্টোবরের ১৬ তারিখ প্যারিসের বুকে এক শিক্ষককে মাথা কেটে খুন করে এক চেচেন মুসলিম জঙ্গি। তাঁর 'অপরাধ', পড়ুয়াদের বাক স্বাধীনতার পাঠ দিতে হজরত মহম্মদের একটি ব্যঙ্গচিত্র দেখিয়েছিলেন তিনি। ওই ঘটনাকে 'ইসলামিক মৌলবাদের' স্বরূপ বলে তোপ দেগেছিলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। ওই শিক্ষককে নায়ক বলে মন্তব্য করেছিলেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট। হামলার ওই ঘটনার প্রেক্ষিতে 'ইসলামিক বিচ্ছিন্নতাবাদ' ও 'ইসলামিক সন্ত্রাসবাদী হামলা'র মতো শব্দও ব্যবহার করেন তিনি। তার পর থেকেই আসরে নেমে পরে মুসলিম দেশগুলো। এদিকে, ফরাসি প্রেসিডেন্টও সাফ বার্তা দিয়েছেন, কোনওভাবেই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে মাথা নত করবে না দেশ।

খুনের হুমকি খলিস্তানিদের, নিরাপত্তা বাড়ল বিদেশমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর: বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের নিরাপত্তা বাড়ানো হল। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রের সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, ওয়াই থেকে জেড ক্যাটেগরিতে উন্নীত করা হল বিদেশমন্ত্রীর নিরাপত্তা কভার। গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্টের ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। ফলে এবার থেকে জয়শংকরকে নিরাপত্তা দেবে সিআরপিএফ। এর আগে এই দায়িত্ব ছিল দিল্লি পুলিশের হাতে। কানাডার সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের টানাপোড়েনের মধ্যেই জয়শংকরের উপরে হামলা হতে পারে, সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই তাঁর নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে।

খলিস্তানি জঙ্গি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জর খুনে ভারতের হাত রয়েছে- কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর এই বিস্ফোরক মন্তব্যের পর থেকেই দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক কার্যত তলানিতে এসে ঠেকেছে। যদিও কানাডার বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন জয়শংকর, এমনটাই শোনা গিয়েছিল। তবে তার মধ্যেই কানাডায় একাধিক পোস্টার লাগিয়েছে খলিস্তানিরা। শিখদের শত্রু হিসাবে নরেন্দ্র মোদি, এস জয়শংকরের ছবি দিয়ে পোস্টার লাগানো হয়েছে। পোস্টারে সাফ বার্তা, শিখের শত্রুদের নিকেশ করে দিতে হবে।

এই পোস্টার প্রকাশ্যে আসতেই নড়েচড়ে বসে ভারতের গোয়েন্দা বিভাগ। সূত্রের খবর, জয়শংকরের উপর হামলার আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে গোয়েন্দা রিপোর্টে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই বাড়ানো হল বিদেশমন্ত্রীর নিরাপত্তা। ১২ জনেরও বেশি সদস্যের সিআরপিএফ দল থাকবে জয়শংকরের নিরাপত্তার দায়িত্বে। দেশের যেকোনও প্রান্তেই এই নিরাপত্তা পাবেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী।

ইজরায়েল থেকে ফিরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ভারতীয়দের

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর: যুদ্ধবিধ্বস্ত ইজরায়েল থেকে দেশে ফিরলেন আটকে পড়া ২১২ জন ভারতীয়। বৃহস্পতিবার রাতে ইজরায়েল থেকে বিমানে চেপে ফিরে আসেন। আতঙ্কের পরিস্থিতি থেকে ফিরে তাঁদের মত, আগে কোনোদিন এমন ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়নি। তবে নিরাপদে দেশে ফিরে ভারত সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তাঁরা। প্রসঙ্গত, ইজরায়েলে আটকে থাকা ভারতীয়দের উদ্ধার করতে অপারেশন অজয় শুরু করে কেন্দ্র সরকার।

গত শনিবার থেকে হামাসের হামলার পরে যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সেদেশে থেকে যাত্রীবাহী বিমান পরিষেবা একেবারে বন্ধ। উড়ান বন্ধ করে দেয় এয়ার ইন্ডিয়াও। ফলে আটকে পড়া ভারতীয়দের উদ্ধার করতে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হয় কেন্দ্র সরকারকে। শুরু হয় অপারেশন অজয়।

বৃহস্পতিবার রাতে ইজরায়েলে তেল আভিভ থেকে রওনা দেন ভারতীয়দের প্রথম দল। দিল্লিতে ফিরে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন তাঁরা। আটকে পড়া এক ছাত্র জানালেন, এর আগে কখনও এমন ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়নি। তবে ভারতীয় দূতাবাস পাশে ছিল। সবসময় যোগাযোগ ছিল। দূতাবাসের তরফেই সমস্ত আয়োজন করা হয়েছে। দিল্লি বিমানবন্দরে ভারতীয় স্বাগত জানাতে হাজির ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখর।

উল্লেখ্য, জেরুজালেম, তেল আভিভ-সহ ইজরায়েলের বিভিন্ন শহরে বসবাসকারী ভারতীয়দের সংখ্যা ১৮ হাজারের উপর। এঁদের মধ্যে কেউ তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী। কেউ চিকিৎসাক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত। কেউ আবার পড়ুয়া। গত শনিবার ভোররাতে প্যালেস্তিনীয় জঙ্গি গোষ্ঠী হামাসের রকেট হামলার পর থেকে শুরু হওয়া যুদ্ধের জেরে তাঁদের অনেকেই কার্যত গৃহবন্দি হয়ে পড়েছেন।

প্যারিসে প্যালেস্তাইনপন্থীদের মিছিল ছত্রভঙ্গ করল ফরাসি পুলিশ

প্যারিস, ১৩ অক্টোবর: হামাসের রকেট হামলার পর গাজা স্ট্রিপে আকাশ পথে ভয়াবহ বোমাবর্ষণ শুরু করেছে ইজরায়েল। তাতে গাজার সহস্রাধিক সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। প্রচুর হামাস জঙ্গিকেও নিকেশ করেছে ইজরায়েল সেনা। এই সংঘাতে বিশ্বের অনেক শক্তিশালী দেশ ইজরায়েলের পাশে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকা, ভারত ছাড়াও ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালি, জার্মানির মতো ইউরোপের দেশ ইজরায়েলের প্রতি নিজেদের সমর্থন জানিয়েছে। কিন্তু ওই সব দেশে কিছু অংশ নিরীহ গাজাবাসীর উপর ইজরায়েলের নির্বিচারে আক্রমণ বিরোধিতা করছেন। ইজরায়েলের এই ভয়াবহ আক্রমণের বিরোধিতা রাস্তায় নেমে করছেন তাঁরা। লন্ডন, প্যারিসের রাস্তায় ইতিমধ্যেই প্যালেস্তাইনের হয়ে সহানুভূতি দেখিয়ে মিছিল হয়েছে। সেই মিছিল কড়া হাতে দমন করল ফরাসি প্রশাসন। কাঁদানে গ্যাস ছুড়ে, জলকামান দেগে, লাঠিচার্জ করে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করেছে ফরাসি পুলিশ।

হামাসের রকেট হামলার পরই ইজরায়েলের প্রতি সমর্থনের কথা ঘোষণা করেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইম্যানুয়েল ম্যাক্রোঁ। এর পর ফ্রান্সের ইন্টেরিয়র মিনিস্টার ফ্রান্সের মাটিতে প্যালেস্তাইনপন্থী প্রতিবাদ মিছিলে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। তার পরই প্যারিসের রাস্তায় ভিড় জমিয়েছিলেন প্যালেস্তাইনপন্থী বিক্ষোভকারীরা। সেই জমায়েত লাঠিচার্জ করে হঠিয়েছে প্যারিসের পুলিশ।

ইজরায়েল ইহুদি প্রধান দেশ। অন্যদিকে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের বাসস্থান প্যালেস্তাইন। তাই বিশ্বের মুসলিম সম্প্রদায়ের বড় অংশ প্যালেস্তাইনের প্রতি সহানুভূতিশীল। তারা ইজরায়েলের হামলার বিরুদ্ধে সরব। ফ্রান্সে মুসলিম জনসংখ্যা নেহাতই কম নয়। আবার প্রচুর ইহুদিও থাকেন সেখানে। ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন যুদ্ধ নিয়ে চাপা উত্তেজনাও রয়েছে সে দেশে। কিন্তু এই ধরনের প্রতিবাদ মিছিল সে দেশের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করতে পারে বলে আশঙ্কা ফরাসি প্রশাসনের। তাই কোনও ঝুঁকি না নিয়ে তা দমন করছে ম্যাক্রোঁর প্রশাসন।

বৈঁক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
হাওড়া জোনাল অফিস, রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
৫, বিটিএম সরণি, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০০১ ফোন-০৩৩২২৬২৩৫২৮/৩৫৩৩

পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নে বর্ণিত তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক নিম্নে বর্ণিত প্রতিটি একাউন্ট এর সাপেক্ষে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাগণ কে উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতাগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদার/বন্ধকদাতাগণ ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত পরিসম্পদের দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নে বর্ণিত প্রতিটি একাউন্ট এর সাপেক্ষে বর্ণিত তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে উল্লিখিত অর্থ এবং তদুপরি সুদ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া -এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।
সুরক্ষিত সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, ঋণগ্রহীতা, নোটিশ এবং পাওনা ইত্যাদি।

শাখা/একাউন্ট এর নাম ও ঠিকানা/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণ	সম্পত্তির বিবরণ	সুরক্ষিত ডেট/বকেয়া পরিমান	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং বাস্তবিক দখলের তারিখ
শাখা: টেম্পল রোড **ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা:** **জনাব সেখ সুলতান আলী** গ্রাম- আকনাপুর, পোস্ট- মাদপুর, থানা- তারকেশ্বর, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৪১০	জমি এবং ভবন (দোতলা বিল্ডিং) এবং তার উপর নির্মাণ এবং ১২ ডেসিমেল /৫২৩২ বর্গফুট পরিমাপের প্লট ও তথায় থাকা ১২০০ বর্গফুট প্রথম তলায় এবং ১২০০ বর্গফুট ২য় তলায় আরসিসি বিল্ডিং এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যা মৌজা আকনাপুর, জেএল নং-৩৭, আরএস দাগ নম্বর -১৮৯১ এবং ১৮৯০ সংশ্লিষ্ট এলআর দাগ নং-১৯৩২ এবং ১৯৩১, এলআর খতিয়ান নং-১১৬৯ বালিগোরি-আই জিপির অধীনে, গ্রাম-আকনাপুর, পোস্ট-মাদপুর, থানা-তারকেশ্বর, হুগলি, ৭১২৪১০, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত **সেখ সুলতান আলী এর নামে।** **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** **উত্তরে:** সওকত আলীর জমি, **দক্ষিণে:** সাজিদ রহমান এর বাড়ি, **পূর্ব:** সাত্তার আলীর বাড়ি এবং ৬ ফুট প্রশস্ত কমন প্যাসেজ, **পশ্চিমে:** সাত্তার আলীর জমি দ্বারা।	**১২৬৯৫৬৫.৭১ টাকা** প্লাস তার উপর সুদ	**দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ :** ০৩.০৮.২০২৩ **প্রতীকী দখলের তারিখ:** ১০.১০.২০২৩

তারিখ: ১৪.১০.২০২৩
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হাওড়া জোন

বৈঁক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
বারাসত জোনাল অফিস
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর ১, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৬৪

বন্ধক রাখা স্বর্ণের গয়না/অলঙ্কার/মুদ্রার পাবলিক নিলামের জন্য বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা নিম্নোক্ত স্বর্ণ ঋণ গ্রহীতা, তাদের বৈধ উত্তরাধিকারী, স্বর্ণালঙ্কার/অলঙ্কার/মুদ্রার ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তি এবং সাধারণ জনগণের নজরে আনা হচ্ছে যে ব্যাঙ্কের বারংবার অনুস্মারক/নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা ব্যাংকের পাওনা ঋণ পরিশোধ করছেন না।
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হচ্ছে যে যদি তারা ০১.১১.২০২৩ এর মধ্যে তাদের সমস্ত বকেয়া স্বর্ণ ঋণ অ্যাকাউন্টে (আপ-টু-ডেট সুদ এবং সমস্ত খরচ চার্জ/খরচ সহ) জমা দিতে ব্যর্থ হয় তবে **০২.১১.২০২৩ তারিখে বিকাল ৪টা থেকে তাদের অঙ্গীকারবদ্ধ সোনার গয়না/অলঙ্কার/মুদ্রাগুলি ব্যাঙ্ক প্রেমিসেসে সর্বজনীন নিলামের জন্য রাখা হবে**। এর জন্য, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের কোনো অসুবিধা বা ক্ষতির জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না এবং এই বিষয়ে কোনো ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে কোনো অভিযোগ বা প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করা হবে না।
বিডে অংশ নিতে আগ্রহী ব্যক্তিদের বায়না অর্থের জন্য **০২.১১.২০২৩ তারিখ দুপুর ২.০০টার আগে** শাখা ম্যানেজারের কাছে **৫০০/- টাকা (পাঁচশত টাকা মাত্র)** জমা দিতে হবে। চূড়ান্ত নিলামে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের অবশ্যই পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যেই ব্যাঙ্কে সম্পূর্ণ অর্থ জমা করতে হবে, তা না হলে ব্যাঙ্কে জমা করা তাদের বায়না বাজেয়াপ্ত করা হবে। যদি বিডিং মূল্য কম বা অপর্যাপ্ত বলে পরিলক্ষিত হয় তাহলে ব্যাঙ্ক কোনো কারণ না দেখিয়ে নিলাম বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে। অধিকন্তু, যদি প্রয়োজন হয়, ব্যাঙ্ক উপরোক্ত নির্ধারিত নিলামের তারিখ, সময় বা স্থান পরিবর্তন করার বা কোনো কারণ না দেখিয়ে তা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

শাখার নাম	অ্যাকাউন্ট নং	ঋণগ্রহীতার নাম	ঠিকানা	পরিমাণ ও/এস ১৩.১০.২০২৩ অনুযায়ী	সোনার গ্রস ওজন
ব্যারাকপুর (যোগাযোগ নং : ৯৭৪৮২৮৪২০৪)	437877610000097	অজয় পাল	৭৭৯/১ পূর্ব সিঁথি রোড দক্ষিণ দমদম এম ঘুঘুডাঙ্গা	১৩৪৭৮ টাকা	৩.৮০ গ্রাম
গন্ধর্বপুর (যোগাযোগ নং : ৮৬৯৭৪০৪৮৬০)	432877610000858	মঞ্জু মন্ডল	স্বামী- সুশান্ত মন্ডল গ্রাম এবং পোঃঅঃ- আতুরিয়া, ২৪ পরগনা (উঃ)	৫৭১৯/- টাকা	৪.৫৫০ গ্রাম
সিলিন্দা (যোগাযোগ নং : ৭২৭৮৭৪৮২১৬)	422477610000484	সুশান্ত বিশ্বাস	পিতা হর কুমার বিশ্বাস গ্রাম বল্লভপুর পোঃঅঃ- হিংনারা থানা চাকদহ জেলা নদীয়া	১০৭৪৭২/- টাকা	৪০.১০০ গ্রাম
সিলিন্দা (যোগাযোগ নং : ৭২৭৮৭৪৮২১৬)	422477610000485	নীলরতন মজুমদার	পিতা- নীরোদ মজুমদার গ্রাম- মেদের মাঠ পোঃঅঃ- হিংনারা জেলা- নদীয়া	৪৫৬৪৯/- টাকা	২৫.০০০ গ্রাম
সোদপুর (যোগাযোগ নং : ৯৮৭৪১৯৭০৩১)	414877610000113	ঝর্না ঘোষ	স্বামী প্রশান্ত ঘোষ তারাপুকুর যুগবাণী আগরপাড়া	১৬৫৬৩৯/- টাকা	১৬৭.৯ গ্রাম
দমদম (যোগাযোগ নং : ৮০১৭০৯৫৯৪২)	414173710000062	রবি শংকর সিং	৮৬, আর.এন. গুহ রোড (২য় তল) গোলপার্ক, দক্ষিণ দমদম	২৩৫৭০/- টাকা	৭.১৪ গ্রাম
ঝিনকা (যোগাযোগ নং : ৯৯০৩৬৪৮৬১৬)	437577610001230	তৌসিফ কামাল মন্ডল	পিতা জালালউদ্দিন পাইদা ঝুরুলি জেলা উত্তর ২৪ পরগনা	৪৭৯১৫/- টাকা	৪৩.৯৩ গ্রাম

তারিখ : ১৪/১০/২০২৩
স্থান : বারাসত
স্বা/- জোনাল ম্যানেজার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

इंडियन बैंक Indian Bank इलाहाबाद ALLAHABAD

জোনাল অফিস: বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪২ ১০১
ই-মেইল: z184@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ ধার্যকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার **প্রতীকী দখল** নিয়েছেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)** -এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে **"যেখানে যেমন আছে"**, **"সেখানে যা আছে"**, এবং **"সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে"**, আগামী **২২.১১.২০২৩** তারিখে বিক্রি করা হবে নীয়ে উল্লিখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে উল্লিখিত পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য, যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)**-এর প্রাপ্য।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমা গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	**ক) ১. ঋণগ্রহীতা- মেসার্স জলি এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী- অমিত দত্ত** গ্রাম - পোপাড়া, পোস্ট ও থানা - সাগরদিঘি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ২২৬, পশ্চিমবঙ্গ। **২. ঋণগ্রহীতা / মালিক তথা বন্ধকদাতা- অমিত দত্ত,** পিতা দিনেন্দ্র কুমার দত্ত গ্রাম - নবগ্রাম, পোস্ট ও থানা- নবগ্রাম, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১৮৪, পশ্চিমবঙ্গ। **৩. জামিনদার- শ্রী দিনেন্দ্র কুমার দত্ত** গ্রাম - পোপাড়া, পোস্ট ও থানা - সাগরদিঘি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২২২৬, পশ্চিমবঙ্গ। **খ) সাগরদিঘী শাখা**	**সম্পত্তি ১:** জমি এবং ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল - মৌজা চানক এ, জেএল নং ৫২, এল.আর. খতিয়ান নং ৮০৫, এল.আর. প্লট নং ১০৬১, প্রকৃতি - বাড়ি, গ্রাম- নবগ্রাম, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৮৪, পশ্চিমবঙ্গ, জমির মোট এলাকা- ১০.০০ ডেসিমেল, শিরোনাম দলিল নং আই-২১৬৮/২০০৮ তারিখ ৩১/০৭/২০০৮ এডিএসআর-নবগ্রাম, মুর্শিদাবাদ এর অফিসে নিবন্ধিত বই নং ১, ভলিউম নং ৬, পৃষ্ঠা ১৭১০ থেকে ১৭২০ পর্যন্ত। **সম্পত্তিটি আছে অমিত দত্তের নামে। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- পুকুর, দক্ষিণ- সাধারণ পথ, পূর্ব-পূর্ণেন্দু ঘোষের সম্পত্তি, পশ্চিম- অন্যদের সম্পত্তি। **সম্পত্তি ২ :** মৌজা - পোপাড়া, জেএল নং ৮৮, এলআর খতিয়ান নং ৫৮৫৩, এলআর প্লট নং ২৮১০, প্রকৃতি -বাড়ি, গ্রাম - পোপাড়া, পোস্ট- ও থানা - সাগরদিঘি, সাগরদিঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ২২৬ এ খালি জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল -জমির মোট এলাকা ৩.০০ ডেসিমেল, শিরোনাম দলিল নং ১৩১/২০১৪ তারিখ ০৯.০১.২০১৪, এডিএসআর অফিসে নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি আছে অমিত দত্তের নামে। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- রাস্তা, দক্ষিণ- অনুপ ঘোষের সম্পত্তি, পূর্ব- সুচি বিশ্বাসের খালি জমি, পশ্চিম- মিলি বসু নিয়োগীর খালি জমি।	**৫৫,৭২,৫৬১.৯৩ টাকা** (পঞ্চান্ন লক্ষ বাহাত্তর হাজার পাঁচশ একষট্টি টাকা তিরানব্বই পয়সা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ২৮,৯২,৪৭৪.৮৯ টাকা + ২৬,৮০,০৮৭.০৪ টাকা) ১২.১০.২০২৩ অনুযায়ী তদুপরি সুদ/চার্জ এবং তার উপর খরচ।	**সম্পত্তি ১ :** **ক) ১১.২৫ লক্ষ টাকা (*)** (এগারো লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ১.১৩ টাকা** (এক লক্ষ তেরো হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০/- টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB113022210851** **ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল** **সম্পত্তি ২ :** **ক) ৮.১০ লক্ষ টাকা (*)** (আট লক্ষ দশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ০.৮১ টাকা** (একাশি হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০/- টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB113022210852** **ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**
২.	**ক) ১.মেসার্স মা অম্বিকা কনস্ট্রাকশন (ঋণগ্রহীতা)** গ্রাম - কাঠেরপাড়া, পোস্ট-আহেরীপাড়া, থানা - সাগরদিঘি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ১০৩। **২. শ্রী সৌমেন বিশ্বাস (সহ-ঋণগ্রহীতা তথা অংশীদার)** পিতা- শিবনাথ বিশ্বাস নং ২৮ গংধর কবিরাজ লেন, পোস্ট- খাগড়া, থানা - বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পঃবঃ, পিন - ৭৪২ ১০৩। **৩. শ্রী রাকেশ সরকার (সহ-ঋণগ্রহীতা তথা অংশীদার)** পিতা- রঞ্জিত সরকার নং ৬২/১, কুমার দুর্গানাথ লেন, সায়দাবাদ, পোস্ট- খাগড়া, থানা -বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ১০৩। **৪. শ্রী সুদীপ বিশ্বাস (বন্ধকদাতা তথা জামিনদার)** পিতা- সৌমেন বিশ্বাস নং ২৮ গংধর কবিরাজ লেন, পোস্ট- খাগড়া, থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পঃবঃ, পিন - ৭৪২ ১০৩। **খ) রঘুনাথ গঞ্জ শাখা**	৭.০০ ডেসিমেল পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং তার উপর বিল্ডিং সহ, **শ্রী সুদীপ বিশ্বাসের নামে** বিক্রয় দলিল নং আই-১০৯৩৪/০৯ তারিখ ১৫.১২.২০০৯, সায়দাবাদ মৌজার অধীনে, পোস্ট- খাগড়া, থানা - বহরমপুর, এল.আর. খতিয়ান নং ১০৯৩৯, এল.আর. প্লট নং ১৯৩৮, জেএল নং ১০০ এডিএসআর বহরমপুর, মুর্শিদাবাদে নিবন্ধিত। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- উত্তম দাসের সম্পত্তি, দক্ষিণ- ৬ ফুট চওড়া পৌরসভা রোড, পূর্ব- সাবিত্রী ঘোষের সম্পত্তি, পশ্চিম- সন্তোষ ঘোষের সম্পত্তি।	**৫০,৭০,৮২৭.৬২ টাকা** (পঞ্চাশ লক্ষ সত্তর হাজার আটশো সাতাশ টাকা এবং বাষট্টি পয়সা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ৩০,৮৭,৬৯৪.১৬ টাকা + ১৯,৮৩,১৩৩.৪৬ টাকা) ১২.১০.২০২৩ অনুযায়ী তদুপরি সুদ/চার্জ এবং তার উপর খরচ।	**ক) ৩৪.০২ লক্ষ টাকা (*)** (চৌত্রিশ লক্ষ দুই হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৩.৪১ টাকা** (তিন লক্ষ একচল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30094387766** **ঙ) আমাদের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হওয়া উচিত

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ - ২২.১১.২০২৩; সময় - দুপুর ০১.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্দানকারীর প্ল্যাটফর্ম : (১) www.indianbank.co.in (২) https://www.ibapi.in (৩) https://wwwmstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার এমএসটিসি লিঃ -এর ওয়েবসাইট (www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi) দেখুন। টেকনিক্যাল সাহায্যের জন্য **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩ ২৩৪০০০২০ / ২৩৪০০০২১ / ২৩৪০০০২২** এবং সার্ভিস প্রোভাইডারদের অন্য চালু হেল্পলাইন নম্বরে অনুগ্রহ করে ফোন করুন। এমএসটিসি লিঃ -এর সাথে রেজিস্ট্রেশন স্টেটাস **ibapiop@@mstcecommerce.com**, ইএমডি স্টেটাস জানার জন্য **ibapifin@@mstcecommerce.com** -এ অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন। সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বিশদ তথ্যাদি এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়মাবলী ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **https://ibapi.in** দেখুন এবং এই পোর্টাল সংশ্লিষ্ট কোনও সংশয় দূরীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর **"১৮০০১০২৫০২৬"** এবং **"০১১-৪১১০৬১৩১"** -এ যোগাযোগ করুন।
বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** -এ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির আইডি নং ব্যবহার করুন।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা (গণ)/ জামিনদার(গণ)/ অংশীদার(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ১৩.১০.২০২৩ / স্থান : বহরমপুর
অনুমোদিত অফিসার / ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

पंजाब नैशनल बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking) Oriental United

সার্কেল সস্ত্র : হুগলী
২৩এ, রাই এম. সি. লাহিড়ী বাহাদুর স্ট্রিট,
পোঃঅঃ - শ্রীরামপুর, হুগলী (পঃবঃ), পিন-৭১২২০১
ইমেল আইডি: cs8240@pnb.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর ৮(৬) এবং ৯(১) বন্দোবস্তের অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) -কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের** (সুরক্ষিত ঋণদাতা) কাছে বন্ধক / চার্জ করা নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার দখল (প্রতিটি সম্পত্তির বিপরীতে উল্লিখিত বাসস্তবিক / গঠনমূলক / প্রতীকী) **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের** অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক নেওয়া হয়েছে, সেগুলি **"যেখানে আছে"**, **"যা কিছু আছে"**, এবং **"যা কিছু আছে"** ভিত্তিত্তে বিক্রি করা হবে নীচে উল্লিখিত তারিখগুলিতে, ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারদের কাছ থেকে বকেয়া এবং আরও সুদ, চার্জ এবং খরচ ইত্যাদি, ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য। প্রতিটি সম্পত্তির জন্য সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না অর্থ জমার (ইএমডি) পরিমাণ নীচে সরবরাহ করা হয়েছে।
ওয়েব পোর্টালে (**https://www.ibapi.in**) প্রদত্ত ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী বিক্রয়টি করবেন। সাধারণ জনগণকে ব্যক্তিগতভাবে বা যথাযথভাবে অনুমোদিত এজেন্টের মাধ্যমে দরপত্র দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়।

ক্র. নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) -এর নাম ও ঠিকানা	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/মালিকের নাম (সম্পত্তি(সমূহ)-র বন্ধকদাতা)	ক) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ গ) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(৪) অধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের ধরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লক্ষ টাকায়) খ) ইএমডি (ইএমডি জমার শেষ তারিখ) গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ	ই-অকশনের তারিখ এবং সময়
১.	**ক) কেওটা লাটবাগান শাখা** **খ) শ্রী নারায়ণ চন্দ্র দাস,** **গ) নিবেদিতা দাস (ভট্টাচার্য)** উভয়েরই ঠিকানা- কোদালিয়া, ব্যান্ডেল, হুগলী, পঃবঃ, পিন - ৭১২ ১২৩। **এছাড়াও এখানে-** ফ্ল্যাট নং ৩এ, ৪র্থ তলা শ্রী দুর্গা অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং ১৯/১৪, মহল্লা বালি (পূর্ব), থানা-চুঁচুড়া, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২ ১০২।	কমবেশি ৪৯৯ বর্গফুট পরিমাপের আবাসিক ফ্ল্যাট সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল মৌজা বালীতে অবস্থিত, জেএল নং ০৯, এলআর খতিয়ান নং ৫৪৯১ এবং ৫৪৯২, এলআর দাগ নং ৩৫৮২, আরএস দাগ নং ২৫৭২, ফ্ল্যাট নং ৩এ চতুর্থ তলায় 'শ্রীদুর্গা অ্যাপার্টমেন্ট', ১৯/ ১৪, হুগলী চুঁচুড়া পৌরসভার পরিধির মধ্যে ০৯ নং ওয়ার্ডের অধীনে মহল্লা বালি (পূর্ব), থানা- চুঁচুড়া, জেলা - হুগলী, **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- বনবিহারী দাসের বাড়ি, দক্ষিণ- বাদামতলা লেন, পূর্ব- ৪০ ফুট চওড়া রায় বাহাদুর সতীশ চন্দ্র মুখার্জি রোড, পশ্চিম- প্রয়াত সুনীতি কুমার মুখার্জির খালি জমি এবং অন্যান্য। এডিএসআর - চুঁচুড়া এ নিবন্ধিত, ২০১২ সালের দলিল নং ০১০৫৯ হচ্ছে, বই-১, সিডি ভলিউম নং ৪, পৃষ্ঠা ৮১২ থেকে ৮৩৭ পর্যন্ত । **শ্রীমতী নিবেদিতা দাস এর মালিকানাধীন সম্পত্তি,** স্বামী- শ্রী নারায়ণ চন্দ্র দাস। **সম্পত্তি আইডি- PUNB11646255002**	ক) ১৬.০২.২০১৭ খ) ৫,৭৩,৮৫৩.০০ টাকা সহ তদুপরি সুদ। গ) ২১.০২.২০১৮ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ১০.৫৭ লক্ষ টাকা খ) ১.০৬ লক্ষ টাকা (৩০.১০.২০২৩) গ) ০,১০ লক্ষ টাকা	৩১.১০.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা
২.	**ক) মাখলা শাখা** **খ) মেসার্স প্যারাডাইস টি কোং স্বত্বাধিকারী- শ্রী তাপস ভৌমিক** ফ্ল্যাট নম্বর ডি-৪/ডি, (ভার্মা ফ্ল্যাট) ৩৫, লরেন্স স্ট্রিট, উত্তরপাড়া, হুগলী, পিন - ৭১২ ২৫৮। **গ) শ্রী তাপস ভৌমিক** পূর্বচুপি মহাশয় পাড়া, পূর্বস্থলী, বর্ধমান	১৮৫ বর্গফুট (সুপার বিল্ট এলাকা) পরিমাপের একটি ভবনের প্রথমতলায় একটি দোকান নং ৬ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল মৌজা - ভদ্রকালী, জেএল নং ৯, আরএস দাগ নং ১৫৩২, আরএস খতিয়ান নং ১৭৬৪, তৌজি নং ৩৮৭৬, হোল্ডিং নং ৮৭, সম্ভু দাশগুপ্ত সরণি, উত্তরপাড়া কোতরং পৌরসভার সীমার মধ্যে থানা -উত্তরপাড়া, জেলা - হুগলী। ডিএসআর হুগলীর অফিসে নিবন্ধিত, ২০০৩ সালের দলিল নং আই-১৪৫৫, ভলিউম নং ৩৯, পৃষ্ঠা নং ১৫৭ থেকে ১৮০। **সম্পত্তিটি শ্রী তাপস কুমর ভৌমিক এর নামে** পিতা-শ্রী অনিল চন্দ্র ভৌমিক। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে - বিল্ডিংয়ের ভিতরের সাধারণ প্যাসেজ, দক্ষিণে - বিল্ডিংয়ের বাইরের প্যাসেজ, পূর্বে - কমন প্যাসেজ, পশ্চিমে - দোকান নং ৫। **সম্পত্তি আইডি: PUNB09964066001**	ক) ২২.১১.২০০৭ খ) ৩,৪৭,৩৬৯.৩৫ টাকা সহ তদুপরি সুদ। গ) ২২.০৭.২০২২ ঘ) বাস্তবিক দখল	ক) ৩.৬৬ লক্ষ টাকা খ) ০.৩৭ লক্ষ টাকা (৩০.১০.২০২৩) গ) ০,১০ লক্ষ টাকা	৩১.১০.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা
৩.	**ক) কেওটা লাটবাগান শাখা** **খ) শ্রী রুপম চক্রবর্তী,** পিতা- শ্রী রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী **গ) শ্রীমতি বীথি চক্রবর্তী (চট্টোপাধ্যায়)** **উভয়েরই ঠিকানা-** দক্ষিণায়ন, লেন নং ৬, চুঁচুড়া, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২ ১০২। **এছাড়াও এখানে-** ফ্ল্যাট নং এ/২/এ ব্লক এ সুকসারি, সুকসনাতন তলা মেইন রোড, পোস্ট এবং থানা - চন্দননগর, জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২ ১৩৬।	৩য় তলায় আবাসিক ফ্ল্যাট নং 'এ/২/এ' এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল পরিমাপ ৮৯৩ বর্গফুট(কমবেশি) সুপার বিল্ট আপ এলাকা বিল্ডিংয়ের সাধারণ অংশের আনুপাতিক অংশ এবং অবিভক্ত অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ এবং 'সুক সারি' নামে ফ্ল্যাট বিল্ডিংয়ের জমির শেয়ার সহ, হোল্ডিং নং ২২৩ (পুরানো) এবং ২৭৭ (নতুন), ওয়ার্ড নং-১৪, সুখ সনাতনতলা রোড, মৌজা - চন্দননগর, জেএল নং ১, আরএস দাগ নং ৩০৮, এলআর দাগ নং ৫২২, আরএস খতিয়ান নং ১৭৫, এলআর খতিয়ান নং ১১২, ৪৫৫/১, ২৩৬, ৮২, ০৩৭ এবং চন্দননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে, থানা- চন্দননগর, জেলা , হুগলী তে অবস্থিত। **সম্পত্তি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- সুখ সনাতনতলা মেইন রোড, দক্ষিণ- অন্যদের বাড়ি, পূর্ব- অন্যদের বাড়ি, পশ্চিম- ক্লাবের সম্পত্তি। এডিএসআর, চন্দননগর অফিসে নিবন্ধিত, ২০১৬ সালের ডিড নং আই-০৬০৪০১১৫৬, বই নং আই, ভলিউম নং ০৬০৪-২০১৬, পৃষ্ঠা নং ২৩৯২১ থেকে ২৩৯৬৮, পৃষ্ঠা নং ২৩৯২১ থেকে ২৩৯৬৮ পর্যন্ত। **সম্পত্তির নামে– শ্রী রূপম চক্রবর্তী,** পিতা- শ্রী রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও **শ্রীমতী বীথি চক্রবর্তী,** স্বামী- শ্রী রূপম চক্রবর্তী। **সম্পত্তি আইডি: PUNB41935959002**	ক) ২৪.১১.২০২০ খ) ২৭,২২,১৯০.৯৬ টাকা সহ তদুপরি সুদ। গ) ০৩.০৩.২০২১ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ১৭.৯২ লক্ষ টাকা খ) ১.৮০ লক্ষ টাকা (৩০.১০.২০২৩) গ) ০,১০ লক্ষ টাকা	৩১.১০.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা
৪.	**ক) শ্রীরামপুর (ই-ইউবিআই) শাখা** **খ) মেসার্স সাহাপুর কোল্ড স্টোরেজ** গ্রাম ও পোস্ট - চাঁপাডাঙ্গা, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১২৪০১। **গ) ১. শ্রী শোভন লাল ঘোষ** **২. শ্রীমতী ভবানী ঘোষ** **উভয়েরই ঠিকানা-** কাটগোরা, খানপুর, গুড়াপ, জেলা - হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১২ ৩০৮। **৩. শ্রী শ্রীমন্ত ব্যানার্জী,** দক্ষিণ রসুলপুর হরিণখোলা-২, আরামবাগ, জেলা-হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১২৪১৩।	**সাহাপুর কোল্ড স্টোরেজ -এর নামে** থাকা ১.৬৮ একর জমি এবং কোল্ড স্টোরেজ ইউনিটের বিল্ডিং এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, গ্রাম - সাহাপুর, পোস্ট - পার্বতপুর, থানা- জামালপুর, জেলা - বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, জে.এল. নং ১০২ আরএস দাগ নং ৪৩১,৪৩২ এবং ৪৩৫, এলআর দাগ নং ৫০৭ এবং ৫১১ এর অধীনে খতিয়ান নং ১৮৫৭, ৯২১, ৯২২, ১৮৫৮ এবং ১৮৬০ এর অধীনে মৌজা - সাহাপুরের অধীনে, পাড়াতল-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের এক্তিয়ারের মধ্যে, থানা- জামালপুর, জেলা - বর্ধমান। **সম্পত্তি আইডি: PUNB60241256002**	ক) ১৮.০৩.২০২০ খ) ৯,৫২,৫৯,১১৯.২৫ টাকা **৩১.১২.২০১৯** তারিখ অনুযায়ী সহ তদুপরি সুদ। গ) ০৯.১২.২০২০ ঘ) বাস্তবিক দখল	ক) ৫৬৩.৫০ লক্ষ টাকা খ) ৫৬.৩৫ লক্ষ টাকা (৩০.১০.২০২৩) গ) ০,৫০ লক্ষ টাকা	৩১.১০.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা
৫.	**ক) সিঙ্গুর শাখা** **খ) মেসার্স শ্রী গুরু মেডিকেল হল স্বত্বাধিকারী- শ্রী বাপন রায়** পিতা- শ্রী অজিত রায়, গ্রাম ও পোস্ট - কামারকুন্ডু, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৪০৭। **গ) শ্রী বাপন রায়,** গ্রাম ও পোস্ট - কামারকুন্ডু, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২ ৪০৭।	**শ্রী বাপন রায়ের নামে** ০.০২ একর জমি ও বিল্ডিং এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, এলআর খতিয়ান নং ৬৪০৪ (জেএল নং ১৩), এলআর দাগ নং ১৩৯০, মৌজা - গোপাল নগর, থানা- সিঙ্গুর, জেলা - হুগলী, ২০১২ সালের বিয়িং ডিড নং ১৫৬৩ বই নং ১, সিডি ভলিউম নং ২, পৃষ্ঠা নং ২৪২৬ থেকে ২৪৩৭, এডিএসআর সিঙ্গুর, হুগলী। **সম্পত্তি আইডি: PUNB47607782005**	ক) ০৫.০৫.২০১৬ খ) ১২,৫৮,২৩৭.০০ টাকা সহ তদুপরি সুদ। গ) ২৪.১০.২০১৯ ঘ) বাস্তবিক দখল	ক) ১৩.১৮ লক্ষ টাকা খ) ১.৩২ লক্ষ টাকা (৩০.১০.২০২৩) গ) ০,১০ লক্ষ টাকা	৩১.১০.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা

-: নিয়ম ও শর্তাবলী :-
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের নিয়ম এবং শর্তাদি অধীনে এবং নিম্নোক্ত শর্তাধীনেও
১. সম্পত্তি বিক্রি করা হবে '**যেখানে যেমন ঠিকানা ভিত্তিতে**' এবং '**যেখানে যা ঠিকানা ভিত্তিতে**' এবং '**যেমন ঠিকানা ভিত্তিতে**'।
২. উপরে উল্লিখিত তফসিলে উল্লিখিত সুরক্ষিত মূল্যায়নের বিবরণগুলি অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম তথ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, তবে অনুমোদিত অফিসার এই ঘোষণায় কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বিভ্রান্তির দ্বারা জবাবদিহি করতে পারবেন না।
৩. বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম এর ওয়েবসাইট: **https://www.mstcecommerce.com** মাধ্যমে ৩১.১০.২০২৩ তারিখ সকাল ১১:৩০টা থেকে বিকাল ৩:৩০টা পর্যন্ত।
৪. **সম্পত্তির পরিদর্শন : ২৯.১০.২০২৩ (দুপুর ২.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত)**
৫. সংশ্লিষ্ট বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন: **www.ibapi.in, https://www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/publish/app এবং www.pnbindia.in**

তারিখ : ১৩.১০.২০২৩ / স্থান: শ্রীরামপুর
অনুমোদিত অফিসার /পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

মাটি তোলার সরকারি অনুমতিতে দারকেশ্বর নদ থেকে যন্ত্র দিয়ে দেদার বালি তোলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ছিল মাটি কাটার অনুমতি। আর সেই অনুমতি দেখিয়েই রীতিমত পে লোডার লাগিয়ে নদীর পাড় ও পাড় সংলগ্ন নদী বক্ষ থেকে বালি সরিয়ে ফেলা হচ্ছে বলে অভিযোগ। এমন ঘটনায় রীতিমতো ক্ষোভে ফুঁসছেন নদী তীরবর্তী বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষ। স্থানীয়দের আশঙ্কা, এভাবে নদীর পাড় থেকে বালি সরিয়ে ফেলা হলে আগামী বর্ষাতেই বন্যায় ভেসে যাবে বেশ কয়েকটি গ্রাম। ঘটনাটি বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের ঘোড়াঘাট এলাকার। এই ঘটনায় স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্নের মুখে ভূমি দপ্তর ও প্রশাসনের ভূমিকা।

বর্ষার কারণে নদী বক্ষ থেকে আপাতত বালি উত্তোলন বন্ধ রেখেছে বাঁকুড়া জেলা প্রশাসন। সম্প্রতি কোতুলপুর আরামবাগ রাজ্য সড়কের ধারে টোল ট্যাক্স আদায়ের জন্য পূর্ত দপ্ত তরফে একটি ভবন নির্মাণের বরাত পায় একটি বেসরকারি ঠিকাদার সংস্থা। সেই ভবনের জন্য প্রয়োজন হয় নিচু জমি ভরাটের। আর সেই ভরাটের কাজ করার জন্য স্থানীয় ভূমি সংস্কার দপ্তরের কাছে মাটি কাটার অনুমতি নেয় বরাতপ্রাপ্ত সংস্থাটি। অভিযোগ, সেই অনুমতিপত্রকে কাজে লাগিয়েই বরাত পাওয়া ঠিকা সংস্থাটি দারকেশ্বর নদের পাড় ও পাড় সংলগ্ন এলাকা থেকে দেদার বালি উত্তোলন করে তা চড়া দামে বিক্রি করে দিচ্ছে অন্যত্র।

এভাবে যন্ত্রের সাহায্যে ট্রাক্টরের পর ট্রাক্টর বালি তুলে ফেলায় দারকেশ্বর নদের পাড়ে থাকা প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্ট বাঁধ লোপাট হওয়ার আশঙ্কা করছেন স্থানীয় মথুরাটপল, গৌড়, রানাহাট সহ নদ তীরবর্তী গ্রামগুলির মানুষ। তাঁদের দাবি, পাড় ও পাড় সংলগ্ন এলাকা থেকে অবৈধ ও অবৈজ্ঞানিক ভাবে যে ভাবে বালি উত্তোলন করে পাচার করা হচ্ছে, তাতে আগামী বর্ষায় দারকেশ্বরের বন্যায় গ্রামগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়তে পারে। ভূমি সংস্কার দপ্ত নাকের ডগায় কী ভাবে দিনের পর দিন এমন অবৈধ কাজ চলছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন এলাকার বাসিন্দারা। কোতুলপুর ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক জানিয়েছেন, মাটি তোলার অনুমতি নেওয়া থাকলেও নদী বক্ষ থেকে বালি তোলার কোনও অনুমতি ওই ঠিকা সংস্থাকে দেওয়া হয়নি। বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসন।

পুজোর মুখে ফাস্টফুডের দোকানে অভিযান ফুড সেফটি দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দুর্গা পুজোর মুখে বিভিন্ন হোটেল, রেস্তোঁরা, ফাস্টফুডের দোকানে অভিযান চালানো শুরু করল ফুড সেফটি দপ্তর। জেলা প্রশাসনের নির্দেশে শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে এই অভিযান। ইতিমধ্যে ইংরেজবাজার শহরে একটি বেকারি, তিনটি হোটেল, পাঁচটি ফাস্টফুডের দোকান এবং একটি নিমকি, চানাচুর তৈরির কারখানায় অভিযান চালিয়েছে ফুডসেফটি দপ্তরের অফিসাররা। হোটেলগুলিতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দেখে সেগুলি বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বেকারি বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। পাশাপাশি পাঁচটি ফাস্টফুডের দোকানের মধ্যে দুটি ফাস্টফুডের দোকানের বিরুদ্ধে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে।

অতিরিক্ত জেলাশাসক বৈভব চৌধুরী জানিয়েছেন, পুজোর মরশুমে বহু মানুষ প্রতিমা দর্শনের পাশাপাশি বিভিন্ন রেস্তোঁরা, হোটেল, ফাস্টফুডের দোকানে খাওয়া-দাওয়া করেন। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই এই তল্লাশি চালানোর কাজ শুরু করেছে ফুড সেফটি দপ্তর। ইতিমধ্যে ইংরেজবাজার শহরের দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মার্কেট, রাজমহল রোড, রবীন্দ্র অ্যাভিনিউ, রথবাড়ি এলাকার তিনটি হোটেল বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য কয়েকটি ফাস্টফুডের দোকানের বিরুদ্ধে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে। যতক্ষণ না পর্যন্ত স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। ততদিন সেইসব হোটেল, ফাস্টফুডের দোকান খুলতে পারবে না।

উল্লেখ্য, মালদার ইংরেজবাজার শহরেই দুর্গা পুজোর মরশুমে সব থেকে বেশি ভিড় করেন সাধারণ মানুষ। এই শহরেই সাড়ে ৩০০'র বেশি দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয়। যার মধ্যে প্রায় ৭০ টি দুর্গা পুজো বিগ বাজেটের রয়েছে। মালদা জেলার বাইরের বিহার, ঝাড়খণ্ড সহ অন্যান্য এলাকা থেকেও প্রতিমা দর্শনে বহু মানুষ ভিড় করেন। ইংরেজবাজার শহরে প্রতিমা দর্শনের পাশাপাশি অধিকাংশই মানুষ রাস্তার ফাস্টফুডের দোকানে অথবা হোটেলে, রেস্তোঁরায় খাওয়া-দাওয়া করেন। যার মধ্যে বিভিন্ন বয়সি মানুষেরাও থাকেন। সেই পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখেই ইংরেজবাজার শহরের কোন কোন এলাকায় ফাস্টফুডের দোকানগুলি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মধ্যে খাবার তৈরি করছে, হোটেলগুলির পরিবেশ কিরকম রয়েছে সেগুলিও তদারকি করে দেখছে ফুড সেফটি দপ্তর।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, যে তিনটি হোটেল, পাঁচটি ফাস্টফুডের দোকানে অভিযান চালানো হয়েছিল, সেখানকার ভোজ্য তেলের পরিস্থিতি দেখেই হতবাক হয়ে গিয়েছেন অভিযানকারী অফিসারেরা। একই তেলেই দীর্ঘদিন ধরেই রান্না করা হচ্ছে বলেও নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে জানতে পারেন ফুডসেফটি দপ্তরের অফিসাররা।

জেলা প্রশাসন সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, অভিযানকারী অফিসারদের হাতে একটি উন্নতমানের ভোজ্য তেলের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানোর মেশিন রয়েছে। যা দেখে মুহূর্তের মধ্যে বলে দেওয়া যায় ব্যবহৃত ভোজ্য তেলের গুণগত মান কি ধরনের এবং কতদিন ধরে এই তেলটিকে বারবার খাবারের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। এরকম পরিস্থিতির কয়েকটি রেস্তোঁরায় দেখ তে পেয়ে রীতিমতো হতবাক হয়েছেন অভিযানকারী ফুডসেফটি দপ্তরের কর্তারা। ইংরেজবাজার শহরের প্রথম অভিযানে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মার্কেট, রাজমহল রোড, রবীন্দ্র অ্যাভিনিউ, রথবাড়ি এই কয়েকটি এলাকায় অভিযান চালিয়েই তাতেই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের বিষয়টি উঠে এসেছে। অতিরিক্ত জেলাশাসক বৈভব চৌধুরী জানিয়েছেন, পুজোর মুখে সাধারণ মানুষ পরিবার নিয়ে প্রতিমা দর্শন করতে বেড়ান। বিভিন্ন ফাস্টফুড রেস্তোঁরা, হোটেলে খাওয়া দাওয়া করেন। কিন্তু কি পরিস্থিতিতে এবং কোন পরিবেশে খাবার তৈরি করা হচ্ছে তার গুণগতমান যাচাই করার জন্যই ফুড সেফটি দপ্তরের অফিসারেরা অভিযান শুরু করেছেন। ইতিমধ্যে তিনটি হোটেল বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দুটি ফাস্টফুডের দোকান এবং একটি বেকারিকেও আইনি নোটিশ জারি করা হয়েছে।

নো এন্ট্রিতে কর্তব্যরত সিভিককে মারধর ও হেনস্থার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির আরামবাগের হাসপাতাল রোডে ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য কর্তব্যরত সিভিক ভলেন্টিয়ারকে মারধর ও হেনস্থার অভিযোগে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। আহত সিভিক ভলেন্টিয়ারের নাম পলাশ ভট্টাচার্য।

অভিযোগ, হাসপাতাল রোডে নো এন্ট্রি থাকা সত্ত্বেও জোর করে মোটর বাইকে করে যাওয়ার চেষ্টা করেন স্থানীয় একজন। সিভিক ভলেন্টিয়ার আটকালে তাঁকে মারধর ও হেনস্থা করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনার সঙ্গে স্থানীয় যুবক শেখ রুবেলের নাম জড়িয়ে যায়। শেখ রুবেল নামক যুবক সিভিক ভলেন্টিয়ারকে মারধর করেন বলে অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে আরামবাগ ট্র্যাফিক পুলিশের আধিকারিক ও আরামবাগ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে এবং আহত সিভিক ভলেন্টিয়ারকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা করায়।

যদিও স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, ট্র্যাফিক পুলিশ অযথা এই রাস্তাকে আটকে রেখেছে। মোটরসাইকেল পর্যন্ত যেতে দিচ্ছে না। তা হলে কোন দিকে যাব, এই প্রশ্ন তোলেন তাঁরা। তাঁদের পালটা অভিযোগ, ট্র্যাফিক পুলিশ হেনস্থা করছে সাধারণ মানুষকে। বাড়ির সামনে ট্যাক্স দিয়ে গাড়ি রাখলেও ফাইন করা হচ্ছে। এমনই অভিযোগ করেন যুবক শেখ রুবেল। অপরদিকে স্থানীয় মানুষ শেখ ইসমাইল বলেন, রাস্তা দিয়ে যেতে দিচ্ছে না। সংকীর্ণ রাস্তায় দিয়ে চার চাকা যেতে দিচ্ছে না, ঠিক আছে। কিন্তু মোটর সাইকেল এবং সাইকেল যেতে দেবে না, এটা ঠিক নয়। অরাজকতা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। যদিও শেষ খবর পাওয়া পযন্ত পুলিশ কাউকে আটক করেনি। তবে বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

মহালয়ায় নস্টালজিয়া রেডিও, মেরামতির দোকানে প্রচুর ভিড়

বনস্পতি দে

উত্তরপাড়া: মহালয়া উপলক্ষে রেডিওর দোকানে প্রচুর ভিড়। রেডিও এখন প্রায় উঠে যেতে বসেছে কিন্তু মহালয়া আসলেই আবার রেডিওর কথা মনে পড়ে সাধারণ মানুষের। তখন রেডিওর খোঁজ পরে, তড়িঘড়ি রেডিও নিয়ে দোকানে ছুটে আসেন বেশ কিছু মানুষ। হুগলির উত্তরপাড়ার রামলাল দত্ত লেনে এরকম একটি রেডিওর দোকানে গিয়ে দেখা গেল টিভি রেডিও মেকানিক খুব ব্যস্ত রেডিও সারাতে। তখনই দু'জন কাস্টমার রেডিও নিতে আসলেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল তাঁরা মহালয়া শুনবেন বলে রেডিও নিতে এসেছেন।

রেডিও মেকানিক ধীমান দাস জানালেন, 'এই সময় প্রত্যেক বছর রেডিও মেরামতের খুব চাপ থাকে। যাঁরা আসেন, তাঁরা রেডিও শুনবেন মহালয়া বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের চণ্ডীপাঠ। আমরা ছোটবেলা রেডিওতে শুনতাম এখনও শুনি। নাওয়া খাওয়া ভুলে ধীমানবাবু কাজ করছেন রেডিও ঠিক করছেন।' তিনি আরও বলেন, 'যতই টিভি আসুক রেডিওর বিকল্প নেই, সেটা সাধারণ মানুষ আস্তে আস্তে বুঝতে পারছেন।' দোকানেই এক কাস্টমার কার্তিক বাবু জানালেন, 'প্রত্যেক বছর রেডিওতে মহালয়া শুনি। রেডিওটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল তাই সারাতে এসেছি। ছোটবেলায় খুব রেডিও শুনতাম। এখনও রেডিও শুনি।' আর এক প্রবীণ ব্যক্তি অমিত ঘোষ জানালেন, 'মহালয়া শুনব। রেডিও সারাতে দিয়েছি। রেডিওটা নিয়ে যাব, রেডিওর বিকল্প নেই। টিভিতে মহালয়া মানে যাত্রা দেখছি মনে হয়। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সুন্দর স্তোত্র পাঠ করতেন। সারা বছরই রেডিও শুনি।'

এবার এক ইঞ্চিতে টেরাকোটার দুর্গা বানিয়ে চমক বাঁকুড়ার গৃহবধূর

সৈয়দ মফিজুল হোদা

বাঁকুড়া: পুজোর আগে বাঁকুড়া শহরের বাসিন্দা অর্পিতা সরকার বানালেন এক ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের টেরাকোটার দুর্গা। ১ ইঞ্চির এই পূর্ণ প্রতিমাতে মা ছাড়াও রয়েছেন লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং কার্তিক, গণেশ।

বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর কিংবা পাঁচমুরার টেরাকোটার বিশেষ চাহিদা রয়েছে। বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজার আমল থেকে সংরক্ষিত আছে টেরাকোটার বিশেষ নিদর্শন। সেরকমই পাঁচমুরার ঘোড়া একপ্রকার জগৎ বিখ্যাত। এবার বাঁকুড়ার এই গৃহবধূ ঐতিহ্যবাহী টেরাকোটা বেছে নিয়ে বানালেন এক ইঞ্চির দুর্গা। এর আগে একটি আলপিনের মাথায় তিনি তৈরি করেছিলেন মা দুর্গার মুখ মণ্ডল, যার দৈর্ঘ্য ছিল এক সেন্টিমিটারের ১০ ভাগের ১ ভাগ। বাড়ির অন্যান্য কাজ ছাড়াও শিল্পের প্রতি বিশেষ টান রয়েছে অর্পিতা সরকারের। সেই টান থেকেই নতুন শিল্প ভাবনা নিয়ে আসেন তিনি। ১ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের টেরাকোটার মা দুর্গা বানিয়ে জেলায় তাক লাগিয়ে দিয়েছেন তিনি। মাত্র দু'দিন সময় ব্যয় করে তৈরি করেছেন এই অদ্ভুত সুন্দর মা দুর্গার প্রতিমা। কী ভাবে এত সুক্ষ শিল্পচর্চা করেন জানতে চাওয়ায় অর্পিতাদেবী বলেন, 'যা করি খালি চোখেই করি, আজ পর্যন্ত কোনও অসুবিধা হয়নি। যেকোনও বস্তুর মধ্যেই রয়েছে সৌন্দর্য্য। শিল্পীর চোখ সেই সৌন্দর্যকে খুঁজে নেবে এবং সেই কারণেই আমি অপ্রয়োজনীয় বস্তু দিয়ে শিল্পচর্চা করি।'

মা আসছেন, আর হাতে গোনা কয়েকটা দিন। চারিদিকে আগমনীর সুর শোনা যাচ্ছে। কাশ ফুলের সঙ্গে নীল আকাশের মতোই যেন বাঁকুড়ার এই গৃহবধূর তৈরি অপরূপ সুন্দর টেরাকোটার দুর্গা যেন সেই

আগমনীর বার্তা দিচ্ছে। দুই সন্তানের মা অর্পিতা বর্তমানে বাঁকুড়া শহরের কেন্দুয়াডিহির বাসিন্দা। যে কোনও বিশেষ উৎসবের আগে তিনি তৈরি করে থাকেন নজরকাড়া শিল্প। বিশেষ করে ক্ষুদ্র কিংবা সূক্ষ্ম শিল্পচর্চাগুলি বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করে। মূলত গৃহস্থের ঘরে যেসব জিনিস আর ব্যবহার করা হয় না সেই সব জিনিস দিয়েই তিনি শিল্পচর্চা করেন। পুজো আসার আগে অর্পিতার এই কর্মকাণ্ডে যথেষ্ট গর্বিত বাঁকুড়া জেলার মানুষ।

কৃষকদের মশারি, স্প্রে-সহ বিভিন্ন জিনিস প্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: শারদীয়ার প্রাক্কালে সুন্দরবনের কৃষকদের ডেঙ্গু প্রতিরোধে নতুন

উপহার হিসেবে মশারি, ফিনাইল, ব্লিচিং পাউডার, স্প্রে, সরঞ্জাম তুলে দিলেন তৃণমূল নেতা পূর্ণেন্দু বসু। সঙ্গে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ডেঙ্গু প্রতিরোধ জৈবসার ব্যবহার বিশেষ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

ডেঙ্গুর গ্রাফ উর্ধ্বমুখী হলেও বর্ষা বিদায় নেওয়াতে কিছুটা সস্তি বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তবে ডেঙ্গু নিয়ে যথেষ্ট সক্রিয় রাজ্য সরকার। সামনে শারদ উৎসব হওয়াতে রীতিমতো দুশ্চিন্তায় স্বাস্থ্য দপ্তর। উত্তর ২৪ পরগনায় ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা অনেক। তার মধ্যে রয়েছে কৃষকেরাও। এবার খোদ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কিষান ও ক্ষেতমজুর কমিটির সভাপতি পূর্ণেন্দু বসু সীমান্ত থেকে সুন্দরবনের দশটি ব্লকের কয়েকশো কৃষকদের সঙ্গে নিয়ে ডেঙ্গু প্রতিরোধ করার আহ্বান করেন। তাদের হাতে মশারি, ব্লিচিং পাউডার, স্প্রে মেশিন, ফিনাইল, একটি করে চারা গাছ তুলে দেন।

ফাইনান্সের টাকা শোধ না করেই গাড়ি বিক্রির অভিযোগে গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ফাইনান্সের টাকা শোধ না করেই গাড়ি বিক্রি করার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ঘটনাটি পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষের সেহারা বাজার এলাকার। শুক্রবার ওই ব্যক্তিকে খণ্ডঘোষ বাজার এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত ব্যক্তিকে শুক্রবার বর্ধমান জেলা আদালতে পেশ করে পুলিশ।

জানা গিয়েছে যে, ফাইনান্স কোম্পানির অধীনে গাড়ি কিনেছিলেন সেহারা বাজার এলাকার ধৃত ব্যক্তি। তাঁর নাম অনুপম দাস। গাড়ি কেনার পর কিস্তির টাকা ওই সংস্থাকে পরিশোধ করেননি বলে অভিযোগ। শুধু তাইই নয়, ফাইনান্সে গাড়ি কিনে গাড়িটির ঋণ শোধ না করে অন্য এক ব্যক্তিকে গাড়িটির বিক্রি করে দেন বলে অভিযোগ।

বেশিরভাগ ব্যাঙ্ক, অর্থনৈতিক সংস্থাগুলি গাড়ির মূল দাম কর সহ অন রোড দামের প্রায় ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ ঋণ হিসেবে দেয়। কিছু ব্যাঙ্ক বা সংস্থা তো ১০০ শতাংশ ফাইনান্সও করে। শুরুতে কোনও ডাউন পেমেন্ট না করেই গাড়ি কেনার ব্যবস্থাও করে দেয় অনেক কোম্পানি। কিন্তু ওই ফাইনান্স

সংস্থার সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে গাড়ি কিনে এবং তার ঋণ শোধ না করে তা বিক্রি করে দেওয়া সম্পূর্ণ বেআইনি বলেই জানিয়েছেন সংস্থার কর্মীরা। সেই কারণেই হাইকোর্টের দারস্থ হয় ওই বেসরকারি ফাইনান্স সংস্থা। সেই মতো উচ্চ আদালতের নির্দেশে অনুপম দাস নামক ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

ডেঙ্গু সচেতনতা বাড়াতে পদযাত্রায় স্কুল পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: কাটোয়ার ঘোড়ানাশে ডেঙ্গু সচেতনতা বাড়াতে পদযাত্রা করল স্কুল পড়ুয়ারা।

রাজ্যজুড়ে বাড়ছে ডেঙ্গু সংক্রমণ। কোথাও জমা জল জমতে দেওয়া যাবে না। রাতে ঘুমনোর সময় অবশ্যই মশারি ব্যবহার করতে হবে। যত্রতত্র ময়লা নোংরা আর্বজনা জঞ্জাল স্তূপাকৃতি করে ফেলে রাখা চলবে না। ঘরের ফুলের টবে বা

নর্দমায় টায়ারে জল জমিয়ে রাখা চলবে না। এইসব সচেতনতা অত্যন্ত জরুরি ডেঙ্গু প্রতিরোধে। শুক্রবার সকালে কাটোয়া ২ নং ব্লকের জগদানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোড়ানাশ অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শিক্ষক -শিক্ষিকাদের নেতৃত্বে জগদানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মীদের সহযোগিতায় ডেঙ্গু বিজয় অভিযানকে সামনে রেখে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে পদযাত্রা করেন। বিদ্যালয়ের সামনে থেকে ঘোড়ানাশ গ্রাম প্রদক্ষিণ করে স্কুলে এসে শেষ হয় পদযাত্রা।

স্কুল পড়ুয়ারা ডেঙ্গি সচেতনতায় এদিন প্লাকার্ড ফেস্টুন নিয়ে এদিন পদযাত্রায় সামিল হন।

শ্রীরামপুরের প্রাচীন বুড়ি দুর্গাপুজা ৪১৮ বছরে পদার্পণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির শ্রীরামপুরের অতি প্রাচীন বুড়ি দুর্গাপুজো। এই বছর ৪১৮ বছরে পদার্পণ করল এই বাড়ির দুর্গাপুজো। ঋকবেদের দেবী পুরাণ মতে পুজো হয়। মহালয়ার পরের দিন থেকেই এই পুজো শুরু হয়ে যায়। এখানে ঠাকুর হয় খেপ বাংলা চালায়। ঠাকুরের গায়ে থাকে ডাকের সাজ। এই পুজোর রীতিনীতি এখনও একই রকম ভাবে মেনে আসা হচ্ছে।

এখানে দেবী দুর্গা পূজিত হন বাড়ির মেয়ে রূপে। বাড়ির পাশেই গঙ্গা থাকার পরেও নবপত্রিকা স্নান হয় ঠাকুরদালানেই। অষ্টমীর দিন সন্ধিপুজোর সময় গোটা পরিবেশ প্রদীপের আলো ও পুজোর আচারে একেবারে এক আলোকময় চিত্র তৈরি করে। নবমীর দিন হয় কুমারী পুজো, সঙ্গে রয়েছে ধুনো পড়ানোর রীতি। ঠাকুরের ভোগের রয়েছে বিশেষ বিশেষত্ব। সপ্তমীর দিন ঠাকুরকে দেওয়া হয় সাত পদ, অষ্টমীর দিন আট পদ ও নবমীর দিন নয় পদের ভোগ নিবেদন করা হয়। দশমীর দিন পান্তা ভাত, চালতা দিয়ে মোটর ডাল ও কচু শাক দিয়ে ভোগ দিয়ে ঠাকুরকে বিসর্জনের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

একসময় এই বাড়ির পুজোয় ঠাকুরদালানে গান গেয়ে গিয়েছিলেন অ্যান্টনি কবিয়াল। আগে পুজোতে কবিগানের আসর বসত রাতজুড়ে। তবে বর্তমানে কবিগানের আসর না বসলেও পুজোর চারটে দিন নাচ-গান হই হুল্লোড়ে মেতে থাকে গোটা পরিবার।

ব্যবসায়ীর গলাকাটা মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোপালনগর: পুজোর আগে ব্যবসায়ীর গলাকাটা মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়াল। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে গোপালনগর থানার চৌবেড়িয়া এক গ্রাম পঞ্চায়েতের ফুলবাড়ি এলাকায়। খবর পেয়ে গোপালনগর থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। মৃতের নাম তপন বিশ্বাস ৪৫। বাড়ি ফুলবাড়ি এলাকায়।

জানা গিয়েছে, এলাকার মানুষকে ঋণ দিয়ে টাকা উপার্জনের কারবার করতেন। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, রাত নটা পর্যন্ত বাজারে ছিলেন তপনবাবু। তারপরে ফুলবাড়ি এলাকার ফাঁকা মাঠের মধ্যে গলাকাটা দেহ পড়ে থাকতে দেখে খবর পেয়ে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। কী কারণে খুন প্রশ্ন এলাকাবাসীর। তপনবাবুর স্ত্রীর দাবি, টাকা পয়সার লেনদেনের কারণে তাঁর স্বামীকে খুন করা হতে পারে। তিন মাসের সন্তান রয়েছে। করোনা লকডাউনের পর থেকে বাজারে অনেক টাকা পাওনা ছিল। সম্প্রতি খুব চিন্তার মধ্যে ডুবে থাকতেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গোপালনগর থানার পুলিশ।

আজ খুলবে ম্যাকাওয়ের গ্র্যান্ড হোটেল ক্যাসিনো লিসবোয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: রবিবার বিকেল থেকেই খুলে দেওয়া হবে কল্যাণীর দীর্ঘ উচ্চতার প্যান্ডেল চায়নার ম্যাকাওয়ের গ্র্যান্ড হোটেল ক্যাসিনো লিসবোয়া। বৃহস্পতিবার কল্যাণী আইটিআই মোড় লুমিনাস ক্লাবের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণীতে বলিউড অভিনেত্রী রিমি সেন। এখনও পর্যন্ত দীর্ঘ উচ্চতার প্যান্ডেলের আলোকসজ্জার কাজ সম্পন্ন হয়নি তাই সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে রবিবার বিকেল থেকেই দর্শকদের জন্য খুলে দেওয়া হবে কল্যাণী আইটিআই মোড় লুমিনাস ক্লাবের চায়নার ম্যাকাওয়ের গ্রান্ড হোটেল ক্যাসিনো লিসবোয়ার আদলে তৈরি প্যান্ডেলটি। ইতিমধ্যেই ভিড় এড়াতে বিভিন্ন জায়গা থেকে অসংখ্য মানুষ আসতে শুরু করেছে আইটিআই মোড়ে স্বচক্ষে প্যান্ডেলটি দেখতে।

একই সঙ্গে রয়েছে ছবি তোলার হিড়িক। সাধারণ ইউটিউবাররা ও বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলের ছবি তুলতে ব্যস্ত। শুধু জেলা নয়, নদিয়ার পার্শ্ববর্তী হাওড়া, হুগলি, উত্তর চব্বিশ পরগনা, মুর্শিদাবাদ থেকেও অসংখ্য মানুষের সমাগম ঘটবে বলে জানিয়েছেন পুজো উদ্যোক্তারা। গত বছরের তুলনায় এবারেও দর্শনার্থীদের ভিড় দ্বিগুণ বাড়বে বলেই আশা প্রকাশ করেছেন পুজো উদ্যোক্তা অরূপ চট্টোপাধ্যায়। তবে অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়েছে এবার তাই প্যান্ডেল দেখতে এসে দর্শনার্থীরা যাতে কোনও রকম সমস্যায় না পড়েন, তার জন্য প্রশাসন থেকে বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

প্যান্ডেলে প্রবেশের অনেক আগে থেকেই যানবাহন ঢোকা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্যান্ডেলে প্রবেশ করার জন্য কোনও প্রকার অস্থায়ী সিঁড়ি এবার করা হয়নি। প্রবেশ এবং বাহিরের জন্য আলাদা বড় গেট করা হয়েছে। রয়েছে জরুরি গেটও। গত বছরেও লুমিনাস ক্লাবের প্যান্ডেল টুইন টাওয়ার দেখতে উপচে পড়েছিল দর্শনার্থীদের ভিড়। যা সামলাতে হিমশিম খেতে হয়েছিল পুজো উদ্যোক্তা থেকে শুরু করে স্থানীয় প্রশাসনকে। এবছর তাই আগেভাগে প্রশাসনের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক করার পর রবিবার বিকেল থেকেই দর্শনার্থীদের জন্য লুমিনাস ক্লাবের পুজো প্যান্ডেল খুলে দেওয়া হবে।

শূন্যে গুলি চালিয়ে আজও হবিবপুরের রায় জমিদার বাড়িতে দুর্গাপুজোর সূচনা হয়

কৌশিক দে ● মালদা

পাঁচ রাউন্ড শূন্যে বন্দুকের গুলি চালিয়ে রায় জমিদার বাড়ির দুর্গাপুজোর সূচনা করা হয়। ২২৩ বছর ধরে চলে আসা এই রেওয়াজ আজও অব্যাহত মালদা জেলার পূর্বপ্রান্তে হবিবপুর থানার সিঙ্গাবাদ তিলাসন এলাকায় রায় জমিদার বাড়িতে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাজনের ফলে এই জমিদারি স্টেটের সিংহভাগ অংশ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বর্তমান বাংলাদেশে অংশে পড়লেও আজও ভারতীয় ভূখণ্ডে সীমান্তের কাঁটাতার থেকে ৫০ মিটার দূরত্বে অবস্থিত বিশাল রায় জমিদার বাড়ি। সময়ের সঙ্গে জমিদারি চলে গিয়েছে। সুবিশাল বাড়ির বিভিন্ন অংশ জুড়ে ধরেছে ফাটল। কিন্তু এখনো অক্ষুন্ন রয়েছে ঐতিহ্য।

সুদুর উত্তরপ্রদেশ থেকে ডালের ব্যবসা করতে বাংলায় এসেছিলেন অবোধ নারায়ণ রায়। মালদা জেলার হবিবপুর থানার সিঙ্গাবাদ স্টেশনে ট্রেনে করে এই ডাল নিয়ে আসতেন তিনি। এরপর নৌকোপথে সেই ডাল ঢাকা রাজশাহী সহ কলকাতার খিদিরপুর বন্দর বিক্রীর উদ্দেশ্যে যেত। ব্যবসার সুবিধার জন্য এই এলাকায় ব্রিটিশ সরকারের কাজ থেকে তৎকালীন প্রায় তিন হাজার টাকায় জমিদারিত্ব ক্রয় করেন তিনি। এরপর এই এলাকায় শুরু করেন বসবাস। পরবর্তীতে তিনজন বিপ্লবীর পরামর্শে দেবী দুর্গার আরাধনা শুরু করেন। ২২৩ বছর ধরে এই পুজো হয়ে আসছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জমিদারির সিংহভাগ অংশ চলে যায় সীমান্তের কাঁটাতারের ওপারে অর্থাৎ বাংলাদেশে বাকি অংশ রয়ে যায় ভারতবর্ষে। সেই আমলে ব্রিটিশ শাসকের আমল থেকে এই রায় জমদার বাড়ির পুজো বেশ জনপ্রিয়। হাজার হাজার মানুষ এই পুজোতে অংশগ্রহণ করেন। এমনকী দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও সীমান্তের ওপর থেকে মানুষ আসতেন এই পুজো দেখতে। কিন্তু বর্তমানে এখন সেই রকম পরিস্থিতি নেই। তবে রয়ে গিয়েছে ঐতিহ্য। রয়েছে ইতিহাস। প্রাচীন এই জমিদার বাড়ির দেওয়ালে ফাটল ধরলেও এখনও দেওয়ালে রয়েছে বিশাল কুমিরের ছাল যা তারই পূর্বপুরুষরা শিকার করেছিলেন। এখনও এই পুজো উপলক্ষ্যে চারদিন থাকে পাত পেড়ে খাওয়ার ব্যবস্থা। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই সীমান্তবর্তী গ্রামে এই পুজোতে অংশগ্রহণ করতে আসেন মানুষ।

এই জমিদার স্টেটের বংশধর রাকেশ কুমার রায় জানান, এই বছরও চিরাচরিত প্রথা মেনে সপ্তমীর দিন পূর্ণভবা নদী থেকে পুজোর জন্য জল নিয়ে আসা হবে। সেই সময় পাঁচ রাউন্ড শূন্যে গুলি চালিয়ে এই পুজোর সূচনা হয় এই বছরও তা হবে। এই পুজোতে ভোগ রান্না থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু করেন উত্তরপ্রদেশের মৈথিল ব্রাহ্মণরা।

দশমীর দিন এই তিলাসন গ্রামের পাশে পূর্ণভবা নদীতেই প্রতিমা বিসর্জন করা হয়।

রায় জমিদার পরিবারের বংশধর রাকেশ কুমার রায় জানান, তাঁর পূর্বপুরুষের আমন্ত্রণে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু এই পুজোতে অংশগ্রহণ করতে সিঙ্গাবাদ স্টেশন পর্যন্ত এসেছিলেন। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের এক জরুরি বৈঠকের সূচনা পেয়েই মাঝপথ থেকে ফিরে যেতে হয় তাকে। ইতিহাসের অনেক সাক্ষী এই পুজো আজও সমাদরে পালিত হয়ে আসছে।

বেলেঘাটা ৩৩ পল্লির প্রতিমা।

এবার প্রযুক্তির মাধ্যমে চেতলা অগ্রণীর মাতৃমূর্তিতে চক্ষুদান করবেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চেতলা অগ্রণী পুজো মণ্ডপে না গিয়েও মুখ্যমন্ত্রী দুর্গামূর্তির চোখ আঁকবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শোনা যাচ্ছে, এবিষয়ে প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।

মহালয়ার আগেই পুজোর বাদ্যি বেজে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার কালীঘাটের বাড়ি থেকে কলকাতার বেশ কয়েকটি পুজো এবং জেলার পুজোগুলির ভার্চুয়াল উদ্বোধন করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রতি বছর তিনি নিজে গিয়ে কলকাতার নামী পুজোর সূচনা করেন। কিন্তু এবছর ব্যতিক্রম। পায়ে ব্যথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর।

চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে তিনি বিশ্রামে রয়েছেন। সেই কারণে এবার তিনি বাড়িতে। তবে তা সত্ত্বেও কলকাতার যে একটিমাত্র পুজোর মাতৃমূর্তির চক্ষুদান হয় মুখ্যমন্ত্রীর হাতে, তার ব্যতিক্রম ঘটবে না। এবছরও তিনি চেতলার

পুজোয় প্রতিমার চোখ আঁকবেন।

সূত্রের খবর, প্রতিমার মুখমণ্ডলের ছবি তুলে ক্যানভাসে পাঠানো হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তা দেখে তিনি মাপমতো প্রতিমার চোখ এঁকে পাঠাবেন। তাঁর আঁকা দেখে শিল্পী আসল মূর্তিতে চোখ আঁকবেন। কাজ যে কঠিন, তা মানছেন শিল্পী। তবে প্রথা মেনেই প্রতি বছরের মতো এবারও মুখ্যমন্ত্রীর হাতেই চক্ষুদান হবে চেতলা অগ্রণীর মাতৃপ্রতিমার।

এবছর চেতলা অগ্রণীর পুজোর থিম 'যে যেখানে দাঁড়িয়ে'। মূলত শ্রেণি বৈষম্যকে থিম করে এখনকার মণ্ডপসজ্জা করেছেন শিল্পী সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। দক্ষিণ কলকাতার এই পুজোর সঙ্গে বরাবরই জড়িয়ে সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারের কাজ প্রায় শেষ। দেবীমূর্তির চক্ষুদানের অংশ বাকি। আর তা হবে মুখ্যমন্ত্রীর হাতেই। আর সেই অপেক্ষাতেই রয়েছে চেতলার উদ্যোক্তারা। তার পরই দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হবে এই পুজো মণ্ডপ।

দু'টি লরির সংঘর্ষে গুরুতর আহত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: দু'টি লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হলেন দু'জন। শুক্রবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ থানার সালুন মোড় এলাকায় বর্ধমান-বাঁকুড়া রোডে। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। দুর্ঘটনার জেরে বাঁকুড়া-বর্ধমান রোডে যান চলাচল ব্যাহত হয়। খণ্ডঘোষ থানার পুলিশ লরি দু'টিকে অন্যত্র সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে। স্থানীয়দের অভিযোগ, একেই রাস্তার বেহাল অবস্থা। তারই মধ্যে শয়ে শয়ে বেপরোয়া ভাবে নিত্যদিন যাতায়াত করে বালি বোঝাই লরি। ফলে একদিকে যেমন প্রাণ হাতে করে যাতায়াত করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে, অন্যদিকে দুর্ঘটনা লেগেই থাকে নিত্যদিন। শুক্রবার দুপুর একটা নাগাদ খণ্ডঘোষ থানার সালুন মোড় এলাকায় বর্ধমান-বাঁকুড়া রোডে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। দু'টি লরির মুখোমুখি সংঘর্ষের পর বালি বোঝাই লরির চালক কেবিনের মধ্যেই আটকে পড়েন। তাঁর শরীর কেবিনের যন্ত্রাংশে আটকে যায়। রীতিমতো পে লোডার দিয়ে লরির সামনের অংশ ভেঙে ফেলে চালককে উদ্ধার করেন স্থানীয়রা। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে খণ্ডঘোষ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত এক চালককে চিকিৎসার জন্য বর্ধমান মেডিক্যালে কলেজ হাসপাতালে পাঠায় ও অপর চালককে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়।

এক ব্যক্তিকে মারধরের অভিযোগ সিভিক ভলেন্টিয়ারের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: এক ব্যক্তিকে মারধরের অভিযোগ উঠল সিভিক ভলেন্টিয়ারের বিরুদ্ধে। বুধবার রাতে ঘটনাটি বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর থানার জয়কৃষ্ণপুর বাজারের। আহত ব্যক্তি চিকিৎসাধীন বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। সিভিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে আহত ব্যক্তির পরিবারের তরফে। খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস জেলা পুলিশের।

বুধবার রাতে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর থানার জয়কৃষ্ণপুর বাজারে এক ব্যক্তিকে মারধরের অভিযোগ ওঠে স্থানীয় এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের বিরুদ্ধে। আহত ব্যক্তির নাম শিবু বাগদি। তাঁকে বৃহস্পতিবার ভর্তি করা হয়েছে বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। আহত শিবু বাগদি ও পরিবারের দাবি, বুধবার রাতে বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে তর্ক বিতর্ক হয় স্থানীয় এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের সঙ্গে। রাধানগর ফাঁড়িতে কর্মরত ওই সিভিক। অভিযোগ তর্ক বিতর্ক হতে হতে শিবুর ওপর চড়াও হয় সুব্রত নন্দী নামে ওই সিভিক। তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ। সিভিকের সঙ্গে আরও দু'জন ছিলেন বলেও দাবি।

সিভিক সহ আরও দু'জনের বিরুদ্ধে শাস্তির দাবি নিয়ে বৃহস্পতিবার ওই আহত অবস্থায় দিনভর রাধানগর পুলিশ ফাঁড়ি আর বিষ্ণুপুর থানার দারস্থ হয় অভিযুক্ত। এরপরেই বৃহস্পতিবার আহত শিবুকে ভর্তি করা বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। তাঁর মাথায় ও মুখে চোট রয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। অভিযুক্ত সিভিক সহ এই মারধরের ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছেন অভিযোগকারী শিবু ও তাঁর পরিবারের লোকজন। অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। সিভিক ভলেন্টিয়ার যদি এই ঘটনায় যুক্ত থাকেন তা হলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন জেলা পুলিশ সুপার।

সিভিক ভলান্টিয়ারদের বোনাসে মমতা-শুভেন্দু তরজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুজোর বোনাস নিয়ে কলকাতা এবং রাজ্য পুলিশের ক্ষেত্রে বৈষম্য করা হয়েছে। এমনই বিস্ফোরক অভিযোগে উত্তাল রাজ্য রাজনীতি। উৎসবের মরসুমে সিভিক ভলান্টিয়ারদের বোনাস নিয়ে বিতর্কে রাশ টানতে এবার আসরে নামলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের সিভিক ভলান্টিয়াররা একই পরিমাণে বোনাস পাবেন বলেই এক্স হ্যান্ডলে ঘোষণা তাঁর।

বিতর্কের সূত্রপাত রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর টুইট ঘিরে। দুটি স্ক্রিনশট শেয়ার করে তিনি দাবি করেন, কলকাতা পুলিশের সিভিক ভলান্টিয়াররা বোনাস পাচ্ছেন ৫ হাজার ৩০০ টাকা। আর রাজ্য পুলিশের সিভিক ভলান্টিয়াররা ২ হাজার টাকা করে বোনাস পাচ্ছেন। দক্ষিণ কলকাতাকেন্দ্রীক প্রশাসন পক্ষপাতদুষ্ট বলেই অভিযোগ করেন শুভেন্দু।

আর তাই এই টুইট ঘিরে বিতর্ক মাথাচাড়া দেয়। এরপরই এক্স হ্যান্ডলে মমতা লেখেন, অসৎ উদ্দেশ্যে কিছু রাজনৈতিক দল এবং নেতা কলকাতা এবং রাজ্য পুলিশের মধ্যে বৈষম্য তৈরি করতে চাইছে। আমি আশ্বাস দিচ্ছি পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের অধীনে কর্মরত সিভিক ভলান্টিয়াররাও কলকাতা পুলিশের অধীনে কর্মরত সিভিক ভলান্টিয়ারদের মতো ৫ হাজার ৩০০ টাকা পুজোর বোনাস পাবেন। আশাকর্মীরাও প্রত্যেকে ৫ হাজার ৩০০ টাকা করে পুজোর বোনাস পাবেন।

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় স্বাভাবিকভাবেই খুশির হাওয়া। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণার পুজোর কাজের চাপের মাঝে সিভিক ভলান্টিয়ার নয়া উদ্যম পাবে বলেই মনে করছেন অনেকেই।

সিগন্যালিং সমস্যা, শ্যামবাজার স্টেশনে থমকে গেল একের পর এক মেট্রো

কেনাকাটার ভিড়ের মাঝে ভর সন্ধেবেলা মেট্রো স্তব্ধ হয়ে যাওয়ায় বেশ সমস্যায় পড়েন তাঁরা সকলে।

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভর সন্ধ্যায় মেট্রো বিভ্রাট। শুক্রবার সিগন্যালিং সমস্যার জন্য শ্যামবাজার স্টেশনে থমকে গেল একের পর এক মেট্রো। চূড়ান্ত নাকাল নিত্যযাত্রীরা। সন্ধে ৬টা ৪০ থেকেই এই পরিস্থিতিতে। কলকাতা মেট্রো রেল সূত্রে খবর, এই মুহূর্তে মেট্রো চলছে কবি সুভাষ থেকে রবীন্দ্রসদন পর্যন্ত। দক্ষিণেশ্বর থেকে শ্যামবাজারে স্তব্ধ পরিষেবা। মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, দ্রুতই সমস্যা মেটানোর চেষ্টা চলছে।

শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা ৪০ নাগাদ শ্যামবাজারে একের পর এক মেট্রো থমকে যায়। বড়সড় সমস্যার মধ্যে পড়েন যাত্রীরা। প্রথমে কেউ কিছু বুঝে উঠতে পারছিলেন না। পরে মেট্রোর তরফে ঘোষণা করে জানানো হয়, সিগন্যালের সমস্যা চলছে। দ্রুত সমাধানের চেষ্টা চলছে। যাত্রীদের ধৈর্য ধরার অনুরোধ করা হয়। এদিকে, অফিস থেকে বাড়ি ফেরার ব্যস্ত সময়ে এমন মেট্রো বিভ্রাটে সকলেই অস্থির হয়ে ওঠেন।

দক্ষিণেশ্বর থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত কার্যত বন্ধ হয়ে যায় মেট্রো পরিষেবা। কবি সুভাষ থেকে রবীন্দ্রসদন পর্যন্ত চলে মেট্রো। প্রায় আধঘণ্টা মেট্রোয় এমন পরিস্থিতির পর সন্ধে ৭.১৮ নাগাদ স্বাভাবিক হয় পরিষেবা। কিন্তু পুজোর আগের সপ্তাহে এমন বিভ্রাটের জেরে যাত্রীরা চূড়ান্ত নাকাল হয়েছেন। অফিসযাত্রীদের পাশাপাশি কেনাকাটার ভিড়ের মাঝে ভর সন্ধেবেলা মেট্রো স্তব্ধ হয়ে যাওয়ায় বেশ সমস্যায় পড়েন তাঁরা সকলে।

১২৭ বছরের জানকি পরিবারের পুজোয় মা দুর্গার ভোগে দেওয়া হয় নানা ধরনের চকলেট!

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দেবীর দুর্গার ভোগ হিসাবে নানান ধরনের চকলেট নিবেদন করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি দেওয়া হলেও দেবীর মূলপ্রসাদ হচ্ছে চকলেট। প্রায় ১২৭ বছরের পুরনো মালদার জানকি পরিবারের পুজোর এই রীতি আজও নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে চলে আসছে। বর্তমানে এই পুজোর দায়িত্বে রয়েছেন ১৭ ভাই ও ১৬ বোন। সকলে মিলেই পুজোর আয়োজন করেন।

মালদ ইংরেজবাজার শহরের মকদমপুর এলাকায় বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর দালানে পুজো হয়। তবে এই পুজোর সূচনা হয়েছিল অবিভক্ত বাংলার কানসার্ট গ্রামে। দেশ ভাগের পর ১৯৫৯ সালে জানকি পরিবার মালদায় চলে আসে। পরিবার সহ দেবী দুর্গার কাঠামোর কিছুটা অংশ নিয়ে আসেন এখানে। পুজোর প্রতিষ্ঠাতা জানকি নাথ কুণ্ডু। সেই কাঠামোয় পুজো হয়ে আসছে এখনো। প্রতিমা বিসর্জনের পর কাঠামো নিয়ে এসে মন্দিরে রাখা হয়। বছরভর পরিবারের মহিলারা এই কাঠামো পুজো করেন।

পরিবারের এক সদস্য শ্যামল প্রসন্ন কুণ্ডু জানিয়েছেন, পুজোর প্রতিষ্ঠাতা জানকি নাথ তাঁর নয় ছেলে মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে এই পুজোর সূচনা করেছিলেন। বর্তমানে পরিবারে পঞ্চম পুরুষেরা অংশগ্রহণ করছেন পুজোয়। মন্দিরেই হয় প্রতিমা তৈরি। পুরনো রীতি মেনেই এখনো পুজো হয়। পরিবারে পুরুষেরা এক সময় মাকে সাজাতেন। তবে বর্তমানে সময়ের অভাবে তা আর হয় না। এখন মৃৎশিল্পী নিজেই প্রতিমাকে সাজান। সপ্তমীর দিন একটি ডালা বসে মন্দিরে। সেই ডালায় তিসির তেলের প্রদীপ জ্বালোনো হয়। রীতি রয়েছে নবমী পর্যন্ত এই প্রদীপ নেভানো যাবে না। প্রদীপ নিভলে পরিবারের নাকি অমঙ্গল হবে। তাই পরিবারের সকলে রাত জেগে তিনদিন ব্যাপী এই প্রদীপ নিভতে দেন না।

ওই পরিবারের আরেক সদস্য দীপিকা কুণ্ডু জানিয়েছেন, পুজোয় মিষ্টান্ন প্রসাদ খুব কম দেওয়া হয়। বিভিন্ন রকমের চকলেট সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত পুজোয় দেওয়া হয়। প্রতিদিন চকলেটের লুঠ দেওয়া হয়। সঙ্গে অবশ্য খুব অল্প পরিমাণ বাতাসা দেওয়া হয়। পুজোর সূচনা থেকেই চকলেট দেওয়া হয়। তবে এখন বিভিন্ন প্রকার চকলেট বাজারে এসেছে। প্রায় সমস্ত ধরনের চকলেট কমবেশি দেওয়া হয় লুঠে।

রামমন্দিরের আদলে সেজে উঠছে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের মণ্ডপ।

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

অ্যাপকার গার্ডেন শাখা
৮, জি.টি. রোড, উদরেজ ভবন
প্রথম তল, পিন - ৭১৩ ৩০৪
ই-মেইল: apcargarden.asansol@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮ (৬) এর অনুবিধি দেখুন]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, অ্যাপকার গার্ডেন শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, বকেয়া রাশি **১,০৫,১১,৬৮৯.০০ টাকা** (এক কোটি পাঁচ লক্ষ এগারো হাজার ছয়শো উননব্বই টাকা মাত্র) **১৩.১০.২০২৩ অনুযায়ী** এবং ১৪.১০.২০২৩ থেকে আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ, যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, অ্যাপকার গার্ডেন শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর পাওনা, **মেসার্স আইডিয়াল ফুড প্রোডাক্টস, মালিক- শ্রী স্নেহাসিস সুর**, পিতা- প্রয়াত অমরেন্দ্র নাথ সুর, কাঁটা পাহাড়ি, ডাক- জাম গ্রাম গৌরান্দি, থানা- বড়মানি, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান। বাসস্থানের ঠিকানা- বি ডি জি পথ, আপার চেলিডাঙ্গা, আসানসোল, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পিন - ৭১৩ ৩০৪- এর থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য যা **৩০.১০.২০২৩** তারিখে বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে নিচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লেখ করা ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ জামিনদার(গণ) এর থেকে।

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	**ক) মেসার্স আইডিয়াল ফুড প্রোডাক্টস মালিক: শ্রী স্নেহাসিস সুর** পিতা- প্রয়াত অমরেন্দ্র নাথ সুর, কাঁটা পাহাড়ি, ডাক- জাম গ্রাম গৌরান্দি, থানা- বড়মানি, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান। বাসস্থানের ঠিকানা- বি ডি জি পথ, আপার চেলিডাঙ্গা, আসানসোল, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পিন - ৭১৩ ৩০৪ **জামিনদার: শ্রীমতী ঝুমার সুর,** স্বামী- শ্রী স্নেহাসিস সুর বি ডি জি পথ, আপার চেলিডাঙ্গা, আসানসোল, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পিন - ৭১৩ ৩০৪। **খ) অ্যাপকার গার্ডেন শাখা**	বর্তমান সম্পত্তি বর্ধমান জেলার মধ্যে যার ২০০৩ সালের বিক্রয় দলিল নং আই-৬৪৬১, মৌজা- কাঁটাপাহাড়ি, আরএস প্লট নং ১০৮, আরএস খতিয়ান নং ১২৪, এলআর খতিয়ান নং ২৯২, ৩১৬; জেএল নং ০৯, মৌজা- কাঁটাপাহাড়ি, মোট এলাকা- ১০ কাঠা। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- মোরেম রোড এবং অন্যদের খালি জমি, দক্ষিণ- ৩০০ মিটার দূরে ললিত রায় এবং প্রধান গৌরানডিহি রোডের খালি জমি, পূর্ব - অ্যাপ্রোচ রোড মোরেম রোড, পশ্চিম- অন্যদের খালি জমি।	**১,০৫,১১,৬৮৯.০০ টাকা** (এক কোটি পাঁচ লক্ষ এগারো হাজার ছয়শো উননব্বই টাকা মাত্র) **১৩.১০.২০২৩** অনুযায়ী এবং ১৪.১০.২০২৩ থেকে আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ তার উপর খরচ	**ক) ১৮,৬৮,০০০.০০ টাকা (*)** **খ) ১,৮৬,৮০০.০০ টাকা** **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** **ঘ) IDIB50027012844** **ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হওয়া উচিত

পরিদর্শনের তারিখ ও সময় : ১৮.১০.২০২৩ থেকে ১৯.১০.২০২৩ সকাল ১০:০০টা থেকে বিকাল ০৪:০০টার মধ্যে
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ - ৩০.১০.২০২৩; সময় - সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্দানকারীর প্ল্যাটফর্ম : (১) www.indianbank.co.in (২) https://www.ibapi.in (৩) https://wwwmstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার এমএসটিসি লিঃ -এর ওয়েবসাইট (**www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi**) দেখুন। টেকনিক্যাল সাহায্যের জন্য **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩ ২৩৪০০০২০ / ২৩৪০০০২১ / ২৩৪০০০২২** এবং সার্ভিস প্রোভাইডারদের অন্য চালু হেল্পলাইন নম্বরে অনুগ্রহ করে ফোন করুন। এমএসটিসি লিঃ -এর সাথে রেজিস্ট্রেশন স্টেটাস **ibapiop@@mstcecommerce.com**, ইএমডি স্টেটাস জানার জন্য **ibapifin@@mstcecommerce.com** -এ অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বিশদ তথ্যাদি এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়মাবলী ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **https://ibapi.in** দেখুন এবং এই পোর্টাল সংশ্লিষ্ট কোনও সংশয় দূরীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর **"১৮০০১০২৫০২৬"** এবং **"০১১-৪১১০৬১৩১"** -এ যোগাযোগ করুন।
বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** -এ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির আইডি নং ব্যবহার করুন।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ) / জামিনদার(গণ) / বন্ধকদাতা (গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ১৩.১০.২০২৩ — **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান : আসানসোল — **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
Relationship beyond banking
Bardhaman Zonal Office, Estate Department
446/N, Armstrong Avenue, Sector 2A, Bidhan Nagar, Durgapur-713212,
Contact No. – 8967846766, email – bardhaman.estate@bankofindia.co.in

ভাড়া/লিজে প্রেমিসেস আবশ্যক

ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া,বর্ধমান জোনাল অফিসের জন্য সুনির্মিত বাণিজ্যিক প্রেমিসেস লিজের ভিত্তিতে **১০০০ থেকে ১৩০০ বর্গ ফুট (আনুমানিক)** একতলায় **গ্রাম এবং পো : রাজবাঁধ, থানা : কাঁকসা, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান** এর জন্য আবশ্যক। আরও বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **www.bankofindia.co.in** 'টেন্ডার' অধীনে বা আমাদের জোনাল অফিস ঠিকানায় দেখুন।
দুই ডাক ব্যবস্থায় সিলকরা খামে আবেদন দাখিলের শেষ তারিখ **১৬.১১.২০২৩ বিকেল ৪টা** পর্যন্ত। ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও ডাক গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখে।

জোনাল ম্যানেজার, বিওআই বর্ধমান জোন

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
Relationship beyond banking
Bardhaman Zonal Office, Estate Department
446/N, Armstrong Avenue, Sector 2A, Bidhan Nagar, Durgapur-713212,
Contact No. – 8967846766, email – bardhaman.estate@bankofindia.co.in

ভাড়া/লিজে প্রেমিসেস আবশ্যক

ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া,বর্ধমান জোনাল অফিসের জন্য সুনির্মিত বাণিজ্যিক প্রেমিসেস লিজের ভিত্তিতে **১০০০ থেকে ১৩০০ বর্গ ফুট (আনুমানিক)** একতলায় **গ্রাম নেপাকুলি, পো. গোড়া আনন্দ, থানা - কালনা, জেলা : পূর্ব বর্ধমান** এর জন্য আবশ্যক। আরও বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **www.bankofindia.co.in** 'টেন্ডার' অধীনে বা আমাদের জোনাল অফিস ঠিকানায় দেখুন।
দুই ডাক ব্যবস্থায় সিলকরা খামে আবেদন দাখিলের শেষ তারিখ **১৬.১১.২০২৩ বিকেল ৪টা** পর্যন্ত। ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও ডাক গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখে।

জোনাল ম্যানেজার, বিওআই বর্ধমান জোন

স্বনির্ভর গোষ্ঠী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি

মেমো নং-২৬২৬/এম.বি.জেড/২০২৩ — **তারিখ- ১০.১০.২০২৩**

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সংখ্যালঘু উন্নয়ন বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের ০৭.০৮.২০২৩ তারিখের পত্রাঙ্ক সংখ্যা- ৪৩০/এমএ/২৩ অনুযায়ী, মন্দিরবাজার ব্লকের নিশাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ঝাপবেড়িয়া হাইস্কুলের ছাত্র নিবাসের রক্ষনাবেক্ষন করার জন্য ঝাপবেড়িয়া হাইস্কুল সন্নিহিত স্থানীয় সকল স্বনির্ভর গোষ্ঠীর থেকে আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে।

আবেদনের শর্ত - স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে কেবলমাত্র ঝাপবেড়িয়া হাইস্কুলের সন্নিহিত বাসিন্দা হতে হবে। গোষ্ঠীরা NRLM/P&RD অন্তর্ভূক্ত হতে হবে। পরিষ্কার সাদা কাগজে নিম্ন স্বাক্ষরকারীকে উদ্দেশ্য করে আবেদনকারী স্বনির্ভর গোষ্ঠী সম্পাদক/সম্পাদিকার শীল সহ আবেদন করতে হবে। বিজ্ঞপ্তির দিন থেকে আবেদন পত্র সকল কর্মদিবসে সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৪ ঘটিকা পর্যন্ত মন্দিরবাজার সমষ্টি উন্নয়ন কার্যালয়ের নির্দিষ্ট ড্রপবক্সে জমা দিতে পারবে (রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিন ব্যতীত)। আবেদন পত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩০ শে অক্টবর, ২০২৩ বিকাল ৪ ঘটিকা পর্যন্ত। বিস্তারিত তথ্য জানতে মন্দিরবাজার ব্লকে যোগাযোগ করুন।

স্বাঃ/-
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
মন্দিরবাজার ব্লক
দক্ষিণ ২৪ পরগণা

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

সুন্দরপুর শাখা
গ্রাম এবং পোস্ট - সুন্দরপুর, থানা - বর্ধমান,
জেলা - মুর্শিদাবাদ
পিন - ৭৪২ ১৬১, পশ্চিমবঙ্গ

বিষয় : মূল বিক্রয় দলিল উল্লেখ্য নং ১৫১৩,তারিখ ০৪.০৫.২০১৬ রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর পঞ্চথুপি হারিয়ে গিয়েছে।
একটি **মূল বিক্রয় দলিল শ্রী মৈনুদ্দিন আহমেদ,** পিতা শ্রী ফিরোজ আলম এর নামে এবং সাকিন- গ্রাম- বেলাগ্রাম, পো- পঞ্চথুপি,থানা-বর্ধমান, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৬১, জমির পরিমাণ ৩০.০০ ডেসিমেল। অবস্থিত মৌজা - সোনা ভারুই, জেএল নং ১৫৫, প্লট নং আরএস এবং এলআর ১৭৪৯, আরএস এবং এলআর ১৭৫০,খতিয়ান নং ৩৬৪৯।
উক্ত মূল রেজিস্ট্রিকৃত দলিল সংশ্লিষ্ট স্বত্বাধিকারীর প্রতিনিধির হেফাজত থেকে মৌখিকভাবে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ ক্রমে প্রতিনিধিকে হস্তান্তর করার পর তা হারিয়ে গিয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উল্লেখ্য জিডি এন্ট্রি নং ৩৫৬, তারিখ ০৬.০৯.২০২৩ অনুযায়ী বর্ধমান থানায় দাখিল করা হয়েছে।

শ্রী নীতিশ কুমার, সিনি. ম্যানেজার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সুন্দরপুর শাখা

SBI
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (১২৪২৭)
এসবিআই বাকসাড়া শাখা
এল.এম.সি সরণি, বাকসাড়া, হাওড়া
পিন: ৭১১১১০, ই-মেল: sbi.12427@sbi.co.in

সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কিছু ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ যারা **এসবিআই বাকসাড়া শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তারা সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) নিলামের দিন এর আগের দিন **বিকাল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : সোমনাথ চৌধুরি

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	২০.১০.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ কে	মোট ওজন ২৪.১৮০ গ্রাম নিট ওজন ২১.৭০০ গ্রাম	২টি চুড়
২.	২০.১০.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২০ কে	মোট ওজন ১৮.৪০০ গ্রাম নিট ওজন ১৪.৪০০ গ্রাম	১টি নেকলেস

তারিখ: ১৪/১০/২০২৩ — **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান: বাকসাড়া, হাওড়া — **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
রুল ৮(১) অধীন

জঙ্গিপুর শাখা, লালগোলা মহারাজা রোড, রঘুনাথগঞ্জ, জঙ্গিপুর, পোস্ট- রঘুনাথগঞ্জ, জঙ্গিপুর, পিন-৭৪২২২৫

যেহেতু,
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের **অনুমোদিত অফিসার ১৭.০৬.২০২৩ তারিখে** একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, **ঋণগ্রহীতা: মেসার্স মেহেন্দি ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস, স্বত্বাধিকারী: মাসিদুল সেখ,** গ্রাম - সাদুয়া, পোস্ট- ঘোড়শালা, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২২৩৫, পশ্চিমবঙ্গ, **মালিক/ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা- মাসিদুল সেখ,** পিতা- রাসেদ সেখ, গ্রাম - বাণীপুর, শ্রীকান্তবাটি, পোস্ট- মিয়াপুর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২২৩৫, পশ্চিমবঙ্গ। **জামিনদার: মনুয়ারা বিবি,** স্বামী-মাসিদুল সেখ, গ্রাম- বাণীপুর, শ্রীকান্তবাটি,পোস্ট- মিয়াপুর,থানা - রঘুনাথগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২২৩৫, পশ্চিমবঙ্গ, আমাদের **জঙ্গিপুর শাখার** সাথে ক্যাশ ক্রেডিট সুবিধা (এ/সি নং-৬৬৩৩১২৪৮৮৭) বজায় রাখেন কে **৪৮,০১,৩৯৭.০০ টাকা** (আটচল্লিশ লক্ষ এক হাজার তিনশো সাতানব্বই টাকা মাত্র) এবং ১৮/০৬/২০২৩ থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সম্মত হারে আরও সুদ বহন করে, তার উপর চার্জ এবং খরচ সহ উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য তাদের কে আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতাগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ ও ৯ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নেবর্ণিত সম্পত্তিগুলি **১২ই অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে** দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গন) / জামিনদার (গণ) এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে সম্পত্তিগুলি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য এবং সম্পত্তিগুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে **৪৮,০১,৩৯৭.০০ টাকা** (আটচল্লিশ লক্ষ এক হাজার তিনশো সাতানব্বই টাকা মাত্র) এবং ১৮/০৬/২০২৩ থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সম্মত হারে আরও সুদ বহন করে, তার উপর চার্জ এবং খরচ সহ তদুপরি সুদ **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।
"আমরা সারফেইসি আইনের সেকশন ১৩(৮) এর বিধান এবং সেখানে প্রণীত বিধিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার অধীনে সিকিউরিটিজগুলির উপর আপনার মুক্তকরার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত"
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ: বন্ধকীকৃত সম্পত্তি : শ্রীকান্তাবাটি মৌজায় অবস্থিত জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং সেখানে থাকা নির্মাণ সহ, জেএল নং ১১৪, আরএস এবং এল.আর. প্লট নং ২৩২, এল.আর. খতিয়ান নং ২৬৮২, পরিমাপ ২.০০ ডেসিমেল, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, জারুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পশ্চিমবঙ্গ। জঙ্গিপুর মুর্শিদাবাদ,এডিএসআর-এ ০৬.১১.২০০০ তারিখের শিরোনাম দলিল নং আই-৪৩৮৯। **সম্পত্তিটি মাসিদুল সেখের নামে আছে, চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- রাজ্জাক সেখ-এর সম্পত্তি, দক্ষিণ- ১০ ফুট প্রশস্ত রাস্তা, পূর্ব- জিয়াউল সেখ -এর সম্পত্তি, পশ্চিম- আইজিউল সেখ-এর সম্পত্তি।

তারিখ: ১২.১০.২০২৩, — **অনুমোদিত অফিসার,**
স্থান: কলকাতা — **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক)**

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৪ অক্টোবর ২৫ আশ্বিন, ১৪৩০, শনিবার

নয়া শিক্ষানীতিতে এবার কলেজের অধ্যাপকরা পড়াতে যাবেন স্কুলেও

জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠক করলেন শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লাগু হয়েছে নয়া শিক্ষানীতি। ভোল বদলাতে চলছে উচ্চশিক্ষার। এদিকে রাজ্যের তরফ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, এবার কলেজের অধ্যাপকরা পড়াতে যাবেন স্কুলে। এই প্রসঙ্গে শুক্রবার সব জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠক করেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। দ্রুত এই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে বলে খবর। আর সেই কারণে জেলাভিত্তিক ক্লাস্টারও গড়া হচ্ছে শিক্ষা দপ্তরের তরফ থেকে। অর্থাৎ, প্রত্যেকটি জেলা তৈরি হচ্ছে একটি করে হাব। গোটা রাজ্যে এমন ২০টি হাব তৈরি করা হবে বলে সূত্রের খবর। কোনও বড় কলেজ বা স্কুলকে এই হাব হিসাবে বেছে নেওয়া হবে বলে জানা যাচ্ছে। জেলাভিত্তিক স্তরে এখান থেকেই গোটা প্রক্রিয়াটা চলবে বলে খবর। এই হাব কলেজ থেকে পরিচালিত হবে স্কুল ও ওই এলাকার কলেজ।

এই ২০টি হাবের অধীনে ১০৩ স্পোক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকবে। যার মধ্যে আবার স্কুল, কলেজ দুই থাকতে পারে বলে জানা যাচ্ছে। রাজ্য শিক্ষানীতি অনুযায়ী, বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের উচ্চশিক্ষার পাঠের ধারণা আগে ভাগেই দিতে এই উদ্যোগ, এমনই জানান শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। গবেষণা থেকে ইন্টার্নশিপ, সব ক্ষেত্রেই ক্লাস্টারের ভিত্তিতে 'এক্সচেঞ্জ' প্রোগ্রাম করবে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্কুলগুলি। শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে গোটা প্রক্রিয়াটির সমন্বয় সাধন করবেন সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা শাসকরা। এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানান, 'উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে স্কুলগুলির সমন্বয় সাধন করতেই এই উদ্যোগ। এ ব্যাপারে জেলাশাসকদের সঙ্গে কথা হয়েছে। সমন্বয় সাধনের কাজটা জেলাশাসকরাই করবেন। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে শিক্ষা দপ্তর। তাঁদের পারস্পারিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে গোটা প্রক্রিয়াটি এগিয়ে যাবে।'

রেশন দুর্নীতির ঘটনায় ইডি-র হাতে আটক বাকিবুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রেশন দুর্নীতির ঘটনায় ৫৪ ঘণ্টার অভিযান শেষে আটক বাকিবুর রহমান। ইডির হাতে আটক তিনি। গত দু'দিন ধরে কৈখালিতে বাকিবুরের অভিজাত আবাসনে তল্লাশি চালায় ইডি। এরপর শুক্রবার সকালে তাঁকে আটক করে কৈখালি থেকে সিজিও কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়। ইডি সূত্রে খবর, তাঁর বাড়ি থেকে প্রচুর নথিও বাজেয়াপ্ত করা হয়। সিজিওতে নিয়ে গিয়ে ফের জিজ্ঞাসাবাদের কারণেই তাঁকে আটক করে ইডি। সিজিও যাওয়ার পথে বাকিবুর অবশ্য দাবি করেন, তিনি কোনও দুর্নীতি করেননি। তিনি একজন ব্যবসায়ী ছাড়া আর কেউ নন। এদিকে সূত্র জানাচ্ছে, বাকিবুর প্রভাবশালী মন্ত্রী ঘনিষ্ঠ।

২০২১ সালে কোভিডপর্বে অভিযোগ উঠেছিল, নদিয়া জেলার বেশ কিছু জায়গায় রেশনে নিম্নমানের চাল, খারাপ সামগ্রী সরবরাহ করা হচ্ছে। এ নিয়ে অভিযোগ দায়ের হয়। তদন্তভার পায় ইডি। এরপরই বাকিবুরের অফিস, চালকল-সহ বিভিন্ন জায়গায় চলে ম্যারাথন তল্লাশি। ইডি সূত্রে খবর, বাকিবুরের সঙ্গে এক প্রভাবশালী

নেতার যোগ রয়েছে। এই বাকিবুরের হাত ধরে 'রেশন দুর্নীতির' বহু কালো টাকা সাদা হয়েছে বলেও ইডি সূত্রে খবর। একাধিক শেল কোম্পানি থেকে একাধিক ব্যবসার হদিশ পেয়েছে ইডি। শপিং মল, নার্সিংহোমেও সে টাকা ঢুকেছে বলে ইডি সূত্রে খবর।

এই আটক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন অনেকেই। কারণ, এতদিন শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি, পুরনিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে তোলপাড় হয়েছে রাজ্য। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল রেশন দুর্নীতিও। সেই তদন্তে নেমে প্রায় তিনদিন ধরে তল্লাশি চালানোর পর বাকিবুরকে আটক করে ইডি। তবে ইডির আধিকারিকদের ধারনা, এই বাকিবুর 'নিমিত্ত' মাত্র। বাকিবুরকে ঘুঁটি করা হয়েছে, পিছনে রয়েছেন বড় কোনও প্রভাবশালী। এই বাকিবুরকে জালে নিয়ে বড় কোনও মাথার খোঁজে নামতে চাইছে ইডি। ইডি-র র‍্যাডারে রয়েছেন বাকিবুরের শ্যালক অভিষেক বিশ্বাসও। গত বৃহস্পতিবার অভিষেকের বাড়িতেও বেশ কয়েক ঘণ্টা করে তল্লাশি চালান তদন্তকারীরা। ইডি সূত্রে খ বর, অভিষেকের বাড়ি থেকে বেশ কিছু নগদ টাকা ও নথি উদ্ধার করেন তদন্তকারীরা। ব্যাংকের স্টেটমেন্টও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। জেরায় অভিষেক জানিয়েছেন, উদ্ধার হওয়া সমস্ত টাকা তাঁর জামাইবাবু বাকিবুর রহমানের। সঙ্গে এও জানতে পারেন, কেবল রাইসমিল কিংবা আটাকল নয়, কলকাতাতেই বাকিবুরের একাধিক রেস্তোরাঁ, পানশালা, হোটেল রয়েছে। প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য, চলতি সপ্তাহেই খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা। তারপরই বাকিবুরের হদিশ মেলে। বাকিবুরের নদিয়ার চালকলেও চলছে তল্লাশি।

ঠাকুরপুকুর বাজারের কাছে রাস্তায় ধস, জল-বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেহালা বেহালার ঠাকুরপুকুর বাজারের কাছে ডায়মন্ড হারবার রোডে শুক্রবার সকালে রাস্তায় আচমকা ধস নামে। ফলে রাস্তার ধারের সিইএসসির বক্স হেলে পড়েছে। ধসে অনেকখানি বসে গেছে রাস্তা। বিশালাকারের গর্ত তৈরি হয়েছে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন ঠাকুরপুকুর থানার পুলিশ ও পুরকর্মীরা। সাদা বালি দিয়ে ধসে যাওয়া রাস্তার অংশ বোজানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। ঠাকুরপুকুর বাজারের কাছে বহুদিন ধরে ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইনের কাজ চলছে। তার জেরেই ধস বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

এই ঘটনার জেরে আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দারা। আশপাশের বাড়িগুলির ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ধসের জেরে জলের পাইপলাইনের ক্ষতি হয়েছে। ফলে ঠাকুরপুকুর এবং সংলগ্ন এলাকায় জলের পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, গোটা এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। অর্থাৎ জল ও বিদ্যুতের অভাবে চরম সমস্যায় পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এই ধস আরও বড় আকার নিতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। অভিযোগ উঠছে, দীর্ঘদিন ধরে এখ ানে কেইআইপি-র একটি নিকাশি প্রকল্পের কাজ চলছিল। সেই কাজ সময়ে শেষ হয়নি এবং অপরিকল্পিতভাবে কাজ হচ্ছিল। তাই এই পরিস্থিতি। স্থানীয় কাউন্সিলরও একই অভিযোগ করছেন। যে আকারের গর্ত তৈরি হয়েছে, তা ভরাট করতে রীতিমতো বেগ পেতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় কাউন্সিলর এবং কেইআইপি-র প্রতিনিধিরা বৈঠকে বসেছেন।

প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে পার্থকে জেরা সিবিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিক্ষক দুর্নীতি মামলায় প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে গিয়ে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে এবার জেরা করল সিবিআই। হেপাজতে থাকাকালীন এই প্রথমবার পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে জেলে গিয়ে জেরা করল সিবিআই। সূত্রে খবর, শুক্রবার সকাল সকালই প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে হাজির হন সিবিআইয়ের দুই তদন্তকারী আধিকারিক। এরপর চলে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ। সঙ্গে গোটা প্রক্রিয়ার ভিডিওগ্রাফিও করা হয়।

সিবিআই সূত্রের খবর, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বেশ কিছু নতুন তথ্য নতুন আঙ্গিক উঠে এসেছে সাম্প্রতিকতম তদন্ত প্রক্রিয়ায়। তার ভিত্তিতেই শুক্রবার পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে জেরা করা হয় বলে তদন্তকারী সংস্থা সূত্রের খবর। সিবিআই সূত্রে খবর, একাধিক প্রশ্নের উত্তরেই 'তাঁর জানা নেই', 'তিনি কিছু জানতেন না' গোছের উত্তর দিয়েছেন পার্থ। বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর তিনি এড়িয়েও যান বলেও জানা গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, শিক্ষক দুর্নীতি মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে জেরা করতে চেয়ে গত বুধবার আলিপুর আদালতের বিচারকের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন সিবিআইয়ের আইনজীবী। সিবিআইয়ের তরফ থেকে আদালতে জানানো হয়,'প্রত্যেকদিন তদন্তের অগ্রগতি হচ্ছে। তাতে নতুন তথ্য উঠে এসেছে। সেটা যাচাই করতে সিবিআই জেলে গিয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে জেরা করতে চায়। জেরার সময় করা হবে ভিডিওগ্রাফিও।' সিবিআইয়ের সেই আর্জিতে সায় দেয় আলিপুর আদালত। এরপরই শুক্রবার প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে যান সিবিআইয়ের দুই আধিকারিক।

তদন্তে ইডি আধিকারিক মিথিলেশকে দায়িত্বে ফেরালেন বিচারপতি সিনহা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস' সংক্রান্ত তদন্তের রিপোর্ট দেখে অসন্তুষ্ট হয়ে বিচারপতি অমৃতা সিনহা নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে দায়িত্ব থেকে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিক মিথিলেশ মিশ্রকে সরানোর নির্দেশও দিয়েছিলেন। এবার সেই আধিকারিককেই আবারও ওই দায়িত্বে ফেরালেন বিচারপতি সিনহা।

নিয়োগ মামলায় 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস' সংস্থা সম্পর্কিত রিপোর্ট চেয়েছিলেন বিচারপতি। সেই রিপোর্ট দেখতে গিয়ে বেশ কিছু খ ামতি চোখে পড়ে। সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে, এমন ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে না কেন তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি

সিনহা। একইসঙ্গে তদন্তের গতি নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল। সেই সময়ই মিথিলেশ মিশ্রকে সেই সময় কোর্টে তলব করেন বিচারপতি সিনহা। তাঁর দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে শুধুমাত্র নিয়োগ মামলা থেকেই তাঁকে অপরাসরণ করা হয়নি, নির্দেশ ছিল, এ রাজ্যে কোনও মামলাতেই তদন্ত করতে পারবেন না তিনি।

মামলার ওই পরবর্তী অংশের পুনর্বিবেচনার আর্জি জানিয়ে ইডি ফের আদালতের দ্বারস্থ হয়। এরপর শুক্রবার সেই মামলার শুনানিতে ইডি-র আর্জি শোনার পর ইডি-র ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা বলতে চান বিচারপতি সিনহা। তবে সেই শুনানি হয় রুদ্ধদ্বারে। ভার্চুয়ালি ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা বলেন বিচারপতি। এরপরই নির্দেশ দেওয়া হয় যে মিথিলেশ মিশ্র ফের নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত করতে পারবেন। প্রসঙ্গত, ২০২২ সাল থেকে নিয়োগ মামলার তদন্তের দায়িত্বে ছিলেন মিথিলেশ কুমার মিশ্র। তাঁর অধীনে তদন্ত চলাকালীন গ্রেপ্তার হন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য সহ একাধিক অভিযুক্ত।

মণ্ডপের উদ্দেশ্যে....।

ছুটিতে যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী ল কলেজের অধ্যক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশে পদ ফিরে পেলেও নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী ল কলেজের অধ্যক্ষাকে নিয়ে। এই পরিস্থিতিতে অধ্যক্ষা অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটির আবেদন জানালেন কলেজের গভর্নিং বডির কাছে। বৃহস্পতিবার একটি পুরনো মামলায় সুনন্দার বিরুদ্ধে সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এরপরই অধ্যক্ষা ছুটির আবেদন জানিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। গত কয়েকদিন ধরে বিতর্কের শিরোনামে উঠে এসেছে যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী ল কলেজের অধ্যক্ষার নাম। কয়েকদিন আগেই অধ্যক্ষা পদ থেকে সুনন্দা ভট্টাচার্য গোয়েঙ্কাকে সরানোর নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। পরে তিনি ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশে সেই কাজ ফিরে পান। বৃহস্পতিবারই তিনি আদালতের নির্দেশে কাজে যোগ দিয়েছিলেন। আর শুক্রবার থেকেই ছুটি চেয়ে আবেদন করেছেন অধ্যক্ষা সুনন্দা গোয়েঙ্কা।

বৃষ্টি বাধা হবে না পুজোয়, আশ্বাস আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুজো শুরু হতে বাকি আর হাতে গোনা কয়েকটা দিন। তবে সকলেরই এক প্রশ্ন, পুজোতেও হঠাৎ বৃষ্টি হবে কিনা। এ ব্যাপারে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর অবশ্য জানাচ্ছে, মহাষষ্ঠীর দিন অর্থাৎ ২০ তারিখ সর্বোচ্চ তাপমাত্রার কোনও পরিবর্তন হবে না। তবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আরও নামতে পারে। বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই। এদিকে মৌসম ভবনের তরফে এও জানানো হয়েছে, পুজোর মুখে জোড়া নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। একটি নিম্নচাপের পূর্বাভাস মিলছে আরব সাগরে। অন্য নিম্নচাপের ইঙ্গিত বঙ্গোপসাগরে। তবে আশার কথা এই যে নিম্নচাপের প্রভাব বাংলায় পড়বে না। আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে, বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ যাবে অন্ধ্রপ্রদেশ-তামিলনাড়ুর দিকে। ফলে বাংলায় দুর্যোগের কোনও আশঙ্কা নেই বলেই মত আবহাওয়াবিদদের।

এদিকে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ২১ তারিখ অর্থাৎ মহা সপ্তমীর দিন খুব একটা বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। শুষ্ক আবহাওয়াই মূলত থাকবে। ২২ তারিখ অর্থাৎ মহা অষ্টমীর দিন আবহাওয়ার তেমন পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বৃষ্টি হওয়ারও এদিন কোনও সম্ভাবনা আপতত নেই। মহা নবমী অর্থাৎ ২৩ তারিখ রাজ্যের উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে কিছুটা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে তাপমাত্রা পরিবর্তনের কোনও সম্ভাবনা নেই এখনই। ২৩ তারিখ কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া এবং হুগলিতে খুবই হালকা বৃষ্টিপাত হতে পারে। ২৪ তারিখ অর্থাৎ দশমীর দিন হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে। তবে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আপাতত কোথাও নেই।

মহাবিশ্বের শক্তি দেবী দুর্গা, প্রতিফলিত হবে ইয়ং বয়েজ ক্লাবের থিমে

শুভাশিস বিশ্বাস

'দুর্গা' শধটি বিভিন্ন অর্থের দ্যোতক। যিনি দুর্জ্ঞেয়া, মানে যাঁর তত্ত্ব দূরতিগম্য তিনিই দুর্গা। তিনি কৃপা করলে তবেই তাঁর তত্ত্ব জানা সম্ভব। 'দুর্গা' শধের 'দ' অক্ষর দৈত্যনাশক, 'উ'-কার বিঘ্ননাশক, 'রেফ' রোগনাশক, 'গ' পাপনাশক এবং এবং 'আ'-কার ভয় এবং শত্রুনাশক। অর্থাৎ দৈত্য, বিঘ্ন, রোগ, পাপ, ভয় থেকে যিনি রক্ষা করেন তিনিই দুর্গা। আবার 'দুর্গ' নামের অসুরকে তিনি বধ করেছেন বলে তিনিই নিত্য দুর্গা নামে পরিচিত। এই দুর্গাই সমস্ত শক্তির আধার। সব দেবতাদের শক্তির ঘনীভূত মূর্তি। তিনি স্নেহময়ী মা। তাই তাঁর অশ্রু থেকে বর্ষিত হয় করুণাধারা। হৃদয়ে মুক্তিপ্রদ কৃপা এবং যুদ্ধে মৃত্যুপ্রদ কঠোরতা, মা দুর্গার মধ্যে পরিলক্ষিত হয় এই দুই ভাবের অপূর্ব এক সমন্বয়। দেবী দুর্গার আরাধনার মধ্য দিয়ে মহাশক্তি অর্জন আমাদের পরম কাম্য। সঙ্গে সত্ত্বগুণের অনুশীলন করে এই মহাশক্তির উপযুক্ত প্রয়োগেরও শিক্ষা থাকাও জরুরি। এর আরও একটি দিক আছে। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই আছে পশুশক্তি। মানুষ যখন তাঁর পুরুষকার ও সাধনভজনের মাধ্যমে যথার্থ মনুষ্যত্বে উপনীত হয় তখন সেই পশুভাব বিনষ্ট হয়ে ঘটে দেবভাবের জাগরণ। তখনই সে প্রকৃত শরণাগত হওয়ার যোগ্যতা

লাভ করে। সার্থক জীবনের অধিকারী হয়। অর্থাৎ, দেবী দুর্গার এই বিবরণ থেকেই স্পষ্ট তিনিই মহাবিশ্বের চালিকা শক্তি। দেবী দুর্গার এই রূপকে চিন্তনে রেখেই মধ্য কলকাতার ইয়ং বয়েজ ক্লাব সদস্যরা তাদের ৫৪ তম বর্ষে দুর্গাপুজোর থিম হিসেবে উপস্থাপিত করছেন 'দেবী দুর্গা, মহাবিশ্বের মহাশক্তি।'

এই থিমের মধ্য দিয়ে ইয়ং বয়েজ ক্লাবের পুজো উদ্যোক্তারা এটাই দর্শনার্থীদের সামনে তুলে ধরতে চাইছেন যে, পৌরাণিক যুগ থেকে দেবী দুর্গাকে পবিত্র এক শক্তিশালী আধার বলে বিবেচনা করা হয়ে আসছে। কারণ, দেবী দুর্গার সৃষ্টি বিভিন্ন দেবতার শক্তিকে একত্র করেই। মহিষাসুর বধে যখন তাঁকে রণসজ্জায় সজ্জিত করা হয় তখন দশ দেবতা তাঁকে মহিষাসুর নিধনের জন্য দশটি অস্ত্রও প্রদান করেন। দুর্গার পরাক্রম তাঁর ১০টি হাতে বিভিন্ন অস্ত্রের মধ্য দিয়েও সূচিত হয়, কারণ এই দশ অস্ত্র বিভিন্ন শক্তির প্রতীকও বটে। মা দুর্গাকে পরিবৃত করে আছেন সর্বাত্মক বিকাশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী, বিদ্যাদায়িনী সরস্বতী, শৌর্য ও বীর্যের প্রতীক কার্তিক এবং সর্ববিঘ্নবিনাশকারী সিদ্ধিদাতা গণেশ। অতএব, বিদ্যা, যশ, শ্রী সব কিছুই দেবী দুর্গার অধীন। পাশাপাশি দেবী দুর্গা মহিষাসুর রূপী অশুভ শক্তিকে বিনাশ করে মর্ত্যলোককে দশ কোন থেকে রক্ষা করে সুরক্ষা ও নিরাপত্তার অভয়প্রদান করেন। তিনি-ই যে সমগ্র বিশ্বকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করে চলেছেন এই থিমে সেটাই তুলে ধরা হয়েছে তাঁর দশ হাতে দশটি গ্লোবের মাধ্যমে। এই প্রসঙ্গে পুজোর প্রধান উদ্যোক্তা রাকেশ সিং জানান, 'দেবীর হাতে ১০টি গ্লোবের উপস্থিতি আমাদের জীবনের পথ চলতে শেখায় যেখানে 'বসুধৈব কুটুম্বকম'-এরও বার্তা দেওয়া হয়। 'বসুধৈব কুটুম্বকম' সংস্কৃতের একটি বাক্য বন্ধ, যার খোঁজ মেলে মহা উপনিষদে। এই দুটি শধের নেপথ্যে রয়েছে এক গভীর দর্শন। এর অর্থ 'সারা বিশ্ব এক পরিবার'। এ এমন এক সর্বাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি যা সব সীমানা, ভাষা এবং মতাদর্শ অতিক্রম করে সর্বজনীন এক পরিবার হিসেবে আমাদের সকলকে সামনের এগিয়ে চলার সাহস যোগায়। এই বাক্য বন্ধটি বর্তমান সমাজের ক্ষেত্রেও রীতিমতো প্রাসঙ্গিক। যেখানে এটি বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর জোর দেওয়ার পাশাপাশি ব্যক্তি বা পারিবারিক স্বার্থের চেয়ে সামগ্রিক কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেয়। বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তন, যথাযথ উন্নয়ন, শান্তি এবং মতভেদ সহনশীলতার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি মোকাবিলায় বৈশ্বিক সংহতি এবং দায়িত্ব পালন করে। শুদু তাই নয়, দেবী দুর্গা জ্ঞান থেকে প্রজ্ঞা এবং প্রেম ও আনুগত্য, তিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর উদার সহায়তা প্রদান করেন।' এরই পাশাপাশি পুজোর এই উদ্যোক্তা এও জানান, 'দুর্গাপুজো উদযাপন শুধুমাত্র দেবী দুর্গার বিশাল মূর্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। জীবনে চলার পথে তিনি যে পথের নির্দেশ ও প্রেরণা প্রদান করেন তা অন্তর থেকে উপলব্ধির মাধ্যমে বাস্তবায়িত করাই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত প্রত্যেকেরই। থিমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে তৈরি হচ্ছে প্যান্ডেল, যার দায়িত্বে রয়েছে মেদিনীপুরের মহেশ ডেকরেটর্স। শুধু প্যান্ডেলই নয়, এঁদের হাতেই তৈরি হচ্ছে ৩২ ফুটের মাতৃ প্রতিমাও। যা ঝিনুকে মোড়া থাকবে। প্যান্ডেল ঠিক কেমন হবে সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে ইয়ং বয়েজ ক্লাবের যুব সভাপতি বিক্রান্ত সিং জানান, 'প্যান্ডেলের ভিতরে থাকবে ঝিনুকের কাজ। বাইরে থাকবে, ভারতের চন্দ্রজয়কে স্মরণীয় করে রাখতে চন্দ্রযান-৩ এর একটি মডেল। থিমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে থাকছে আলোর কাজও।' ফলে সব মিলিয়ে মধ্য কলকাতায় বেশ কয়েকটি নজর কাড়া পুজোর তালিকায় ইয়ং বয়েজ ক্লাব এবারও থাকছে তা বলাই বাহুল্য।

পুজোর বোনাস বৃদ্ধির দাবিতে শ্রমিক ক্ষোভ আগরপাড়া টেক্সম্যাকো কারখানায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পুজোর বোনাস বৃদ্ধির দাবিতে শুক্রবার আগরপাড়া টেক্সম্যাকো কারখানা গেটে বিক্ষোভ দেখালো শ্রমিকরা। অভিযোগ, কারখানায় উৎপাদন বাড়লেও বাড়েনি শ্রমিকদের বেতন ও বোনাস। প্রসঙ্গত, পুজোর বোনাস নিয়ে বৃহস্পতিবার কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চারটি ইউনিয়নের বৈঠক হয়েছিল। কিন্তু সেই বৈঠকে কর্তৃপক্ষ সাফ জানিয়ে দেয় ৯ শতাংশের বেশি বোনাস তারা দিতে পারবেন না। এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে বোনাস বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে এদিন সকালে টিফিন টাইমে কারখানার গেট আটকে বিক্ষোভ দেখ ায় শ্রমিকরা। তবে বোনাস বৃদ্ধি না করা হলে আন্দোলন জারি রাখার হুঁশিয়ারি দিলেন ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা। এদিকে শ্রমিক বিক্ষোভের জেরে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় কারখানা গেটে। তপ্ত পরিস্থিতির সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বেলঘড়িয়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। শ্রমিক বিক্ষোভ নিয়ে তৃণমূল মজদুর ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক তপন সাহা বলেন, বোনাস

নিয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষ বৃহস্পতিবার চারটে ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনায় বসেছিলেন। কর্তৃপক্ষ সাফ জানিয়ে দিয়েছেন তারা ৯ শতাংশের বেশি বোনাস দিতে পারবে না। তপন বাবুর অভিযোগ, কর্তৃপক্ষের লোকজন পুজোর বোনাস হিসেবে পান এক মাসের বেতন। অথচ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে বোনাসের হার অত্যন্ত কম।

অস্ট্রেলিয়া ‘হাসির পাত্রে’ পরিণত হবে, শঙ্কা ক্লার্কের

নিজস্ব প্রতিনিধি: খেলার দুনিয়াতেই কি অস্ট্রেলিয়ার সময়টা ভালো যাচ্ছে না?

কিছুদিন আগেই অস্ট্রেলিয়া রাগবি দল রাগবি বিশ্বকাপের প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নিয়েছে, সেটা তাদের ইতিহাসেই প্রথমবারের মতো। অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলেরও একই দশা হওয়ার শঙ্কা। ভারতে ওয়ানডে বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম দুই ম্যাচেই উড়ে গেছে প্যাট কামিন্সের দল। প্রথম ম্যাচে ভারতের কাছে ৬ উইকেটে হারের পর গতকাল দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে হারের ব্যবধানও শোচনীয়; ১৩৪ রান। সবচেয়ে বড় কথা, দুটি ম্যাচেই ন্যূনতম কোনো পারফরম্যান্স ছিল না অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানদের। দুই ম্যাচের একটিতেও ২০০ পেরোতে পারেননি তাঁরা।

২০১৫ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপজয়ী অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক মাইকেল ক্লার্কের শঙ্কা, অস্ট্রেলিয়ার রাগবি দলের মতোই অবস্থা হতে পারে ক্রিকেট দলের। ক্লার্ক দলের এই অবস্থার জন্য বাজে প্রস্তুতিকেই দায়ী করেছেন।

ওয়ানডে ক্রিকেটে সর্বোচ্চ পাঁচবারের বিশ্বকাপজয়ী অস্ট্রেলিয়া। জিতেছে ১৯৯৯ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত টানা তিনটি ওয়ানডে বিশ্বকাপ। ক্রিকেট বিশ্বকাপে এত বাজে শুরু এর আগে অস্ট্রেলিয়া কবে করেছে, এ নিয়েও কথা উঠছে। টানা দুই ম্যাচ হেরে অস্ট্রেলিয়া দল এখন বিশ্বকাপে রীতিমতো ‘লাইফ সাপোর্টে’। যদিও আরও ৭টি ম্যাচ বাকি। কিন্তু দুই ম্যাচে স্পিন বোলিংয়ের সামনে অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতা দেখে শঙ্কা জাগছে ক্লার্কের মনে। ক্লার্ক মনে করেন, ভারতের স্পিন, বান্ধব উইকেটে পাকিস্তান কিংবা শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচ জেতা কঠিনই হবে অস্ট্রেলিয়ার, ‘এই কন্ডিশনে শ্রীলঙ্কা দুর্দান্ত দল। আমরা এখনো পাকিস্তানের সঙ্গে খেলিনি। আমাদের সামনে বেশ কঠিন সময় অপেক্ষা করে আছে, বুঝতে পারছি। এভাবে খেললে আমাদের সেমিফাইনালে কোয়ালিফাই করা হবে না।’

স্কাই স্পোর্টস রেডিওর ব্রেকফাস্ট শো, ‘বিগ স্পোর্টস ব্রেকফাস্টে’ উপস্থিত হয়ে এ কথা বলেছেন ক্লার্ক। অস্ট্রেলিয়ার এখনো উপমহাদেশের তিন দলের বিপক্ষে খেলা বাকি;শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ। ক্লার্কের শঙ্কাটা এখানেই, ‘উপমহাদেশের দলগুলোর বিপক্ষে ম্যাচ নিয়েই আমি বেশি চিন্তিত। দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে যে খেলা আমরা খেলেছি, সেটি উপমহাদেশের দলগুলোর সঙ্গে খেললে, অস্ট্রেলিয়া হাসির পাত্রে পরিণত হবে।’

অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলকে নিয়ে তাঁর আরও একটি শঙ্কাও আছে। আর সেটি এখন খুব অবাস্তবও মনে হচ্ছে না, ‘অস্ট্রেলিয়ান রাগবি দলকে নিয়ে সর্বশেষ তিন সপ্তাহে আমরা অনেক কথা শুনেছি। তারা প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ রাগবির প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নিয়েছে। এখন মনে হচ্ছে, অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলকে নিয়েও আগামী সপ্তাহ দু-একের মধ্যে একই ধরনের কথা শুনতে হতে পারে।’

ক্লার্ক অস্ট্রেলিয়া দল নির্বাচনকেও এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী করেছেন, ‘দল নির্বাচন নিয়ে আমাদের অনেক দিন ধরেই সমস্যা আছে। প্রধান নির্বাচক জর্জ বেইলি আমার খুব ভালো বন্ধু। জর্জকে আমি ভালোবাসি, কিন্তু এখানে ব্যক্তি নয়, প্রধান নির্বাচকের কাজের সমালোচনা আমি করবই। গত ছয় মাসে আমরা অনেক ভুল করেছি। যে ভুলগুলোর খেসারত আমরা দিচ্ছি।’

ক্লার্ক মনে করেন ইংল্যান্ডের মাটিতে অ্যাশেজ ধরে রাখা, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জয় অনেক দুর্বলতাকেই ঢেকে দিয়েছে। তিনি বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার বাজে পারফরম্যান্সের জন্য দায়ী করেছেন প্রস্তুতিকে, ‘অ্যাশেজ ধরে রেখে ইংল্যান্ড ত্যাগ করা সাফল্য। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জয় দুর্দান্ত। কিন্তু এ দুই জয় অনেক সমস্যাকেই ঢেকে দিয়েছে। বিশ্বকাপের আগে ভারতের সঙ্গে ওয়ানডে সিরিজ খেলে প্রস্তুতিটা খুব বাজে হয়েছে।’

স্টয়নিসের বিতর্কিত আউটের ব্যাখ্যা চাইবে অস্ট্রেলিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: মার্কাস স্টয়নিসের বিতর্কিত আউট নিয়ে বিশ্বকাপ অফিশিয়ালদের কাছে অস্ট্রেলিয়া দল ব্যাখ্যা চাইবে বলে জানিয়েছেন মারনাস লাবুশেন। লক্ষ্ণৌতে গতকাল দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ১৩৪ রানে হেরেছে অস্ট্রেলিয়া। এ ম্যাচে স্টিভেন স্মিথ ও স্টয়নিসের আউট নিয়ে বিতর্ক ছড়িয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার ৩১১ রান তাড়া করতে নেমে ১৮তম ওভারে স্টয়নিসকে হারানোর মধ্য দিয়ে ম্যাচ থেকে ছিটকে পড়েছিল অস্ট্রেলিয়া। শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপে নিজেদের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ব্যবধানে হারতে হয়। ১৭.২ ওভারে কাগিসো রাবাদার বলটি লেগে খেলার চেষ্টা করেছিলেন স্টয়নিস। কট বিহাইন্ডের আবেদন করেছিল প্রোটিয়ারা। মাঠের আম্পায়ার জোয়েল উইলসন আউট দেননি। রিভিউ নেয় প্রোটিয়ারা। তৃতীয় আম্পায়ার রিচার্ড কেটেলবরো স্টয়নিসকে আউট ঘোষণা করেন আর এ সিদ্ধান্ত নিয়েই চলছে তুমুল বিতর্ক।

আউটটি ২০০৫ অ্যাশেজে এজবাস্টন টেস্টে মাইকেল কাসপ্রোউইচের সেই আউটকে মনে করিয়ে দিতে পারে। স্টয়নিসের ডান হাতের গ্লাভসে বল লেগেছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, বল তাঁর গ্লাভসে লাগার সময় ডান হাত দিয়ে ব্যাট ধরে রেখে ছিলেন কি না? ভিডিও রিপ্লেতে দেখে মনে হয়েছে, তখন স্টয়নিসের ডান হাতের সঙ্গে ব্যাটের সংস্পর্শ হয়নি। অর্থাৎ ডান হাত তখন (বল গ্লাভসে লাগার সময়) যেহেতু ব্যাটের অংশ ছিল না, তাই ওটা আউটও নয়। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম ‘এবিসি’ জানিয়েছে, কেটেলবরো তবু আউট দিয়েছেন এবং এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, ‘ওই হাতটা (ডান) তো অন্য হাতেরই (বাঁ হাত যেটা দিয়ে ব্যাটের হাতলে ওপরের অংশ ধরে ছিলেন স্টয়নিস) অংশ আর সেটা (বাঁ হাত) দিয়ে ব্যাটটা ধরে রেখেছিলেন।’

তবে ভিডিও রিপ্লেতে দেখা গেছে, বল স্টয়নিসের ডান হাতের গ্লাভস ছোঁয়ার সময় বাঁ হাতের সঙ্গে ব্যবধান ছিল। এক হাতের গ্লাভস আরেক হাতের সংস্পর্শে ছিল না। অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চ ধারাভাষ্যে বলেছেন, ‘বটম হ্যান্ড (ডান হাত) টপ হ্যান্ড (বাঁ হাত) থেকে অনেক দূরে ছিল।’ বিস্মিত স্টয়নিস মাঠ ছাড়ার আগে আম্পায়ারদের সঙ্গে কথাও বলেছেন, কিন্তু লাভ হয়নি। তখন উইকেটের অন্য প্রান্তে ছিলেন মারনাস লাবুশেন।

ম্যাচ শেষে লাবুশেন বলেছেন, ‘তারা (আম্পায়ার) যেটা দেখার দেখেছে। তবে দেখে মনে হয়েছে বল গ্লাভস ছোঁয়ার সময় ব্যাটে তার হাতটা ছিল না। ক্যামেরা কিন্তু সাইডের অ্যাঙ্গেল থেকে ধরা হয়নি। মার্কাস (স্টয়নিস) ও আমি জানতে চেয়েছিলাম ওই অ্যাঙ্গেল থেকে পরীক্ষা করা হয়েছে কি না। তারা ত্স্পাইকটাদ(বল গ্লাভসে লাগার দাগ) দেখেছে সামনে থেকে। কিন্তু পাশ থেকে জুম করে দেখা হয়নি। তবে দুটি গ্লাভসের মধ্যে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার ব্যবধান ছিল। আমি তৃতীয় আম্পায়ারের কক্ষে গিয়েছিলাম আর সেখানে স্ক্রিনও অনেক বড় ছিল।’

লাবুশেন এরপর বলেছেন, ‘ব্যাপারটা আসলেই বিভ্রান্তিকর এবং আমি নিশ্চিত এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দেওয়া হবে কিংবা আমরা ব্যাখ্যা চাইব। এটা তো বিশ্বকাপ, এমন টুর্নামেন্টে আমরা চাই না ছোটখাটো সিদ্ধান্তগুলোর জন্য ম্যাচের ফল পাল্টে যাবে, যেটা (সিদ্ধান্ত) এড়ানো যেত। এটাও ঠিক, আমরা তখন যে পরিস্থিতিতে ছিলাম তাতে সিদ্ধান্তটা ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে, তা বলা কঠিন। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য আমরা সিদ্ধান্তগুলো ঠিক করতে চাই।’

স্টয়নিসের আউটের আগে আরও একটি বিতর্কিত সিদ্ধান্তের শিকার হয়েছে অস্ট্রেলিয়া। সেটি স্টিভেন স্মিথের উইকেট। ১০ম ওভারে রাবাদার বলে এলবিডব্লুর আবেদন করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। বল লেগ সাইড দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছিল, এটা ভেবে আউট দেননি মাঠের আম্পায়ার। কিন্তু ডিআরএসে দেখা যায়, বল লেগ স্টাম্পের মাথায় আঘাত হেনেছে। লাবুশেন তখন উইকেটের অন্য প্রান্তে এবং তিনি জানিয়েছেন, আউট না দেওয়ায় মাঠের আম্পায়ার জোয়েল উইলসনকে তিনি ধন্যবাদও জানিয়েছিলেন। কিন্তু বল ট্র্যাকিং সিস্টেমে দেখা যায়, বল লেগ স্টাম্পের মাথায় আঘাত হেনেছে, যা প্রায় সবাইকে বিস্মিত করেছে। লাবুশেন জানিয়েছেন, তাঁর দেখে মনে হয়েছে বল লেগ স্টাম্পেও ছিল না তবে প্রযুক্তির বিরুদ্ধে তিনি প্রশ্ন তুলতে চান না। রাবাদা নিজেই বলেছেন, স্মিথের আউটের আবেদনে তিনি ‘আম্পায়ার্স কল’-এর অপেক্ষায় ছিলেন। ‘প্রযুক্তি আজ আমাদের পাশে ছিল’;এমন মন্তব্যও করেছেন রাবাদা।

৯৯ শতাংশ ফিট গিল

পাকিস্তানের বিপক্ষে কি খেলবেন

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপ শুরুর ঠিক আগে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলেন শুবমান গিল। যে কারণে খেলতে পারেননি বিশ্বকাপে ভারতের প্রথম দুই ম্যাচে। তবে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন গিল। অনুশীলনও করেছেন এই ওপেনার। যদিও আগামীকাল পাকিস্তানের বিপক্ষে তিনি খেলবেন কি না, সেটা এখনো পুরোপুরি নিশ্চিত নয়। আজ সংবাদ সম্মেলনে অধিনায়ক

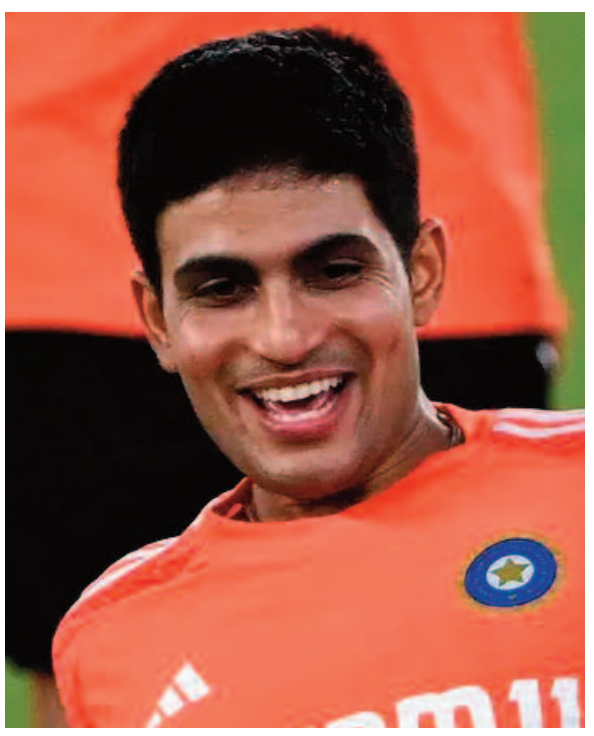

রোহিত শর্মার কথায় এই ভারতীয় ওপেনারের খেলার ইঙ্গিতই পাওয়া গেছে। রোহিত বলেছেন, ম্যাচ খেলার জন্য গিল ৯৯ শতাংশ ফিট।

গিলকে ছাড়াই প্রথম দুই ম্যাচে জিতেছে ভারত। তাঁর জায়গায় এই দুই ম্যাচে ইনিংস ওপেন করেছেন ঈশান কিষান। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে শূন্য রানে আউট হলেও আফগানিস্তানের বিপক্ষে ৪৭ রান করেছিলেন কিষান। গিল ফিরলে এই ঈশানকে ফিরতে হবে মিডল অর্ডারে। গিল ফিরছেন কি না, সেই প্রশ্নে রোহিত বলেছেন, ‘ম্যাচ খেলার জন্য গিল ৯৯ শতাংশ ফিট। দেখি কাল কী হয়।’

গিল ফিরলে ভারতের ব্যাটিং আরও শক্তিশালী হবে। ২৪ বছর বয়সী এই ওপেনার আছেন দুর্দান্ত ছন্দে। আজই আইসিসির কাছ থেকে পেয়েছেন সেপ্টেম্বর মাসের সেরা খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি। গত মাসে গিল ৮টি ওয়ানডে খেলে ২ সেঞ্চুরি ও ৩ ফিফটিতে করেন ৪৮০ রান। গড় ৮০, স্ট্রাইক রেট ৯৯.৩৭। ভারতের এশিয়া কাপ জয়ের পথে করেছেন ৩০২ রান। বাংলাদেশের কাছে নিয়ম রক্ষার ম্যাচে ভারত হারলেও তিনি উপহার দিয়েছিলেন ১২১ রানের ইনিংস। এ ছাড়া নেপাল ও পাকিস্তানের বিপক্ষে ফিফটি ছিল তাঁর।

বিশ্বকাপের আগে ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ খেলেছে ভারত। ওই সিরিজে প্রথম দুই ওয়ানডেতে তাঁর রান ছিল যথাক্রমে ৭৪ ও ১০৪।

বছরজুড়েই অবশ্য গিলের কাছ থেকে এমন ইনিংসই দেখা গেছে। এ বছর ২০ ইনিংস ব্যাটিং করে ৭২.৩৫ গড়ে ১২৩০ রান করে পা রেখেছেন বিশ্বকাপে।

একটা ম্যাচের জন্য অধিনায়কত্ব যাবে না: অধিনায়ক বাবর

নিজস্ব প্রতিনিধি: ব্যাটসম্যান বাবর আজম নাকি অধিনায়ক বাবর আজম, কার সমালোচনা বেশি হয়? উত্তরটা সহজ। অধিনায়ক বাবরের। পাকিস্তান ক্রিকেটে অধিনায়ক বাবরকে নিয়ে কাটাছেঁড়া দৈনন্দিন বিষয়। ওয়ানডে বিশ্বকাপে বাবর ভারতে এসেছেন নানা সমালোচনা মাথায় নিয়ে। ওয়ানডে সংস্করণে অধিনায়ক হিসেবে বাবরের প্রথম বিশ্বকাপ এটি। আর সেটাই হচ্ছে ভারতে।

ভারতের মাটিতে ওয়ানডে বিশ্বকাপে যদি প্রথমবারের মতো পাকিস্তান ভারতকে হারাতে পারে, তাহলে অধিনায়ক বাবরের নিন্দা নিশ্চিতভাবেই কমে যাবে, বন্ধও হয়ে যেতে পারে। আর যদি পাকিস্তান হেরে যায়, তাহলে হবে উল্টোটা। সমালোচকদের কথায় ধার বাড়বে। এমন যখন পরিস্থিতি, তখন সংবাদ সম্মেলনে বিদেশি সাংবাদিকও বাবরকে অধিনায়কত্ব নিয়ে প্রশ্ন করতে ভোলেননি। বাবর অবশ্য সেই সাংবাদিকের

প্রশ্নের জবাবে যা বলেছেন, তাতে অধিনায়কত্ব নিয়ে তাঁকে বেশ আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে বাবরকে সাংবাদিকের প্রশ্নটা ছিল এমন;এটা এমন ম্যাচ, যেটা নিয়ে আপনার দেশের মানুষ বলে, সব ম্যাচে হারলে হারো, তবে ভারতের বিপক্ষে নয়। এই ম্যাচের চাপে অনেক অধিনায়ক অধিনায়কত্বই হারিয়ে বসেন। এর চাপটা কেমন? টিম মিটিংয়ে সতীর্থদের কাছে কী চাইবেন?

E-TENDER NOTICE
Digitally signed and encrypted E Tender is invited from the eligible Bidders for online Submission for following
e-Nit No - E NIT-6, 07.10.2023
E NIT-7, 07.10.2023
E NIT-8, 07.10.2023
E NIT-9, 07.10.2023
E NIT-10, 07.10.2023 at Gabberia GP Under Mandirbazar Block.
Bid submission last date - 16.10.2023, 18.55 hrs.
Bid opening date - 17.10.2023 12.30 hrs.
Details available at **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan
Gabberia Gram Panchayat
Mandirbazar Dev. Block

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
N.I.Q. No.- (i) WBMAD/ULB/BM/PW/15th Finance Grant/N.I.Q.-05/2023-24
Memo No.- 2033/BM/2023-24 Dated : 12.10.2023
Name of the Work- (i) Sculpture works regarding Kaviguru Rabindranath Tagore at Surul Ward No. 04.
(ii) WBMAD/ULB/BM/PW/15th Finance Scheme/NIT-14/2023-24
Memo No.- 2064/BM/2023-2024 Dated : 13.10.2023
Name of Work : (i) Installation of 1 Nos. Submersible pump Ward No. 3 & 6.
(iii) WBMAD/ULB/BM/PW/15th Finance (untied)/Scheme/NIT-07(2nd Call)/2023-24
Memo No.- 2065/BM/2023-2024 Dated 13.10.2023
Name of the Work : (i) Construction of Medium duty RCC Box Culvert from the H/O Kartick Saha Ward No. 05 under Bolpur Municipality. Last Date of Submission **10.11.2023**. For details see Bolpur Municipality Notice Board & Website : **www.bolpurmunicipality.org**
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia
The Chairman, Krishnanagar Municipality invites **NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/MPLADS/NIT-34/2023-24** for **"Installation of 1 (One) no 9 Mtr. and 1 (One) no. 12.5 Mtr. High Mast light in front of Christian Burial Ground, Ward No. 17 within Krishnanagar Municipality under MPLADS."** & **WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/BEUP/NIT-35/2023-24** for **"Installation of High Mast light at Kaltala (near Sishu Uddan) within Krishnanagar Municipality under BEUP."** The intending Bidders are requested to visit the website: **https://wbtenders.gov.in** for details. Tender id: **2023_MAD_592285_1 & 2023_MAD_592467_1**.
Sd/-
Chairman
Krishnanagar Municipality

Online tender invited for RKVY/MG/2023 -ET-1.
For details- www.bckv.edu.in

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৫৩৮, তারিখঃ ১২.১০.২০২৩। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত ইলেকট্রিক্যাল কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার নম্বর ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩২৬০। কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া তেলকলঘাট এলাকায় অফিসারদের জন্য নির্মিত টাইপ-V কোয়ার্টার কমপ্লেক্সের শোভাবর্ধনসহ বিদ্যুৎ বন্টন ব্যবস্থার উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৪১,৫১,৯৬৭ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা) ঃ** ৮৩,০০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ৪৫ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০২.১১.২০২৩ তারিখে দুপুর ৩.০০টা। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোন কারণবশতঃ ঘোষিত ছুটির/বন্ধের/ ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোন প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়-এর পরবর্তী কোন সুবিধাজনক কাজের দিন। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাদের অফার জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
(HWH-301/2023-24)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
N.I.T. No.- (i) WBMAD/ULB/BM/PW/15th Finance Scheme/NIT-13/2023-24
Memo No. : 2031/BM/2023-2024 Dated : 12.10.2023
Name of the Work- (i) Installation of Submersible pump Ward No. 12, 17, 21, 6, 3, 5, 8. (ii) Satighat Carshed for SWM. (iii) Set up Rabindranath Art Works including civil works (Part-A) at Surul Ward No. 04. (iv) A Construction of Cement concrete drain from (i) Bolpur High School to Behind Bolpur Girls High School with one culvert Ward No. 08 under Bolpur Municipality. Last Date of Submission **07.11.2023**. For details see Bolpur Municipality Notice Board & Website : **www.bolpurmunicipality.org**
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

Office of the Prodhan,
Niallishpara- Goaljan Gram Panchayat
Under Behampore Dev. Block.
Vill+P.O- Tikiapara,
Dist- Murshidabad.
E-N.I.T.-06/15th TIDE/ NGGP /2023-24
07/15th UNTIED/ NGGP /2023-24
08/15th TIDE/ NGGP /2023-24
Dated: 11/10/2023 is hereby invited through online by the Prodhan, NGGP, Berhampore, MSD. for Civil works up to 01/11/2023.
Details may be obtained from this office during office hours.
Sd/- Prodhan
Niallishpara-Goaljan G.P.

Chakdaha Municipality
NOTICE
Three (03) nos. of Corrigendum have been published for Quotation Notice **No WBMAD/ CM/PWD/ NIT-08/23-24, Tender Id-2023_ MAD_561282_1, WBMAD/ CM/ UHWC/NIT-9(1ST)/ 23-12/23-24,** Tender **Id 2023_ MAD_562546_1, WBMAD/ CM/ UHWC/ PWD/NIT-12/23-24, Tender Id-2023_MAD_ 570372_ 1.** For further information please visit **www.wbtenders.gov.in**

Chakdaha Municipality
NOTICE
Chakdaha Municipality invites e tender vide memo no. **WBMAD/ CM/ UHWC/ PWD/ NIT-14/23-24 & Tender Id-2023_MAD_ 592254_1, WBMAD/ CM/ UHWC/ PWD/ NIT-12/23-24 & Tender Id-2023_MAD_ 592321_1,** For renovation of UHWC. For further information please visit **www.wbtenders.gov.in**

উত্তরপূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নোটিশ
টেন্ডার নোটিশ নং এন-২৩৫-৬২
টেলি টেন্ডার ১০-২০২৩
ডে. চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/টেলি/এইচকিউ, এন ই রেলওয়ে, গোরক্ষপুর, ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নোক্ত কাজের জন্য টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত যোগ্যতা মান অনুযায়ী যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ঠিকাদারদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : ১) **টেন্ডার নং :** এন-২৩৫-৬২ টেলি টেন্ডার ১০-২০২৩, ২) **কাজের নাম:** গোরক্ষপুরে এন ই রেলওয়ে অফিসার ক্লাবের উন্নয়ন অধীনে প্রোজেক্টর সহ অ্যাডভান্স পিএ সিস্টেমের সরবরাহ, সংস্থাপন, পরীক্ষা এবং চালুকরণ, ৩) **টেন্ডার মূল্য :** ২৮,৩৩,৬১১.১৪ (আঠাশ লাখ তেত্রিশ হাজার ছয়শো এগারো টাকা এবং চৌদ্দ পয়সা) টাকা, ৪) **টেন্ডার জামিন :** ৫৬,৭০০ টাকা, ৫) **টেন্ডার বৈধতা :** ৬০ দিন, ৬) **স্থান, তারিখ এবং সময় টেন্ডার দাখিল এবং খোলার :** ডিএসটিহ /টেলি, এন. ই. রেলওয়ে, গোরক্ষপুর, এর অফিস, ১৪.১১.২০২৩ বেলা ৩টায়, ৭) **সম্পাদনের মেয়াদ :** ৪ মাস, ৮) **টেন্ডার নোটিশ এবং নথির বিস্তারিত পাওয়া যাবে ওয়েবসাইটে : www.ireps.gov.in,** ৯) টেন্ডার কোনও পরিবর্তন, অনুগ্রহ করে মূল টেন্ডার নোটিশের সংশোধনী দেখুন ইন্টারনেট, ১০) টেন্ডার জামিন দাখিল করতে হবে ই-পেমেন্ট গেটওয়ে বা গ্যারান্টি বন্ড এর আকারে নির্ধারিত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া থেকে বা টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত মতে, ১১) টেন্ডারদাতা/ডাকদাতাদের অবশ্যই শ্রেণি-৩ ডিজিটাল সিগনেচার এবং অবশ্যই আইআরইপিএস পোর্টালে নথিভুক্ত হতে হবে। কেবল নথিভুক্ত টেন্ডারদাতা/ডাকদাতাগণই ই-টেন্ডারে অংশ নিতে পারবেন, ১২) সংশ্লিষ্ট সকল প্রয়োজনীয় নথিতথ্যাদি টেন্ডার দাখিলের প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণের সময়ে দাখিল করতে হবে, ১৩) বিস্তারিত টেন্ডার নোটিশ, যোগ্যতাবলি, নিয়ম এবং শর্তাদি পাওয়া যাবে ওয়েবসাইটে : **http://www.ireps.gov.in।**
দ্রষ্টব্য : টেন্ডারদাতা/ডাকদাতাগণকে অবশ্যই তাদের টেন্ডারের প্রস্তাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল নথি/বয়ান/পরিশিষ্ট দাখিল করতে হবে।
ডে. চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/ টেলি/এইচকিউ
CPRO/Sig-67 গোরক্ষপুর
"দাহ্য পদার্থ নিয়ে ট্রেনে সফর করবেন না"

পূর্ব রেলওয়ে
ওপেন টেন্ডার নোটিশ নং ঃ জিএসইউ/ইলেক্ট/এএসএন/২০২৩/১৬, তারিখ ১২.১০.২০২৩। ডে. সিপিএম/ইলেক্ট/জিএসইউ, আসানসোল, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, পিন-৭১৩৩০১, নিম্নোক্ত কাজের জন্য বৈধ বৈদ্যুতিক ঠিকাদারি লাইসেন্স এবং সুপারভাইজারি লাইসেন্সধারী এবং নিম্নলিখিত কাজ আর্থিকভাবে সম্পূর্ণ করার দক্ষতাসম্পন্ন টেন্ডারদাতাদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার কেস নং ঃ জিএসইউ-ইলেক্ট-২৩-১৬। কাজের নাম ঃ** আসানসোল ডিভিশন - আসানসোল স্টেশনে জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নে ১ লাখ গ্যালন ক্ষমতার ওএইচ /আরসিসি ট্যাংক, উত্তরদিকে আসানসোল স্টেশনের এবং সংস্থান দ্বারা নতুন পাইপ লাইন দ্বারা আসানসোল ফিল্টার হাউস থেকে এবং পুরানো কোচিং কমপ্লেক্স থেকে আসানসোল স্টেশনে ব্যবস্থার দ্বারা জিএসইউ /আসানসোল অধীনে। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩৮,৯৯,৩৩৪.৭০ টাকা। **বায়না জমা ঃ** ৭৮,০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ০৮.১১.২০২৩ বেলা ১২ টা । **কাজ সম্পাদনের মেয়াদ ঃ** ০৯ (নয়) মাস সংশ্লিষ্ট পত্র ইস্যুর তারিখ থেকে। **কাজের প্রস্তাবের বৈধতার মেয়াদ ঃ** ৪৫ দিন খোলার তারিখ থেকে। সম্পূর্ণ বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে রেলওয়ের ওয়েবসাইট ঃ **www.ireps.gov.in** থেকে।
ASN-138/2023-24
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
Asansol
Notice Inviting Quotation
Quotation Notice No. Q-244/PW/Eng/2023 dated 12.10.2023
Memo No. 1231/PW/Eng/2023 dated 12.10.2023
Please visit to website **www.asansolmunicipalcorporation.net** or **www.wbtenders.gov.in**. For details, intending contractors may also contact Eng. Dept. of this office and office Notice Board.
Sd/- Superintending Engineer
Asansol Municipal Corporation

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305
E-NIT No.- ADDA/ASN/ED/N-48 & 49 of 2023-2024 Dated 13.10.2023
Executive Engineer, ADDA, Asansol invite Online percentage rate Tender (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and eligible Contractors; for other details visit our website: **wbtenders.gov.in**, **www.addaonline.in** or ADDA office, Asansol.
Sd/- E.E., ADDA, Asansol

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 25/23-24/FCXV/T Dated 13.10.2023.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works under Fifteen Finance Commission. Last date of submission of tender: 31.10.2023 up to 12 noon. The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

W. B. AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
23B, Netaji Subhas Road, Kolkata-700001
Website: www.wbagroindustries.com,
Email: wb.agro@wbaicl.com
Phone No. 2230-2314/2230-2315
NIeT No. AIC/ PD/EE/ NIeT-39/23-24 dt. 14-10-2023
NIeT No. AIC/ PD/EE/ NIeT-40/23-24 dt. 14-10-2023
E-tenders are invited by the Executive Engineer for supply of Miscellaneous Items at Deganga Block & Basirhat Block of North 24 Parganas District of West Bengal from Bonafied Manufacturers/ Dealers/ Distributors/ Vendors/ Agency/ contractors fulfilling eligibility criteria.
Bid Documents will be available from **https://wbtenders.gov.in**
Last Date for Submission: 30/10/2023 at 16:30 hrs.

ব্যাটিং ব্যর্থতায় নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পরাজয় বাংলাদেশের

নিজস্ব প্রতিনিধি: শুরুতেই ব্যাটিং বিপর্যয়ে বাংলাদেশের একটা আশ্রয় আছে। ওয়ানডেতে কবে কোথায় এমন বিপর্যয়ের পরও জিতেছিল দল, সেই স্মৃতিচারণায় আশ্রয়। উদাহরণ একাধিক আছে। দুই বছর আগে চট্টগ্রামে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ৬৫ রানে ৬ উইকেট পড়ে যাওয়ার পর আফিফ ও মিরাজের অবিশ্বাস্য ওই জুটিতে আসা জয় মনে পড়বে। মনে পড়বে কার্ডিফ-ও। প্রতিপক্ষ আর উপলক্ষ বিবেচনায় যেটি হয়তো আরও বেশি স্মরণীয়। ২০১৭ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে জয়টা আবার এই নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষেই।

সেদিন সাকিব আর মাহমুদউল্লাহর দুর্দান্ত এক জুটি শুধু ম্যাচই জেতায়নি, বাংলাদেশকে তুলে দিয়েছিল চ্যাম্পিয়নস ট্রফির সেমিফাইনালে। পুরোনো ইতিহাস মনে করিয়ে দেওয়ার কারণ? চেন্নাইয়ে কার্ডিফ ফিরিয়ে আনার সুযোগটা হেলায় হারানো। সাকিব এখানেও কমন ছিলেন। তবে সঙ্গী বদল হয়েছে। মাহমুদউল্লাহর বদলে মুশফিক। বাংলাদেশের ইনিংসের শুরুতেই টপ অর্ডারের ধসে পড়া এখন প্রায় নিয়মই বলতে পারেন। আজকের ম্যাচ ধরলে সর্বশেষ ১২ ম্যাচের ৯টিতেই রান তিন অঙ্ক ছোঁয়ার আগেই ৪ উইকেট হাওয়া।

এদিন পড়ল ৫৬ রানে। তৃতীয় আর চতুর্থ উইকেট আবার ৪ বলের মধ্যে, একই স্কোরে। এরপরই সাকিব আর মুশফিকের ব্যাটে পাল্টা প্রতিরোধ। চেন্নাইয়ে প্রেসবক্স বলতে গেলে পুরোটাই বাংলাদেশি অধ্যুষিত। সেখানে তাই কার্ডিফের স্মৃতিচারণা হবে, এটাই স্বাভাবিক। তা চেন্নাইয়ে কেন ফিরল না কার্ডিফ? উত্তর খুবই সহজ। কার্ডিফে সাকিব-মাহমুদউল্লাহ দুজনই সেঞ্চুরি করেছিলেন। আর এখানে ৪০ করেই দায়িত্ব শেষ মনে করলেন সাকিব। ম্যাট হেনরির স্লোয়ারে বোল্ড হওয়ার আগে মুশফিক করতে পারলেন ৬৬ রান।

কোনো ব্যাটসম্যানই ইচ্ছা করে আউট হন না। তবে আউট হওয়ার ধরন বা সময় কখনো কখনো কাঠগড়ায় দাঁড় করায় তাঁদেরকে। এখানেও যেমন দাঁড়াতে হচ্ছে ওই দুজনকে। 'অপরাধ' সেট হয়ে যাওয়ার পর ইনিংসটাকে আরও টেনে নিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা। পঞ্চম উইকেটে ৯৬ রানের জুটিটা ১৯৬ হলেও যে বাংলাদেশ জিতে যেত, এটা তো গ্যারান্টি দিয়ে বলা যায় না। তবে ম্যাচটা এমন একপেশে তো অবশ্যই হতো না।

এই ম্যাচের আগে এমন স্পিন-স্পিন রব উঠেছিল যে, যেন এটি দুই দলের স্পিনারদের লড়াই। সকালে দুই দলের একাদশ দেখার পরই সেই ধারণায় প্রথম ধাক্কা। কদিন আগেই বাংলাদেশের বিপক্ষে ৬ উইকেট নেওয়া লেগ স্পিনার ইশ সোধি নিউজিল্যান্ড দলে নেই। বাংলাদেশও আগের ম্যাচের একাদশ থেকে উল্টো একজন স্পিনার কমিয়ে ফেলেছে। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দেদারসে রান বিলালেও ৪ উইকেট নিয়েছিলেন অফ স্পিনার মেহেদী হাসান। সেই মেহেদীর বদলে আবার দলে ফেরানো হয়েছে মাহমুদউল্লাহকে।

চেন্নাইয়ের চিদাম্বরম স্টেডিয়ামের উইকেটের স্পিনপ্রীতির ইতিহাস এই মাঠের সমান বয়সীই। পাঁচ দিন আগে এখানে এই বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচের উইকেটও মনে করিয়ে দিয়েছে সেই ঐতিহ্যকে। এখন বোঝা যাচ্ছে, তা বানানো হয়েছিল ভারতীয় স্পিনারদের অর্ডার অনুযায়ী। বিশ্বকাপ আইসিসির টুর্নামেন্ট হতে পারে, তবে স্বাগতিক হওয়ার সুবিধা নিতে কেন ছাড়বে ভারত! ২০১৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও তো ভারতের বেশির ভাগ ম্যাচ হয়েছে এক রকম উইকেটে। অন্যরকম উইকেটে বাকি টুর্নামেন্ট।

ভারত-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচের উইকেট যে এটি নয়, দুই দলই তা বুঝে গিয়েছিল। বাংলাদেশকে বোঝাতে ছিলেন এখানকারই মানুষ শ্রীধরন শ্রীরাম। আর নিউজিল্যান্ডকে বোঝাতে দলে চেন্নাই সুপার কিংসের দুই খেলোয়াড়। ডেভন কনওয়ে ও মিচেল স্যান্টনার তো ভালোই জানেন, এই মাঠে টি-টোয়েন্টিতে দুই শর বেশি রান করার মতো উইকেটও হয়। এই ম্যাচের উইকেটও অনেকটা সেরকমই। যে কারণে বাংলাদেশের ইনিংসের পরই বোঝা হয়ে গিয়েছিল, এই রান মোটেই নিউজিল্যান্ডকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মতো নয়।

সেই ২৪৫-ও তো হয় না। ৮ নম্বরে নেমে মাহমুদউল্লাহর অপরাজিত ৪১-ই না বাংলাদেশের স্কোরটাকে একটু ভদ্রস্থ করেছে। নইলে ১৮০ রানে ৭ উইকেট পড়ে যাওয়ার পর দুই শ পেরোনো নিয়েও যথেষ্টই শঙ্কা ছিল। তাসকিনের সঙ্গে নবম উইকেটে মাহমুদউল্লাহর ৩৪ রানই ইনিংসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ জুটি। বাংলাদেশের ব্যাটিংয়ের দুর্দশার কথা বোঝাতে এটাই মনে হয় যথেষ্ট। সাকিব যখন আউট হলেন, ইনিংসের তখনো ২০ ওভারেরও বেশি বাকি। মুশফিকের বিদায় ৩৬তম ওভারে। একটু বেশি আগেই তাঁরা খাপ খুলে নেমে গেছেন কি না, এই প্রশ্ন তাই উঠবেই।

লিটন কুমার দাসের ক্ষেত্রে সেই সমস্যা নেই। মানে প্রশ্ন-ট্রাম্পের কোনো ব্যাপার নেই আর কি! আগের ম্যাচে ৭৬ করে ফর্মে ফেরায় একটু বেশিই আত্মবিশ্বাসী হয়ে পড়েছিলেন মনে হয়। নইলে ম্যাচের প্রথম বলেই ওভাবে চালিয়ে দেবেন কেন! মারার মতো বল পেলে প্রথম বলে মারা যাবে না, এমন কোনো নিয়ম নেই। আধুনিক ক্রিকেটে তো আরও নয়।

পাকিস্তানের একাদশে পরিবর্তন চান আমির

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রথম দুই ম্যাচ জিতে বিশ্বকাপের শুরুটা দারুণ হয়েছে পাকিস্তানের। এরপরও দলটির সাবেক ক্রিকেটারদের কিছু কিছু জায়গা নিয়ে অসন্তুষ্টি আছে। এই যেমন নতুন বলে হাসান আলীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সাবেক ফাস্ট বোলার আকিব জাভেদ। পুরো বোলিং বিভাগ নিয়েই হতাশার কথা বলেছেন আরেক সাবেক ফাস্ট বোলার শোয়েব আখতার।

পাকিস্তানের আরেক ক্রিকেটার মোহাম্মদ আমির ভারত ম্যাচের একাদশে পরিবর্তন চেয়েছেন। সেই পরিবর্তন এই ফাস্ট বোলার চেয়েছেন বোলিং বিভাগেই। তিনি চাইছেন, ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের একাদশে যেন উসামা মিরকে রাখা হয়। কিন্তু কার জায়গায় তাঁকে নেওয়া যেতে পারে, সেটা বলতে পারেননি আমির।

মাঝের ওভারে পাকিস্তানের বোলিং নিয়ে খুব একটা খুশি নন আমির। এ কারণেই পাকিস্তানের একটি টেলিভিশনকে তিনি বলেছেন, 'আমি এটা বলব না যে কাকে দল থেকে বাদ দেওয়া হবে। কিন্তু আমি দলে উসামা মিরকে ঢোকানোর চেষ্টা করব। মাঝের ওভারে উইকেট দরকার আপনার। সে ছন্দে আছে এবং উইকেট পাওয়া বোলার। সে কিছুটা ব্যাটিংও জানে।' কাকে বাদ দিয়ে উসামাকে নেওয়া হবে;আমির এটা না বললেও উসামাকে একাদশে রাখতে হলে বাদ দিতে হবে অভিজ্ঞ লেগ স্পিনার শাদাব খানকে। কারণ, শাদাবের মতো উসামাও লেগ স্পিনার। আর এক ম্যাচে পাকিস্তান নিশ্চয়ই দুজন লেগ স্পিনার খেলাবে না। এর আগে পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক শহীদ আফ্রিদিও উসামা মিরের পক্ষে কথা বলেছেন। আমির কাউকে বাদ দেওয়ার ব্যাপারে সরাসরি কিছু না বললেও আফ্রিদি এটা লুকিয়ে রাখেননি। শাদাবকে বাদ দিয়ে তিনি উসামাকে নেওয়ার পক্ষে কথা বলেছেন। আফ্রিদির কথা, 'দুজনের বোলিংয়ে বড় পার্থক্য আছে। শরীরী ভাষায় উসামা অনেক ভালো। শাদাব কিছু রান করতে অভ্যস্ত। কিন্তু এই মুহূর্তে এটা বিষয় নয়। তাদের দুজনের ব্যাটিংয়ে খুব একটা পার্থক্য নেই।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**